শিক্ষণ দীপিকা

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ

প শ্চি ম ব ঙ্গ

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ
ইউনিসেফ, সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প—দুই

শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালা

বাংলা ● গণিত ● স্বাস্থ্য

শারীরশিক্ষা ও খেলাধূলা

সৃজনধর্মী কাজ ● উৎপাদনধর্মী কাজ

পরিবেশ পরিচিতি

শিক্ষণ দীপিকা

পরিবেশ পরিচিতি

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর জন্য

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগ
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
পশ্চিমবঙ্গ

PRIMARY EDUCATION CURRICULUM RENEWAL
UNICEF ASSISTED PROJECT—TWO.

Shikshan Dipika
Curriculum Guide

Environmental Studies
CLASSES I & II

Developed by a Working Group Consisting of :
Dr. Saroj Kumar Chatterjee
Sri Mritunjoy Bakshi
And
Md. Refatullah (writer).

General Editor
Sri Kamalkumar Chattopadhyay

Cover Designed by
Sri Prabhatkumar Das
Smt. Alpana Maiti

August, 1985

Paper used for printing this book has been made available as gift by the UNICEF and printing expenditure has also been borne by the UNICEF.
এই বই ছাপার কাগজ ইউনিসেফ্ কর্তৃক উপহার হিসাবে প্রদত্ত। ছাপার খরচও ইউনিসেফ্ বহন করেছেন।

Published by State Council of Educational Research and Training, West Bengal 25/3 Ballygunge Circular Road, Calcutta—19, and Printed at Usha Printing Works, 209/C Bidhan Sarani, Calcutta-6

মুখবন্ধ

পশ্চিমবঙ্গে বিগত ১৯৮১ থেকে প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষাক্রমের সার্থক রূপায়নের জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনা ও বিতরণ, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, মূল্যায়ন-বিধি প্রণয়ন প্রভৃতির উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

আমাদের এই দেশে যেখানে শিক্ষার জন্য বিবিধ সহায় সম্পদ এবং উপকরণের একান্ত অভাব, সে ক্ষেত্রে বিদ্যালয়-স্তরে সুপরিকল্পিত পাঠ্য বই শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে বিশেষ সহায়ক।

তেমনি শিক্ষক মহাশয়ের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে, অপরাপর কার্যক্রমের সঙ্গে সঙ্গে একটি উদ্দেশ্যসাধক শিক্ষণ-নির্দেশিকা বা শিক্ষণ-ব্যবহারিকারও প্রয়োজন আছে। বিদ্যালয়-পরিবেশে শিক্ষার্থীকে যথাযথ শিখন-অভিজ্ঞতা দিতে হলে শিক্ষক মহাশয়কে যে সব কলাকৌশল ও পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীর বিকাশধর্মী মূল্যায়নে যে ধরণের প্রক্রিয়া অনুসরণ করলে ভাল হয় তার জন্য এই রকম 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালার অনন্যসাধারণ গুরুত্ব রয়েছে।

ইউনিসেফ্ সহায়তাপুষ্ট 'প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ—প্রকল্প দুই'-এর বিদ্যালয় শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালা রচিত হলেও রাজ্যের অন্যান্য বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাগণও এ থেকে সহায়তা পাবেন বলেই আশা করা যায়।

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা প্রসারে উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণ, এই পুস্তকসমূহ প্রকাশে কাগজ উপহার এবং মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহে সহায়তার জন্য ইউনিসেফ্-কে আন্তরিক ধন্যবাদ।

এই পুস্তকসমূহ প্রকাশে পশ্চিমবঙ্গে ইউনিসেফ্ সহায়তা পুষ্ট প্রকল্প—দুই-এর রাজ্য সংযোজক অধ্যক্ষ শ্রীকমলকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের উদ্যোগী ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁকেও ধন্যবাদ।

সুনীল রায় চৌধুরী

অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
পশ্চিমবঙ্গ

সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ভারতে বিগত কয়েক দশক ধরে বিবিধ প্রয়াস চালানো সত্ত্বেও এর লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায়নি। বর্তমানে জাতীয় কর্মসূচীতে সকলের জন্য প্রাথমিক শিক্ষাকে 'সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার' দিয়ে মোটা অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করা গেলেও, ছয় থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সব শিশুকেই বিদ্যালয়ে আনা যাচ্ছে না। আর বিদ্যালয়ে কোনোভাবে শিশুদের নির্দিষ্ট সময়ের জন্য রাখতে পারলেও বৃহত্তর জীবন ও সমাজ পরিবেশে শিশুর জীবন-যাপনের মান আশানুরূপ উন্নত হচ্ছে না।

নির্দিষ্ট সময়ের পূর্বেই শিক্ষার্থীর বিদ্যালয় পরিত্যাগজনিত যে অপচয় এবং একই শ্রেণীতে একাধিক বছর আটকে থাকার ফলে যে অবরোধ সমস্যা, গ্রামাঞ্চলের অভিভাবকদের মধ্যে যে ব্যাপক দারিদ্র্য এবং নিরক্ষরতা, কোনো কোনো আদিবাসী এলাকায় জনবসতির স্বল্পতার দরুণ বিদ্যালয় না-থাকা প্রভৃতিকে 'সকলের জন্য শিক্ষার' পথে মস্ত বাধা বলে মনে করে ছাত্রবৃত্তি, দ্বিপ্রাহরিক আহার, বিনামূল্যে শ্লেট-খাতা-পুস্তক প্রদান, পোশাক সরবরাহ, ছাত্রাবাস স্থাপন, নতুন বিদ্যালয় স্থাপন প্রভৃতি কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

আবার নিছক ছাত্রসংখ্যা বৃদ্ধিকেই যথেষ্ট বলে মনে করা ঠিক হবে না। সমাজ ও শিক্ষার্থী উভয়ের কাছেই শিক্ষাকে অর্থবহ এবং কার্যকরী করে তুলতে হবে। উল্লিখিত উৎসাহদায়ক কার্যসূচীসমূহ থাকা সত্ত্বেও সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার লক্ষ্য দূরে সরে যাবার মূল্যে শিক্ষাক্রমের প্রাসঙ্গিকতার ব্যাপার এবং গতানুগতিক ছকবাঁধা শিক্ষাপদ্ধতি যুক্ত বলে মনে করা হচ্ছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহও চলে যাচ্ছে।

শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু এবং পঠন-পাঠন পদ্ধতি শিশু শিক্ষার্থীর অন্তর্নিহিত চাহিদার সঙ্গে, যে পরিবেশে সে বড় হয়ে ওঠে তার সঙ্গে ছন্দিত বা সঙ্গতিপূর্ণ এবং যথেষ্ট পরিমাণে নমনীয় ও ব্যবহারিক করে তোলার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই ভারত সরকার ইউনিসেফ্-এর সহায়তায় প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ [Primary Education Curriculum Renewal বা PECR—Unicef Assisted Project—2] প্রকল্পের সূচনা করেন। প্রথম দফায় ১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে ১৩টি রাজ্যে এবং ২টি কেন্দ্রীয় শাসিত অঞ্চলে এ প্রকল্পের সুরু হলেও পরবর্তীকালে সকল রাজ্যেই শিক্ষাক্রম নবীকরণের কাজ সুরু হয়। এই প্রকল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল শিক্ষাক্রমকে প্রাসঙ্গিক এবং সামর্থ্য-নির্ভর করে তোলার কাজে বিদ্যালয় শিক্ষকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে যেহেতু অতিসম্প্রতি (১৯৮১) পশ্চিমবঙ্গে একটি নতুন শিক্ষাক্রম চালু হয়েছে এই মুহূর্তে সেটির নবীকরণ বা উন্নয়নের অবকাশ কোথায়, প্রয়োজনই বা কি ?

বলা বাহুল্য মাত্র পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে আর একটি নতুন শিক্ষাক্রম যেমন প্রস্তুত হচ্ছে না, তেমনি যে শিক্ষাক্রম সবেমাত্র বিদ্যালয়সমূহে চালু করা হয়েছে তার পরিবর্তনের কথাও বলা হচ্ছে না। এ রাজ্যের বিদ্যালয়ে যাবার বয়সী এরূপ সকল শিশুর কথা, বিশেষ করে সমাজের দুর্বল অবহেলিত শ্রেণীর শিশুর প্রয়োজনকে স্মরণে রেখে, শিশুর সার্বিক বিকাশের প্রয়োজনের সঙ্গে বিকাশশীল সমাজের চাহিদাকে সমন্বিত করার মূল লক্ষ্যকে সামনে রেখে যেরূপে প্রাথমিক শিক্ষার উদ্দেশ্যসমূহকে বিস্তারিতভাবে নির্ধারণ করা হয়েছে, যেভাবে শিক্ষাক্রমকে চাহিদাভিত্তিক আর জীবনকেন্দ্রিক করে তোলার চেষ্টা হয়েছে, তা বিদ্যালয়ের বাস্তব পরিবেশে কতদূর কার্যকরী হতে পারে সে বিষয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে দেখাই পশ্চিমবঙ্গে এ প্রকল্পের অন্যতম উদ্দেশ্য। বস্তুতঃপক্ষে স্থানীয় প্রাকৃতিক-সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে যুক্ত করে সামর্থ্যনির্ভর শিখন অভিজ্ঞতা দেবার ফলে শিক্ষার্থী বিদ্যালয়ে আসতে এবং অভিভাবক শিশুকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আরও উৎসাহবোধ করেন কিনা, তাও এ প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে জানা যাবে। যেহেতু শিশুর শেখাটা হবে চাহিদাভিত্তিক-জীবনকেন্দ্রিক তাই সাধারণ ধরণের বার্ষিক পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে পাশ ফেলও থাকবে না—কেননা প্রতিটি শিশুই নিজ নিজ চাহিদা আর সামর্থ্যমত শেখে এবং শিক্ষা-সোপানের উচ্চতর ধাপে উঠে যায়। শেখার বিষয়বস্তু, বইপত্র, পঠন-পাঠন পদ্ধতি এরূপে পরিকল্পিত যাতে শিক্ষার্থীর ক্রমিক অগ্রগতি এবং ধারাবাহিক মূল্যায়নের সহায়তা হয়। শিক্ষাক্রম নবীকরণ প্রকল্পের সাহায্যে বিদ্যালয় পরিবেশের অভিজ্ঞতার আলোয় শিক্ষাক্রমকে প্রয়োজনমত আরও উন্নত এবং প্রয়োগসাধ্য করে তোলা সম্ভব হবে।

পশ্চিমবঙ্গে সুন্দরবনের অনুন্নত এলাকায়, বৃহত্তর কলকাতার শহরতলিতে, পুরুলিয়ার আদিবাসী এবং উত্তরবঙ্গের গ্রামাঞ্চলের মোট ত্রিশটি বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষার নবীকরণ প্রকল্প চালু হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ সকল বিদ্যালয়ের সকল শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় নিম্ন বুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ-অধ্যাপকদের প্রকল্পের বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেবার কাজ শেষ হয়েছে। ন্যূনতম শিখনের ক্রমোন্নত রূপরেখা, প্রান্তীয় সামর্থ নির্ধারণ এবং সামর্থ্যনির্ভর পঠন-পাঠন পদ্ধতি অবলম্বনে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা প্রশিক্ষণ পর্ষদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগ প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মোট ছয়টি বিষয়ের শিক্ষণ নির্দেশিকারূপে ব্যবহার্য 'শিক্ষণ দীপিকা' গ্রন্থমালা প্রস্তুতির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, সেগুলি হল :

১। ভাষা-বাংলা (Language)
২। গণিত (Mathematics)

৩। পরিবেশ পরিচিতি [Environmental Studies]
৪। সুস্থ জীবনযাপন [স্বাস্থ্য, শারীর শিক্ষা ও খেলাধুলা] [Healthy Living]
৫। [সামাজিকভাবে প্রয়োজনীয়] উৎপাদনধর্মী কাজ [Socially useful Productive Work-SUPW]
৬। সৃজনধর্মী (অভিব্যক্তি) কাজ [Creative Expression]

উল্লিখিত বিষয়ের শিক্ষণ নির্দেশকাগুলি প্রস্তুতির জন্য রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ-এই কার্যালয়ে গত ৪—৯ জুলাই ১৯৮৩ এবং ১৬—২২ আগষ্ট, ১৯৮৩—দুই পর্যায়ে বিভিন্ন বিষয়ের কার্যকরী সদস্য এবং বিশেষজ্ঞদের কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার আলোচনা ও প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের পক্ষ থেকে [SPCDC] ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ 'শিক্ষণ-দীপিকা' গ্রন্থমালা প্রণয়ন করেছেন।

শিক্ষণ-নির্দেশিকা প্রস্তুতির কর্মশালা চলাকালে বিভিন্ন দিনে পশ্চিমবঙ্গের তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা ডঃ সুশীলচন্দ্র দাশগুপ্ত ,তৎকালীন শিক্ষা-অধিকর্তা [মাধ্যমিক ও প্রাথমিক] ডঃ সুনীল রায় চৌধুরী, উপশিক্ষা অধিকর্তা [শিক্ষণ] ডঃ রমেশচন্দ্র দাশ, অধ্যক্ষ শ্রীপ্রদীপচন্দ্র চৌধুরী উপস্থিত থেকে মূল্যবান পরামর্শ ও নির্দেশাদি দিয়ে গভীরভাবে কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন। কর্মশালা অনুষ্ঠিত হবার পূর্বেই প্রকল্প বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং স্থানীয় নিম্নবুনিয়াদী শিক্ষণ সংস্থার অধ্যক্ষ/অধ্যাপকগণ সুচিন্তিত মতামত ব্যক্ত করে এই পুস্তকমালা প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করায় তাঁদের অশেষ ধন্যবাদ।

বিভিন্ন বিষয়ের ওয়াকিং কমিটির সদস্যরূপে ডঃ বিবেকানন্দ দেব, ডঃ সরোজ চট্টোপাধ্যায় শ্রীনিতাইচন্দ্র দত্ত, মোহাম্মদ রেফাতুল্লাহ্, শ্রীঅনিলরঞ্জন গুহ, শ্রীমৃত্যুঞ্জয় বকসী, শ্রীমতী চিন্ময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীমতী মৃণালিনী দাশগুপ্তা, শ্রীমতী মিনতি সেন, শ্রীশিশিররঞ্জন চক্রবর্তী, শ্রীদীননাথ সেন, শ্রীঅচিন্ত্য মুখোপাধ্যায়, শ্রীনিমাইচাঁদ রায়, শ্রীপ্রভাতকুমার গোস্বামী, শ্রীঅনিলবরণ নিয়োগী, শ্রীকমল বসু এবং শ্রীপ্রভাত কুমার দাস মহাশয়গণের সক্রিয় উৎসাহব্যঞ্জক অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

সামগ্রিকভাবে এই প্রকল্প রূপায়নে সহায়তা এবং বিশেষভাবে শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালা প্রকাশের কাগজ সরবরাহ ও মুদ্রণ ব্যয় নির্বাহের জন্য আন্তর্জাতিক সংস্থা ইউনিসেফ্-এর কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

জাতীয় শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ এবং বিশেষভাবে প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের শ্রীমতী শুক্লা ভট্টাচার্য ও শ্রী এস্ এইচ খাঁ মহাশয়কেও তাঁদের সুচিন্তিত মতামতের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ।

রাজ্য প্রাথমিক শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগের শ্রীমতী কৃষ্ণা বসু, শ্রীনিমাইদাস দত্ত, শ্রী সুধাংশুশেখর সেনাপতি এবং শ্রীআলোকনাথ মাইতির অক্লান্ত পরিশ্রম এবং কর্মনিষ্ঠা এই পুস্তক-মালা প্রকাশে বিশেষভাবে সহায়তা করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাক্রম নবীকরণ প্রকল্পের বিভিন্ন পর্যায়ের কাজের সঙ্গেও তাঁরা যুক্ত আছেন—তাঁদের আন্তরিক ধন্যবাদ।

শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালার প্রচ্ছদ পরিকল্পক শ্রীপ্রভাতকুমার দাস ও শ্রীমতী আলপনা মাইতিকেও জানাই বিশেষ ধন্যবাদ।

শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালা যে সকল প্রকল্প বিদ্যালয়সমূহের জন্য বিশেষভাবে পরিকল্পনা এবং প্রস্তুত করা হয়েছে—তাদের শিক্ষক শিক্ষিকাগণ এগুলিকে যথাযথভাবে ব্যবহার করবেন বলেই আশা করা যায়। শুধু তাই নয়, তাঁদের অভিজ্ঞতার সূত্র ধরে শিক্ষণ দীপিকা গ্রন্থমালাকে ভবিষ্যতে আরও বৃহত্তর ক্ষেত্রে রাজ্যের অধিক সংখ্যক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকাদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হবে।

কমলকুমার চট্টোপাধ্যায়

প্রধান,
শিক্ষাক্রম উন্নয়ন বিভাগ
ও
সংযোজক,
প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রম নবীকরণ
ইউনিসেফ্ সহায়তাপুষ্ট প্রকল্প—দুই
রাজ্য শিক্ষা-গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
পশ্চিমবঙ্গ।

সূচী

পরিবেশ পরিচিতি

☐ সূচনা

পশ্চিমবঙ্গ 'শিক্ষা অধিকার' কর্তৃক প্রবর্তিত প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে ছু'টি দিকের উপর জোর দেওয়া হয়েছে—শিশুদের নানাবিধ ব্যবহারিক কাজ ও পঠন-পাঠন নির্ভর কাজ। পঠন-পাঠন নির্ভর কাজের একটি হোল পরিবেশ পরিচিতি। পরিবেশকে ছুভাগে ভাগ করা হয়েছে—প্রাকৃতিক ও সামাজিক। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে সাধারণভাবে পরিবেশ পরিচিতি হবে। এক্ষেত্রে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের অভিজ্ঞতা দান ও অভিজ্ঞতা-লাভের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে ইতিহাস, ভূগোল ও প্রাকৃতিক এবং জীবন বিজ্ঞানের মধ্যে কোন প্রভেদরেখা টানা হয়নি। প্রতিটি অংশ তারা এক সঙ্গে সম্পৃক্তভাবে জানবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পাঠকে একটি সামগ্রিক ও ধারাবাহিক পাঠ হিসেবে দেখা হয়েছে। শিশুর বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ সম্বন্ধে এক একটি অভিজ্ঞতার বৃহত্তর সংস্করণ পুনরালোচিত হয়েছে এবং কাছের পরিবেশ থেকে তাদের দূরের পরিবেশে নিয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়েছে। যেমন, প্রথম শ্রেণীতে পরিবার, দ্বিতীয় শ্রেণীতে পারিবারিক জীবন। প্রথম শ্রেণীতে 'বাড়িঘর', দ্বিতীয় শ্রেণীতে 'বাড়িঘরের মাল মসলা এবং বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ' ইত্যাদি। সব সময় শিশুর ব্যক্তিগত বর্তমান অভিজ্ঞতাকে সামনে রেখে পাঠক্রম রচনা ও পাঠদানের কথা ভাবা হয়েছে।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে পরিবেশ পরিচিতির ক্ষেত্রে ছাত্রদের জন্যে কোন পাঠ্যপুস্তক থাকছে না। শিক্ষকের উপস্থাপনা এবং শিক্ষা-কৌশলের উপর ছাত্রছাত্রীদের কাম্য যোগ্যতা অর্জন সম্পূর্ণ নির্ভর করছে। তিনি কিভাবে এবং কি কি কৃৎকৌশল প্রয়োগে শিক্ষাদান করবেন সে বিষয়ে অবহিত করার জন্যে শিক্ষণ ব্যবহারিকায় সম্ভাব্য নির্দেশ ও পরামর্শ দেওয়া হলো। নির্দেশিকায় সব কিছু বলা হয়েছে এমন কথা নয়। প্রয়োজনবোধে এবং পরিবেশ অনুসারে শিক্ষক মহাশয় কৃৎকৌশলের বিভিন্নভাবে প্রয়োগ করতে পারেন এবং তাদের পরিবেশ সম্বন্ধে নানা অভিজ্ঞতালাভে সার্থকভাবে সাহায্য করতে পারেন।

প্রথম শ্রেণীর শেষে ছেলেমেয়েদের নিজস্ব 'ডায়েরী' থাকা দরকার। দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে দৈনন্দিন পড়ার শেষে তারা যদি তাদের ডায়েরীতে নিজের বাড়ি, স্কুল, পাড়া ও গ্রামের সামাজিক, প্রাকৃতিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে বর্ণনা দিতে পারে তবে পরিবেশ পরিচিতি বিষয় পড়ানোর উদ্দেশ্য সফল হতে পারে। এমনিভাবে দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষে তাদের প্রত্যেকের একখানি করে আত্মপরিচয় এবং আত্মঅভিজ্ঞতার বিবরণ তৈরী হবে। অন্যত্র ছেলেমেয়েদের নিজস্ব 'ডায়েরী'র একটি নমুনা দেওয়া হয়েছে।

পরিবেশ পরিচিতি পঠন-পাঠন প্রসঙ্গে শিক্ষক মহাশয় 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের' গুরুত্ব উপলব্ধি করে যথাসম্ভব ছেলেমেয়েদের নানান কাজের ব্যবস্থা করবেন। শিশুর অভিজ্ঞতার সমষ্টি বিদ্যালয় ও সমাজ পরিবেশ এককথায়, পরিবেশ পরিচিতি থেকেই গড়ে ওঠে। কাজেই বিদ্যালয় ও বিদ্যালয়ের বাইরে লব্ধ নানাবিধ অভিজ্ঞতাকে শিক্ষা ও জীবনের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করার জন্যে সুসংবদ্ধ-ভাবে পরিচালিত করার প্রয়োজন আছে। শিক্ষাক্রমের সাঙ্গীকরণ তখনই সম্ভব যখন ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যক্ষভাবে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করে। সেদিক থেকে এ অংশের জন্যে কোন পাঠ্যপুস্তক প্রবর্তনের প্রয়োজন নেই। মূলতঃ নিকটের পরিবেশকে অবলম্বন করা প্রয়োজন এবং সামর্থ্যভিত্তিক কতকগুলো কাজ, পর্যবেক্ষন ও আলোচনাকে অবলম্বন করে বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানকে বাস্তবায়িত করার জন্যে শিক্ষক মহাশয় চেষ্টা করবেন এবং যথোপযুক্ত পঠন-পাঠন পদ্ধতি ব্যবহার করবেন। এ প্রসঙ্গে পরে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে শিশুর সামগ্রিক বিকাশের উপর অধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষাকে শুধু শিশুর বৌদ্ধিক ও মানসিক বিকাশের সহায়ক হিসাবে দেখা হয়নি। শিক্ষাকে শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতানির্ভর, সমাজ পরিবেশ নির্ভর এবং প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে সাঙ্গীকৃত করার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে শিশুর মধ্যে বৌদ্ধিক, মানসিক, কর্মশক্তি ও শারীরিক শক্তি সুষমভাবে বিকশিত হবে।

☐ পরিবেশ পরিচিতি কি

পরিবেশ পরিচিতি একটি আধুনিক শিক্ষণীয় বিষয় এবং শিক্ষণ প্রক্রিয়া। পরিবেশ শিক্ষার অর্থ 'পরিবেশের মাধ্যমে, পরিবেশের জন্য, পরিবেশ সম্বন্ধে শিক্ষা।' উহা একটি শিক্ষণ প্রক্রিয়া কারণ এর ফলে পরিবেশকে অবলম্বন করে শিক্ষার পদ্ধতি নির্ধারিত হয়। উভয়ই উপযুক্ত কর্ম ও পরিকল্পনার সাহায্যে শিশুদের মধ্যে কাম্য-যোগ্যতা ও মানসিকতা গঠনে সহায়ক হয়।

☐ পরিবেশ পরিচিতি ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের উদ্দেশ্য

প্রাথমিক শিক্ষার শিক্ষাক্রমে উহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে বলা হয়েছে :—

(ক) পরিবেশ সম্পর্কে শিশুর জ্ঞানকে সুসংহত ও সমৃদ্ধ করা, পরিবেশের বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে তার অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করা, পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে সংযোজনের জন্য তার উপযুক্ত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলা ও পরিবেশের সঙ্গে মানব জীবনের সম্পর্ক বুঝতে সাহায্য করা।

(খ) বিভিন্ন অভ্যাস গঠনের মাধ্যমে তার পরিবেশের সঙ্গে অভিযোজনের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে প্রধানতঃ জ্ঞানমূলক, দক্ষতামূলক এবং বোধ ও দৃষ্টিভঙ্গীমূলক—এই তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

☐ **জ্ঞানমূলক**

(ক) পরিবেশের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাদান।

(খ) প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার অন্তর্ভুক্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাজ সম্পর্কে জানা এবং শ্রমজীবি মানুষের অবদান সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

(গ) দেশ, জগৎ তথা সমাজের গতিশীলতা সম্বন্ধে সাধারণ ধারণা দান করা।

☐ **দক্ষতা ও অভ্যাসমূলক**

(ক) প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনাকে বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পর্যবেক্ষণ করার যোগ্যতা অর্জন।

(খ) ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতাবোধ সম্বন্ধে অভ্যাস গঠন।

(গ) অঙ্কন ও দিক নির্ণয়ে দক্ষতা লাভ।

(ঘ) সুনাগরিকসুলভ অভ্যাস গঠন।

☐ **দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা**

(ক) প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গী অর্থাৎ জিজ্ঞাসু ও যুক্তিশীল এবং অনুসন্ধিৎসু মানসিকতা গঠন।

(খ) শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধের উন্মেষ।

(গ) দেশাত্মবোধ ও গণতান্ত্রিক এবং মানবিক মূল্যবোধের মনোভাব গঠন।

(ঘ) পরস্পর সহযোগিতামূলক সমাজ জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা গঠন।

(ঙ) প্রাকৃতিক ও সামাজিক পরিবেশ সম্পর্কে অন্ধবিশ্বাস এবং কুসংস্কার থেকে মুক্ত বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিশীল মনোভাব গঠন।

☐ **বিবিধ-শিক্ষামূলক**

(ক) বিদ্যালয় জীবন আনন্দময় এবং অর্থবহ করে তোলা।

(খ) উন্নততর জীবনযাপনের উপযুক্ত শিক্ষা এবং পুস্তককেন্দ্রিক শিক্ষার মধ্যে যে দূরত্ব তা দূরীকরণ করা।

(গ) সার্থকভাবে নিজের জীবনচর্যায় অভ্যস্ত করে তোলা।

উপরিউক্ত আলোচনাকে নিম্নলিখিতভাবে সুসংবদ্ধ করা যেতে পারে—পরিবেশ পরিচিতি হোল অভিজ্ঞতানির্ভর, পরিবেশনির্ভর এবং সামর্থ্যনির্ভর শিক্ষার বিষয়। এ শিক্ষা কর্মনির্ভর এবং পর্যবেক্ষণনির্ভর। কয়েকটি বিষয়কে ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে সমন্বিত শিক্ষা। এখানে প্রাকৃতিক, সামাজিক ও ভৌগোলিক পরিবেশকে সমন্বিত করা হয়েছে। এক্ষেত্রে মনে রাখা প্রয়োজন

যে 'পর্যবেক্ষণ' মানে 'দেখা' নয়। কোন বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে বিশেষভাবে কোন ঘটনা বা তথ্য দেখাকে বলে পর্যবেক্ষণ। পর্যবেক্ষণের কোন কোন দিকের উপর জোর দিতে হবে সেটা নির্ভর করবে কোন একটি এককে কোন কোন সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে হবে তার উপর। পর্যবেক্ষণ ঠিকমত না হলে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট সামর্থ্যগুলির বিকাশলাভ সম্ভবপর হবে না।

☐ মূল্যায়ন

মূল্যায়ন প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকায় বিশদভাবে আলোচনা করা হয়েছে। তথাপি পরিবেশ পরিচিতি অংশ আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখা একান্ত প্রয়োজন। মূল্যায়নের দিক হিসেবে (ক) বিষয়জ্ঞান, (খ) ব্যবহারিক কাজ, (গ) স্থানীয় / দূরের প্রাকৃতিক / ভৌগোলিক ও সামাজিক পরিবেশ সচেতনতা, (ঘ) আগ্রহ ও অংশগ্রহণ, (ঙ) সহযোগিতা, (চ) নেতৃত্ব, (ছ) কাজের বিবরণী, (জ) অংকন, (ঝ) পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, (ঞ) সামাজিক বিকাশ এবং (ট) আবেগানুভূতির বিকাশের দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে। সুতরাং মূল্যায়ন হবে সামর্থ্য ও দক্ষতা নির্ভর এবং দৃষ্টিভঙ্গী ও মানসিকতা নির্ভর এবং জ্ঞানমূলক। এদের মূল্যায়ন হবে সংখ্যাগত এবং গুণগত মানে। বিষয় জ্ঞানের মূল্যায়ন হবে সংখ্যাগত মানে। পরে তাদের গুণগত মান যেমন ক, খ, গ, ঘ, ঙ—পঞ্চ মানে রূপান্তরিত করতে হবে। ব্যবহারিক কাজের মূল্যায়ন কাজের ভিত্তিতে গুণগত মানে করতে হবে। তিনটি পর্বে ঐ মূল্যায়ন হবে এবং ঐ তিনটি মানকে যুক্ত করে বার্ষিক গড়ে নিয়ে যেতে হবে।

প্রয়োজন বোধে প্রতিটি একক পাঠদান শেষে শিক্ষক ছেলেমেয়েদের দুর্বলতা কাটিয়ে ওঠার জন্য 'সংশোধনাত্মক শিক্ষা'র ব্যবস্থা করবেন যেন বছরের শেষে তারা কাম্য দক্ষতা অর্জনে সক্ষম হয়।

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে যে কাম্য সামর্থ্য অর্জিত হওয়া উচিত তাদের তালিকা :—

☐ সাধারণ সামর্থ্য ● প্রান্তীয় / কাম্য সামর্থ্য

☐ ১। পর্যবেক্ষণ

● প্রাকৃতিক বস্তু / স্থান / ঘটনা / উৎসব/সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ সমূহকে চেনা।

☐ ২। মৌখিক বিবরণ দান

● উপরিউক্ত বিষয়ের মৌখিক বিবরণ দান।

☐ ৩। তথ্য-সংগ্রহ

● উপরিউক্ত বিষয়ের উপর তথ্য সংগ্রহ।

☐ ৪। বস্তুর আকারগত পার্থক্য ও সাদৃশ্য চেনা

● বস্তুর আকৃতি / গঠন / রং প্রভৃতির ভিত্তিতে শ্রেণীবদ্ধকরণ।

□ সাধারণ সামর্থ্য ● প্রান্তীয় / কাম্য সামর্থ্য

□ ৫। অঙ্কন ও দিক নির্দেশ

● শ্রেণীকক্ষ / বিদ্যালয় / খেলার মাঠ / বাড়ি / পাড়া প্রভৃতি বিষয় অঙ্কন।

● স্কুল / পোস্ট অফিস / মন্দির / মসজিদ / গির্জা / পুরানো বটগাছ প্রভৃতির বাড়ি / স্কুল থেকে দিক নির্ণয়।

□ ৬। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা

● ব্যক্তিগত--নিজেকে পরিষ্কার রাখা এবং মলমূত্র ত্যাগের অভ্যাস গঠন।

● সামুদায়িক—চারিপাশ পরিষ্কার রাখা, সাফাই কাজে অংশগ্রহণ প্রভৃতি।

□ ৭। অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়

● দিন, মাস, ঋতু, আলো, জল, আবহাওয়া প্রভৃতির প্রভাব সম্বন্ধে জ্ঞাত হওয়া।

□ ৮। অপরের প্রতি সহানুভূতি

● বাড়ি ও পাড়ার লোকদের প্রতি সহানুভূতিমূলক প্রদর্শন ব্যবহার।

□ ৯। সহযোগিতাবোধ

● স্কুলের প্রার্থনা, সমবেত সাফাই, উৎসব ও আনন্দদায়ক কাজে অংশগ্রহণ।

● বাড়ি ও পাড়ার লোকজনের সঙ্গে সহযোগিতা দেখানো।

□ ১০। শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ

● বিভিন্ন প্রকার কাজে অংশগ্রহণ, বিভিন্ন ধরণের শ্রমজীবি মানুষের কাজকর্ম সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ।

□ ১১। নেতৃত্বমূলক মনোভাব

● বাড়ি/পাড়া/বিদ্যালয় প্রভৃতি স্থানের মিলিত উৎসব ও কাজে অংশগ্রহণ ও দায়িত্ব পালন।

□ ১২। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ

● সম্পত্তির অধিকার, স্কুল ও বাড়ির নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলা।

● পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ও স্বশাসনের বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

□ ১৩। দেশাত্মবোধ ও জাতীয় সংহতিবোধ

● বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও আঞ্চলিক পার্থক্য নির্বিশেষে মহৎ ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন।

● বন্ধুবান্ধবের পারিবারিক ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান।

☐ সাধারন সামর্থ্য

● প্রান্তীয় / কাম্য সামর্থ্য

- বিভিন্ন জাতি, ধর্ম ও বর্ণের জনগণের অবদান সম্বন্ধে অবহিতি।
- সকলের প্রতি প্রীতিপূর্ণ ও সহনশীল মনোভাব গঠন।
- ধর্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতার ফলাফল সম্বন্ধে অবহিতি।
- জাতীয় সঙ্গীত পাঠ, জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও জাতীয় দিবসসমূহ পালন ইত্যাদি।

☐ ১৪। **সভ্যতার অগ্রগতির ধারণা**

- বাড়ি ঘরের প্রকারভেদ, যানবাহন, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষির উন্নতি প্রভৃতি বিষয় সম্বন্ধে অভিজ্ঞতালাভ।

☐ ১৫। **প্রাকৃতিক পরিবেশের বিভিন্ন বস্তুর প্রতি যত্ন নেওয়া এবং অপচয় নিবারণ**

- বাড়ি, পাড়া ও বিদ্যালয়ের গাছপালা, আসবাবপত্র, পাখি ফলফুল প্রভৃতির যত্ন নেওয়া ও অপচয় নিবারণ।

☐ ১৬। **বিদ্যালয়, সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ম নীতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন**

- বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উৎসব ও অনুষ্ঠানে যথোপযুক্ত আচরণ করা।
- রাস্তায় গমনাগমন ও পারাপারের নিয়ম পালন।
- নারী ও পুরুষ, বয়স্ক ও ছোটদের প্রতি সশ্রদ্ধ / প্রীতিপূর্ণ ব্যবহার।

পরিবেশ পরিচিতি

পাঠের একক

শিশুর পরিচয়

□ কাম্য সামর্থ্য

- নিজেকে ও অপরকে জানা ও চেনা এবং পরস্পরের সঙ্গে বন্ধুত্বলাভে সাহায্য করা।
- বাড়ীর সকলের ও গ্রামের পরিচয় সম্বন্ধে অবহিত হওয়া।

□ শিক্ষণীয় বিষয়

নাম, বাবার নাম, ভাই বোন, গ্রামের নাম।

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীকক্ষে বছরের শুরুতে কয়েকদিন শিশুদের নিজ নিজ পরিচয় দানের সুযোগ দেবেন। শ্রেণীর শিশুদের এই পর্বটি রপ্ত করাতে সপ্তাহ খানেক সময় লাগবে। ধীরে ধীরে শিক্ষক মহাশয় অগ্রসর হলে ভালো ফল পাবার বেশী সম্ভাবনা থাকে। শিক্ষাজীবনের শুরুতে শিশুরা পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে ভালোভাবে পরিচিত বলে তাদের মধ্যে অভীষ্ট ঘনিষ্ঠতা জন্মায়। সাধারণতঃ শিশুরা নিজেদের মধ্যে ডাকনামে পরিচিত হয়। সুতরাং তাদের আসল নাম জানাতে ও জানতে শেখান প্রয়োজন। ঠিকমত পরিচয়ের জন্যে বাবার নাম, ভাইবোনদের নাম ও গ্রামের নাম প্রভৃতি জানার প্রয়োজন আছে। এই পর্বে আত্মপরিচয়ই বড় কথা। প্রতিটি ছেলে-মেয়েকে আলাদা আলাদাভাবে প্রশ্নগুলো করতে হবে। একজনের উত্তরগুলো অন্যেরা শুনবে। এই পর্বে কোন উপকরণ লাগবে না। তাছাড়া সমস্ত কাজকর্ম চলবে কথোপকথনের মাধ্যমে। প্রয়োজনে তিনি শিশুদের এ ব্যাপারে কাম্য সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করবেন। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে নামধাম জেনে আসার জন্যে বলে দেবেন।

□ শ্রেণীর কাজ

নিম্নলিখিতভাবে পাঠ অগ্রসর হবে—

শিশুকে কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন (কোন শিশুকে ইঙ্গিত করে)—

: তোমার নাম কি ?

: অমল, তোমার ডাক নাম কি ?

: তোমার পদবী কি ?

: তোমার আসল নাম কি ?

: তোমরা কয় ভাই বোন ?

: তোমার গ্রামের নাম কি ?

এভাবে শিশুকে নিজের নাম প্রভৃতি ধীরে ধীরে শোনাতে কিংবা জেনে নিতে হবে। তিনি শিশুকে বলবেন, তোমার নাম শুধু অমল বা করিম নয়। একটা পদবী তোমার আছে। নাম আর পদবী এক নয়। তোমার নাম অমল দাস বা করিম বখস্। তারপর তাকে আবার পুরোনাম বলতে বলবেন। এভাবে শিশুদের নামের আগে শ্রী, শ্রীমতী, কুমারী, মোহাম্মদ প্রভৃতি ব্যবহারের বিষয় শেখাবেন। এটাও বলে দেবেন নামের সঙ্গে কখন ঐগুলো ব্যবহার করতে হয় এবং কখন ব্যবহার করতে হয় না। যেমন মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে কিছু কিছু সম্প্রদায়ের মধ্যে শ্রী, শ্রীমতী ব্যবহার হয় না। এভাবে পাঠ এগোলে উক্ত এককের বিষয় বস্তু নিম্নলিখিত রূপ হতে পারে :—

□ পাঠের বিষয়বস্তু

আমার নাম শ্রীঅমল দাস বা মোহাম্মদ করিম বখস্। আমার বাবার নাম শ্রীবিমল দাস বা মোহাম্মদ এলাহি বখস্। আমরা চার ভাই বোন। তিন ভাই এবং এক বোন। আমার দাদার নাম শ্রীনির্মল দাস বা মোহাম্মদ আবদুর রহমান। মেজদার নাম শ্রীদুর্গাপদ দাস বা মোহাম্মদ জাকারিয়া। আমার বোনের নাম কুমারী আলপনা দাস বা মোসাম্মাৎ রাহাত আরা বেগম। আমার গ্রামের নাম পুলিন্দা।

□ মূল্যায়ন

শিশুরা বাঞ্ছিত সামর্থ্য লাভ করতে সক্ষম হয়েছে কিনা তা জানার জন্যে শিক্ষক নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলো করতে পারেন :—

: বিপুল, তুমি শ্রেণীর কয়জনের নাম জানো ?

: তোমার পাশে বসে আছে তার নাম কি ?

: জন, তোমার গ্রাম / শহরের নাম কি ?

শ্রী, শ্রীমতী, সৈয়দ প্রভৃতি নামের আগে ব্যবহার করার উপর খুব গুরুত্ব আরোপ না করা ভালো। এই শ্রেণীতে তাদের নামের সঙ্গে পরিচয় হলেই হবে। তবে পদবী উল্লেখের ক্ষেত্রে যেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমণ্যতা বা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি না হয় সেদিকে শিক্ষক মহাশয় লক্ষ্য রাখবেন।

পাঠের একক

শিশুর পরিবার

☐ কাম্য সামর্থ্য

নিজ নিজ লোকেদের ঠিকভাবে জানা ও চেনা।

পরিবারের প্রত্যেকের জীবিকা ও কাজ কর্ম পর্যবেক্ষণ ও জ্ঞান লাভ।

পরিবারের পরস্পরের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসার বোধ অর্জনে সাহায্য করা।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

পরিবারের গঠন (বাবা, মা, ছেলে মেয়ে এবং অন্যান্য সদস্য) ; বাবার কাজ ও জীবিকা ; মায়ের কাজ (তিনি পরিবারের সকলের জন্যে কি করেন) ; ছেলেমেয়ের কি কাজ ; তাদের কিভাবে চলা উচিত ?

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক বিবরণ।

☐ উপকরণ

পরিবারের একটি নকশা / ছবি।

☐ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় প্রথম এককের মত শ্রেণীকক্ষে প্রত্যেক শিশুর কাছ থেকে আলাদা আলাদা করে তাদের পরিবারের পরিচয় জানবার চেষ্টা করবেন। প্রথম এককে তারা নিজের নাম, বাবার নাম, ভাইবোন প্রভৃতি সম্বন্ধে কাম্য জ্ঞান ও সামর্থ্য অর্জন করেছে। শিশুদের ঐ পূর্বজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে সরল কথোপকথনের মাধ্যমে তাদের পরিবার সম্পর্কে জানতে চেষ্টা করবেন। তিনি সম্ভব হলে, সপ্তাহে দু-একদিন যদি কোন শিশুর পরিবার পর্যবেক্ষণে নিয়ে যেতে পারেন তা হলে শিশুরা প্রত্যক্ষভাবে পরিবারের গঠন ও তাদের নানা কাজের অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে। তিনি সেখানে অথবা শ্রেণীকক্ষে ফিরে ছেলেমেয়েদের পরিবারের লোকজনের কাজকর্মের উপর প্রশ্ন করতে পারেন। এ অংশে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের অংগ হিসেবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীর পরিবারের লোকজনের উপর কিছু তথ্য সংগ্রহ করতে পারে এবং 'আমার বই' এ সহজ ভাবে লিখে আনতে পারে। দরকার হলে ছেলেমেয়েরা নিজেদের পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে সাহায্য নিতে পারে।

□ **শ্রেণীর কাজ**

শিক্ষক মহাশয় নিম্নলিখিতভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করতে পারেন :—

(রহিম অথবা সরোজকে ঈঙ্গিত করে)—বাবা, মা, ভাইবোন ছাড়া তোমার বাড়ীতে আর কে কে আছেন ?

: তারা তোমার কে কে ?

: তাহলে তোমার বাড়ীতে মোট কতজন আছেন ?

ঐ সময় তিনি পরিবার বলতে কি বোঝায় সহজভাবে বলে দেবেন। তারপর তিনি প্রশ্ন করবেন :—

: তাহলে তোমার পরিবারে কে কে আছেন ?

: তোমার বাবা কি করেন ? (পিতৃহীন শিশুর ক্ষেত্রে পরিবার প্রধানের কথা জিজ্ঞেস করতে হবে)।

: তোমার বাবা পরিবারের জন্যে কি কি কাজ করেন ?

: বাবা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করেন ?

: বাবা তোমার ভাইবোনদের কিভাবে সাহায্য করেন ?

: বাবা বাড়ীর লোকেদের কিভাবে সাহায্য করেন ?

: তোমার কাকা কি কাজ করেন ?

: তোমার কাকা তোমাদের কিভাবে সাহায্য করেন ?

: তোমার মা সারাদিন কি কি কাজ করেন ?

: বাবা, মা ছাড়া তোমার দাদা ও বোনেরা কি কি কাজ করেন ?

: তারা তোমাকে কিভাবে সাহায্য করে ?

: তোমার ভাইবোনেরা কিভাবে পরিবারকে সাহায্য করে ?

: তোমার বড় ভাইবোন / দাদা ও দিদি কয়জন আছে ?

: তোমার ছোট ভাইবোন কয়জন আছে ?

: তোমার দাদু / দিদিমা কি কাজ করতে পারেন ?

: তুমি ছাড়া, পরিবারের আর কে কে লেখাপড়া করে ?

তাহলে শিক্ষক মহাশয় বলতে পারেন বেশ কয়েকজন নিয়ে পরিবার। পরিবারে ছোট বড় অনেকজন বাস করেন। সকলেই কম বেশী কাজকর্ম করেন যাতে পরিবার সুখেস্বাচ্ছন্দে থাকে।

তারপর বলবেন—তোমার বাবা তোমাকে কেমন ভালবাসেন ?

: তোমার মা তোমাকে কেমন ভালবাসেন ?

: তোমার দাদু / দিদিমা / বড়রা তোমাকে কেমন আদর করেন ?

: তুমি বাবা / মাকে কেমন ভালবাস ?

: তুমি দাদু / দিদিমা / কাকা / দাদা / দিদি ও ভাই বোনদের কেমন শ্রদ্ধা কর / ভালবাসো ?

: তুমি সংসারের কি কি কাজ কর ?

: তুমি ছোট ভাইবোনদের কিভাবে সাহায্য কর ?

: তোমার বাবা / মাকে কাজকর্ম করার জন্যে বাইরের কে কে সাহায্য করে ?

: তুমি কার সঙ্গে স্কুলে আস ?

এভাবে তিনি বলতে পারেন পরিবারের সকলের মধ্যে প্রীতি ও শ্রদ্ধার ভাব থাকা উচিত। প্রত্যেকে প্রত্যেককে সহযোগিতা করবে। সবাই সবাইকে ভালবাসবে। বড়রা ছোটদের স্নেহ আদর করবে এবং ছোটরা বড়দের শ্রদ্ধা করবে। তবেই পরিবারে আসল সুখ আসে।

□ শিক্ষণীয় বিষয়

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে শিক্ষণীয় বিষয় নিম্নরূপ হতে পারে—

বাবা, মা, আমি আর ভাইবোন ছাড়া বাড়ীতে আরও পাঁচ জন আছেন। তারা হলেন আমার কাকা, দাদা, দিদিমা ও কাজের একটি লোক / মেয়ে। আমাদের বাড়ীতে মোট লোক আছেন দশ জন। ঐ দশ জন লোক নিয়ে আমাদের 'পরিবার'। আমার বাবা চাষ কাজ করেন। এ ছাড়া, তিনি আমাকে ও পরিবারের সকলকে নানা ভাবে সাহায্য করেন। তিনি আমার ভাইবোন ও আমাকে খুব ভালবাসেন। তাছাড়া, আমার এক কাকা আছেন। তিনি মুদির দোকান করেন। অবসর সময়ে তিনি আমাদের হাত ধরে ও কখনও সঙ্গে করে খেলার মাঠ এবং বিভিন্ন উৎসবে নিয়ে যান।

আমার মা বাড়ীর রান্নাবান্না ও সংসারের দেখা শোনা করেন। তিনি গরু, বাছুর প্রভৃতি পশুর যত্ন নেন। সারাদিন তিনি নানান কাজে ব্যস্ত থাকেন। তাছাড়া, দাদু ও দিদিমার যত্নও তাকে নিতে হয়। মায়ের কষ্ট হলে মা হাসিমুখে সব কাজকর্ম করেন। বাবা মায়ের কিছু কিছু কাজে সাহায্য করেন। আমার বোনও মাকে সাহায্য করে। বাড়ীর অসুখ বিসুখ হলে মা ও বড়রা রোগীর সেবা করেন। সন্ধ্যেবেলায় মা আমাদের নানা ধর্মকথা ও গল্প শোনান। আমাদের লেখাপড়ার ওপর তিনি নজর দিতে ভুলেন না।

আমার দাদু ও দিদিমা বুড়ো হয়েছেন। তিনি মাঝে মাঝে কাকার দোকানে গিয়ে বসেন। অন্য সময় তারা আমাদের নিয়ে নানান গল্প ও নীতিকথা শেখান। আমরা সব সময় দাদু ও দিদিমাকে নিয়ে নানান গল্প করি।

আমি প্রথম শ্রেণীতে পড়ি। বাড়ীতে বাবা, মা, দাদু, দিদিমা ও কাকা, দাদারা যে সব কথা বলেন আমি সেগুলো মেনে চলি। আমি বড়দের শ্রদ্ধা করি ও বোনকে ভালবাসি।

আমার বড়দা চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ে। মেজদা পড়ে দ্বিতীয় শ্রেণীতে। আমার বোনের বয়স হু তিন বছর। সে বাড়ীতে থাকে। সবার সঙ্গে শুধু কথা বলে। দাদু, দিদিমা ও কাকুর সঙ্গে সুযোগ পেলেই শুধু বক বক করে। দাদাদের বইপত্র পেলে ছিঁড়ে দেয়। সবার নাকি তাই খুব ভালো লাগে। আমারও খারাপ লাগে না।

দিদিমা ও দাদু আমাদের খুব আদর করেন। আমাদের আবদারগুলো তারা হাসিমুখে সহ্য করেন। দিদিমা মাকে সংসারের কাজে সামান্য সাহায্য করতে পারেন।

আমাদের পরিবারের সবাই কমবেশী পরিশ্রম করেন। সবাই সবাইকে ভালবাসেন। বাড়ীতে সেজন্যে আমাদের খুব ভালো লাগে। তবে দাদা বা বোনের সঙ্গে মাঝে মাঝে ঝগড়া হয়। মা, বাবা ও আমরা আবার পরক্ষণে সব মিটিয়ে নিই। ভাইবোনেরা একসঙ্গে বসে খাই এবং একই সঙ্গে থাকি।

শহরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে প্রশ্নগুলো প্রায় একই রকম হবে। তবে উত্তরগুলো হবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে অন্য ধরনের। শহরে কেউ বা চাকরী করেন, কেউ বা ডাক্তারী, ওকালতি, শিক্ষকতা, শিল্প বা কারখানায় কাজ করেন। আবার অনেক ক্ষেত্রে বড় সংসার নাই বললেই চলে। বাবা, মা ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে পরিবার। অনেকে স্কুলে যায়। অনেকে আবার বেকার। ঐ সব ক্ষেত্রে পূর্বের প্রশ্নগুলোর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষকমহাশয় ছাত্রদের প্রশ্ন করবেন। তবে উভয় ক্ষেত্রে বাবা কি কাজ করেন, কোথায় কাজ করেন প্রভৃতি প্রশ্ন করার সময় যেন ছেলেমেয়েদের মধ্যে হীনমন্যতা বা অন্য কোন মনোভাব সৃষ্টি না হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখা দরকার। প্রয়োজনে ঐগুলোর প্রতি খুব পীড়াপীড়ি করা ঠিক নয়।

□ মূল্যায়ন

ছাত্রছাত্রীরা ঠিকমত সামর্থ্য আয়ত্ত করতে পেরেছে কিনা সে উদ্দেশ্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করা যেতে পারে—

ঃ তোমার পরিবারে তোমার বড় ক'জন আছেন ?
ঃ তুমি পরিবারের কাজে কি ভাবে সাহায্য কর ?
ঃ তোমার কাকু কিভাবে তোমাদের সাহায্য করেন ?
ঃ তোমার দাদুর সঙ্গে তুমি কেমন ব্যবহার কর ?
ঃ তোমার ছোট বোনকে তোমার ভাল লাগে কেন ?
ঃ তোমার মা সংসারের জন্যে কেমন পরিশ্রম করেন ?
ঃ তোমার বাবা সংসারের কি কি কাজ করেন ?
ঃ তোমার লেখাপড়ার ব্যাপারে তোমার দাদা কেমন সাহায্য করে ?
ঃ তোমার দিদিমা পরিবারে কি কাজ করেন ?
ঃ তুমি বাড়ীর কাজ করার মেয়ে/ছেলেকে কেমন ভালবাস ?

□ বাড়ীর কাজ

প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয় দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রদের 'আমার বই'এ পরিবারের লোকজন, সংখ্যা ও তাদের কিছু কিছু কাজের তথ্য লিখে আনতে বলবেন।

পাঠের একক

শিশুর বাড়িঘর

☐ কাম্য সামর্থ্য

: বাড়িঘর পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও সঠিকভাবে মৌখিক বিবরণ দান।

: শহর ও গ্রামের নিজ নিজ বাড়িঘরের গঠন সম্পর্কে ধারণালাভ ও নানা ধরনের ঘরের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ।

: বিভিন্ন বাড়ির ছেলেমেয়েদের মধ্যে সহমর্মিতার বোধ জাগানো।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

বাড়িঘরের দরকার কেন ; বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঘর (রান্নাঘর, গোয়ালঘর এবং বসবার ঘর ও বৈঠকখানা ইত্যাদি) ; গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে সাধারণতঃ কি ধরনের বাড়িঘর দেখা যায় ; শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা কি ধরণের বাড়িঘরে থাকে ?

☐ উপকরণ

। শহর ও গ্রামাঞ্চলের বাড়িঘরের ছবি অথবা নকসা ; বস্তি এলাকার ঘরবাড়ি ; পরিবারের বিভিন্ন ধরনের ঘরের ছবি অথবা নকসা।

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক বিবরণ।

☐ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় প্রথম শ্রেণীতে কয়েকদিন শ্রেণীকক্ষের ছাত্রছাত্রীদের আলাদা আলাদা ভাবে পরিবারের কি কি ঘর আছে এবং সেগুলো কি কি ভাবে ব্যবহৃত হয় প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে জেনে নেবেন। তিনি কোন একদিন বা ছুদিন শ্রেণীর ছেলে মেয়েদের কোন শিশুর অথবা একাধিক শিশুর বাড়িঘর পর্যবেক্ষণে নিয়ে যেতে পারেন। উহার ফলে তাদের সাধারণ জ্ঞানের সঙ্গে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান যুক্ত হলে কাম্য সামর্থ্য ফুটিয়ে তোলা সহজ হবে। আবার প্রয়োজনে তিনি শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ বাড়ী থেকে বাড়িঘরের প্রয়োজনীয়তা, বিভিন্ন প্রয়োজনীয় ঘরের হিসাব ও ঐ সব ঘরের কিভাবে ব্যবহার হয় তা জেনে নিয়ে আসতে বলবেন। আলোচনা

চলার সময় তিনি প্রয়োজনীয় ছবি অথবা নকসা ব্যবহার করবেন যেন তাদের ধারণা লাভ ও সামর্থ্যের বিকাশ সুষ্ঠভাবে হয়। এ ব্যাপারে তাদের পূর্বজ্ঞানকে তিনি ব্যবহার করবেন। পাঠ্যসূচী তৈরী করার সময় পর্যবেক্ষণমূলক কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। গ্রামের/শহরের ছেলেমেয়েদের তিনি নিকটবর্তী শহরে/গ্রামে/বাজারে নিয়ে যেতে পারেন। তাহলে তারা গ্রাম ও শহরের বাড়িঘরের পার্থক্য ভালোভাবে বুঝতে পারবে। তবে সমস্ত ব্যাপারটাই নির্ভর করছে স্কুল, শিক্ষক এবং ছাত্রছাত্রীদের সামর্থ্যের উপর। প্রয়োজনে তিনি তাদের সামর্থ অনুযায়ী বাড়িঘরের নকসা তৈরী করে আনতে বলবেন। এক্ষেত্রে উৎকর্ষতা বড় কথা নয়। তারা যতটুকু আঁকতে পারবে ততটুকুই লাভ। এই পর্বে পঠন পাঠন শ্রেণীকক্ষে অথবা বাড়িঘর পর্যবেক্ষণের সময় অথবা গ্রাম/শহর/বাজার পর্যবেক্ষণের সময় হতে পারে।

□ শ্রেণীর কাজ

সমগ্র পর্বটি সহজ কথোপকথন ও প্রশ্নের মাধ্যমে পাঠদান করতে হবে। শিক্ষক কোন ছাত্রকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করবেন—

ঃ রাত্রে তুমি কোথায় ঘুমোও ?

ঃ ঝড় বৃষ্টি হলে তুমি কোথায় থাক ?

অন্য ছাত্রকে প্রশ্ন করবেন—স্কুল থেকে তুমি কোথায় যাও ? এরপর তিনি বলবেন তাহলে বাড়ি হোল আমাদের বাস করার জায়গা। আমরা দিনে, রাতে, ঝড়বৃষ্টির সময় বাড়িতে থাকি। বাড়ি আমাদের আশ্রয়। বাড়ির পরিবারের লোকেদের সঙ্গে আমরা বাড়িতে বাস করি। বাড়ি না হলে আমরা গরু ছাগল পশুদের মত ঘুরে ঘুরে বেড়াতাম। তিনি আবার বলবেন—এইরকম বাসস্থান বা বাড়িঘর মানুষ পূর্বে বানাতে জানত না। গাছের কোটরে বা পর্বতের গুহায় তারা বাস করত। তাদের ওটাই ছিল বাড়ি। তারপর মানুষ ধীরে ধীরে সভ্য হয়েছে। এখনকার মত নানা ধরণের ঘরবাড়ি বানাতে শিখেছে।

□ বাড়ির বিভিন্ন প্রয়োজনের জন্য ঘরের প্রকারভেদ

শ্রেণীর উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করে যে কোন একটি ছাত্র অথবা ছাত্রীকে লক্ষ্য করে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন—

ঃ তোমাদের রান্না কোথায় হয়

ঃ তুমি কার সঙ্গে ঘুমোও ?

ঃ তোমাদের ঘুমোবার ঘর ক'খানা ?

ঃ তোমার দাদু ও দিদিমা এবং কাকু কোন কোন ঘরে ঘুমোন ?

ঃ অন্য কোন কোন ঘরে তোমরা কি কি কাজ কর ?

ঃ লোকজন/আত্মীয়রা এলে কোথায় বসতে দাও ?

ঃ তোমাদের গরু বাছুর/ছাগল কোথায় থাকে ?

ঃ তুমি কোন ঘরে বসে লেখাপড়া কর ?

ঃ তোমরা কোথায় বসে খাও ?

ঃ হাঁস, মুরগীর বাচ্চা কোথায় থাকে ?

ঃ তোমরা কোথায় স্নান কর ?

প্রশ্নগুলো অন্য ছাত্রদের মধ্যে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে করলে ভালো হয়। উহার ফলে প্রত্যেকের মধ্যে পাঠের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। তিনি প্রশ্ন করতে পারেন—

ঃ তোমাদের পায়খানা বাড়ির কোন পাশে অবস্থিত ?

ঃ তোমাদের শোবার / পড়ার ঘরে কি কি জিনিস আছে ?

তারপর শিক্ষক মহাশয় বলতে পারেন—সংসারের নানা প্রয়োজনের জন্যে নানান ঘরের দরকার হয়। রান্না করার জন্যে একটা রান্নার জায়গা অথবা রান্না ঘর অত্যন্ত দরকার। তাছাড়া, মানুষের সারাদিন পরিশ্রমের পর বিশ্রাম অত্যন্ত প্রয়োজন তাই না? সেজন্যে শোবার ঘরও খুব দরকার। কারও বাড়িতে একখানা শোবার ঘর। আবার কারও বাড়িতে কয়েকখানা শোবার ঘর থাকে। কারও বাড়িতে বসবার ঘর থাকে। যাদের অবস্থা ভালো তাদের প্রতি ঘরে কিছু না কিছু আসবাবপত্র থাকে। প্রয়োজনে হাঁস, মুরগীর থাকবার ঘরও পরিবারে থাকে। তবে তিনি একথাও বলবেন যে, তোমাদের অনেকের বাড়িতে একখানা ঘর আছে। ঐ ঘরের মধ্যে তোমরা পড়াশোনা কর। বারান্দায় বসে খাও এবং রাত্রে শয়ন কর। আবার অনেকে যাদের টাকা পয়সা নেই তাদের হয়ত বড় বাড়ি কিংবা ভালো বাড়ি নেই। তাদের একখানা ছোট ঘরই প্রধান সম্বল। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের পৃথক পৃথক ভাবে প্রশ্ন করলে জানতে পারবেন, বাড়ির পাশে হয়ত পুকুর আছে। কারও বাড়িতে হয়ত গোয়ালঘর আছে। তিনি আরও বলবেন, শিশুর বাড়িঘর যেমন আছে তাতেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় এবং নিজেদের বাড়িকে ভালবাসতে হয়। তবে সবাই চেষ্টা করবে যেন আরও পরিশ্রম ও লেখাপড়া করে নিজেদের অবস্থাকে উন্নত করতে পারে।

শহরের বাড়িঘর প্রসঙ্গে একইরকম ভাবে শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রশ্ন করে কথোপকথনের মাধ্যমে জেনে নেবেন। তবে লক্ষ্য রাখবেন যেন প্রতিটি ক্ষেত্রে শিশু তার অভিজ্ঞতা ও পর্যবেক্ষণলব্ধজ্ঞান যেন সঠিকভাবে বলতে পারে। আলোচনা থেকে মোটামুটি নিম্নানুরূপ বিষয়বস্তু পওয়া যেতে পারে—

দেশের বাড়িঘরে যেমন কিছুটা জায়গা থাকে শহরে তেমন বাড়তি জায়গা থাকেনা। বেশীর ভাগ লোকের হয়ত নিজেরও বাড়ি নেই। অনেকেই ভাড়াটে বাড়িতে বাস করে। ছোট্ট জায়গার মধ্যে রান্নাঘর, শোবার ঘর, পায়খানা প্রভৃতি থাকে। স্নান করার আলাদা জায়গা থাকে (অনেক

ক্ষেত্রে নাও থাকতে পারে)। তেমনই যারা খুব ছোট্ট চাকরী করেন কিংবা বস্তিতে বাস করে তাদের নানান অসুবিধে। তাদের গ্রামের গরীব মানুষদের মত একখানা ছোট্ট ঘর। সেখানেই তারা শোয়, খাওয়া দাওয়া করে ও ছেলেমেয়েরা পড়াশোনাকরে। তবে শহরে সব বাড়িতে দেখা যায় জায়গার তুলনায় লোকের ঠাসাঠাসি।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে শিক্ষক মহাশয় ঠিক করে বুঝতে পারবেন ছেলেমেয়েদের বাড়ি-ঘরের সংখ্যা—শোবার ঘর, রান্নার ঘর, বসবার ও পড়বার ঘর, স্নানের জায়গা, আসবাবপত্র ইত্যাদি। শহরের স্কুলেও গ্রামের বাড়িঘর সম্বন্ধে ধারণা দিলে ভালো হয়। গরীব ছাত্রদের প্রশ্ন করে তাদের বাড়িঘর সম্বন্ধে জেনে নিতে হবে।

□ বাড়ির প্রকারভেদ

ছাত্রদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করে জেনে নেবেন :—
কোন একজন ছাত্রকে উদ্দেশ্য করে—

ঃ তোমাদের বাড়ি ঘর কি দিয়ে তৈরী ?
ঃ তোমাদের রান্নাঘর কিসের তৈরী ?
ঃ বাঁশের বেড়া দেওয়া ঘর কাদের কাদের আছে ?
ঃ মাটির ঘর কাদের কাদের আছে ?
ঃ টিনের চাল কাদের কাদের বাড়িতে আছে ?
ঃ টালির চাল কাদের কাদের বাড়িতে আছে ?
ঃ তালপাতা অথবা হোগলা পাতার ছাউনি কাদের কাদের বাড়িতে আছে ?
ঃ বাঁশের কঞ্চি অথবা ডালপালা দিয়ে তৈরী ঘর কাদের কাদের আছে ?
ঃ ইটের তৈরী বাড়ি কাদের আছে ?
ঃ গ্রামে তোমরা কি কি ধরনের ঘর বাড়ি দেখতে পাও ?

তেমনই শহরের ক্ষেত্রে তিনি প্রশ্ন করতে পারেন—

ঃ শহরে বেশীরভাগ বাড়ি ঘরগুলো কি দিয়ে তৈরী হয় ?
ঃ বস্তির বাড়ি ঘরগুলো কি দিয়ে তৈরী ?
ঃ তোমাদের কার কার বাড়িতে টালির ছাউনি আছে ?
ঃ কার কার বাড়িতে হোগলা / তালপাতার ছাউনি আছে ?
ঃ বেড়া দেওয়া ঘর কার কার বাড়িতে আছে ?
ঃ তোমরা কে কে ভাড়া বাড়িতে থাক ?
ঃ শহরের বাড়িগুলো কতটা উঁচু ?

তেমনই উভয় ক্ষেত্রে প্রশ্ন হতে পারে—

ঃ তোমরা সকালে কোনদিকে সূর্যকে উঠতে দেখ ?

ঃ তোমাদের বাড়িতে আলো বাতাস কেমন আসে ?

উপরের কথোপকথন থেকে নিম্নানুরূপ বিষয়বস্তু গঠন করা যেতে পারে—

গ্রামাঞ্চলে তোমরা নানা ধরনের বাড়ি ঘর দেখতে পাও। তোমাদের কারও বাড়ি পাকা। কারও বাড়ি কাঁচা-পাকা কিংবা কারও বাড়ি একবারে কাঁচা। কারও বাড়ি কঞ্চি, হোগলা প্রভৃতি দিয়ে তৈরী। কেউ বা আবার থাকো ঝুপড়িতে। কারও বাড়িতে চালের ছাউনি অথবা টিন ও টালির ছাউনি আছে। আবার তোমাদের কারও বাড়িতে রয়েছে হোগলা, বাঁশপাতা, তালপাতা বা অন্য-কিছুর ছাউনি। গ্রামের গরীব লোকেদের বাড়ি ঘরের অবস্থা খুব শোচনীয়। তারা অতি কষ্টে দিন কাটায়। দেশের বাড়িতে তোমাদের অনেকেরই বেড়া দেওয়া নেই। তোমরা খোলা জায়গায় খেলা কর। বাড়ীর উঠোনে তোমাদের ধান মাড়াই হয়। অন্যান্য ফসলপত্রও শুকানো হয়।

শহরাঞ্চলে তোমাদের বেশীর ভাগ বাড়ি পাকা ইটের তৈরী। বাড়িতে তোমাদের আলোর ব্যবস্থা আছে। আবার অনেকের বাড়ি আধ পাকা অথবা আধ কাঁচা। আবার কোন বাড়ির ছাউনি চাল অথবা টালির। বস্তি এলাকায় টালি অথবা বাঁশপাতা অথবা খোলার ছাউনি দেখা যায়। ঐ এলাকায় মানুষের বসবাসের নানান অসুবিধে। (প্রয়োজনে শিক্ষক মশায় শিশুদের বস্তি / ঝুপড়ি দেখাতে নিয়ে যাবেন)। শহরের বাড়িগুলো একতলা, দোতলা অথবা তার চেয়েও বেশী। কোলকাতার মত বড় শহরে একতলা থেকে প্রায় সতের-আঠারো তলা পর্য্যন্ত উঁচু ঘরবাড়ি দেখা যায়। বাড়ির সামনে কোথাও কোথাও খোলা জায়গা আছে। মাঝে মাঝে পার্ক ও বাগান থাকে। তবে সর্বত্রই লোক গিজগিজ করছে।

এই অংশটি পড়াতে কমপক্ষে সপ্তাহখানেক সময় লাগতে পারে। শিক্ষক মহাশয় প্রতিটি ক্ষেত্রে নিজের অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধি খাটিয়ে শিশুদের কাছ থেকে তাদের বাড়িঘর সম্বন্ধে জেনে নেবেন এবং প্রয়োজনে তাদের সাহায্য করবেন। উপসংহারে তিনি বলতে পারেন—

তোমরা যারা প্রথম শ্রেণীর ছাত্র, তাদের প্রায় প্রত্যেকেরই রয়েছে শোবার ঘর, রান্নার জায়গা। অতিরিক্ত ঘরও অনেকের আছে। অনেকের আছে নিজের বাড়ি। বাড়ি বেশীর ভাগ কাঁচা ও ছাউনি দেওয়া। গরীব মানুষদের ভালো ঘর বাড়ি নেই। তাদের প্রতি আমাদের সকলের কষ্ট হয়। সরকার যদি তাদের ঘরবাড়ি বানিয়ে দেন তো বড় ভালো হয়। শহরাঞ্চলে তোমাদের রয়েছে নিজের অথবা ভাড়া বাড়ি। সব বাড়িই প্রায় পাকা ইটের। সব জায়গায় খোলা জায়গার অভাব। বস্তি এলাকায় টালি, টিন অথবা খোলা ছাউনির বাড়ি। খেলার জায়গা সর্বত্র নেই। গ্রামে কিন্তু বাড়ির সঙ্গে ওঠোন এবং খেলার জায়গা থাকে। তাহলে আমাদের গ্রামে / শহরে এইসব ধরনের বাড়িঘর আছে।

☐ **ছাত্রের কাজ**

প্রথম শ্রেণীর শেষে ছাত্র-ছাত্রীরা বাড়ি ঘরের নক্সা করে নিয়ে আসবে।

পাঠের একক

শিশুর বিদ্যালয়

☐ **কাম্য সামর্থ্য**

- পর্যবেক্ষণ ও সঠিকভাবে মোখিক বিবরণ দান।
- দিক নির্ণয়ের অভিজ্ঞতালাভ।
- বিদ্যালয়ের জিনিসপত্র ও গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়া এবং শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ।
- ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে বোধ জন্মানো।
- বিদ্যালয়ের সকলের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা, ও সহযোগিতার ভাব জাগানো।
- বিদ্যালয়ের নক্সা অঙ্কন।
- বিদ্যালয়ের নিয়ম কানুন মেনে চলা ও বিদ্যালয়ের প্রতি মমত্ববোধ জাগিয়ে তোলা।
- কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়।

☐ **উপকরণ**

স্কুলের নক্সা বা চিত্র। গ্রাম / শহর সমেত নিজ স্কুলের স্কেচ বা আদর্শ স্কুলের ছবি।

☐ **কৃৎকৌশল**

পর্যবেক্ষণ, কাজে অংশগ্রহণ, মৌখিক বিবরণ দান ও নক্সা অঙ্কন।

☐ **শিক্ষণীয় বিষয়**

স্কুল বাড়িটি গ্রাম, পাড়া অথবা শহরের কোন জায়গায় অবস্থিত। কি দিয়ে তৈরী ; কয়খানা ঘর, কোন ঘরে কি কাজ হয় ; স্কুলের আসবাবপত্র, খেলার মাঠ, জলের বন্দোবস্ত, বাগান ইত্যাদি ; কতজন শিক্ষক ; স্কুল কেন হ'ল, স্কুল আমাদের কি উপকার করে ; শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আমরা শ্রদ্ধা করি কেন ?

স্কুলের জীবনে সংঘবদ্ধতা ঐক্য, সহপাঠীদের প্রতি প্রীতি ও সহযোগিতা।

স্কুলকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুন্দর রাখা দরকার কেন ? কে পরিষ্কার রাখবে ? এই বিষয়ে ছাত্ররা কি করবে ? ছেলেমেয়েরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকবে কেন ? কিভাবে থাকবে ?

☐ **শিক্ষাগত নির্দ্দেশ**

সমস্ত এককটি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে পড়ানোর চেষ্টা করতে হবে। পর্যবেক্ষণের বিষয় সকলের নিকট সমান। সুতরাং উত্তর প্রতিটি ছাত্রের একই রকম হবে। তবে কিছু কিছু

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা বর্ণনার ক্ষেত্রে হয়ত কিছুটা পার্থক্য আসতে পারে। শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের সুশৃঙ্খলভাবে বিদ্যালয় পরিবেশের বিভিন্ন দিক পর্যবেক্ষণের সুযোগ দেবেন। তিনি পর্যবেক্ষণের সময় তাদের বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশ্ন করতে পারেন। ঐভাবে প্রশ্ন করলে এককটি দ্রুততার সঙ্গে শেষ করা সহজ হবে। অন্যথায় পর্যবেক্ষণের পর শ্রেণীকক্ষে ছেলেমেয়েরা ফিরে এলে তাদের সামর্থ্য কতটা বিকাশ লাভ করেছে সেটা তিনি প্রশ্ন করে জেনে নিতে পারেন। এক্ষেত্রে শ্রেণীতে প্রত্যেক ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্নের উত্তর দেবার সুযোগ দিতে হবে। এককটি শেষ করতে সপ্তাহ দুয়েক কিংবা তিন সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। এই পর্বে গ্রাম ও শহরের অভিজ্ঞতা অর্জনের কথোপকথনের মধ্যে তেমন তারতম্য হবে না। তবে শহরের বিদ্যালয় পরিবেশের ক্ষেত্রে উপকরণ কিংবা পরিবেশগত অভিজ্ঞতা কিছুটা ভিন্ন হলেও হতে পারে।

□ **শ্রেণী / বিদ্যালয় পরিবেশের কাজ**

□ **স্কুলের অবস্থান ও দিক নির্ণয়ের সামর্থ্য বিকাশ**

এই প্রসঙ্গে শিশুদের সর্বপ্রথমে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব অথবা পশ্চিম প্রভৃতি দিকের ধারনা দেওয়া উচিত নয়। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর শিশুরা প্রথমে তাদের ডান ও বাম দিককে চিনতে পারে এবং সেটা প্রথমে ডান ও বাম হাতের ধারনাকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে। সেজন্যে শিক্ষক মহাশয় কথোপকথনের মাধ্যমে নিম্নরূপ প্রশ্ন করবেন :

: গোলাম, তোমার ডান হাত কোনটি ?

: তোমার ডান দিকে কে বসে আছে ?

: সরোজ, তোমার বাম হাত কোনটি ?

: তোমার বাম দিকে কে আছে ?

: ময়না, শ্রেণী ঘরের জানালা তোমার কোনদিকে অবস্থিত ?

: অতুল, ঘরে নেতাজীর ছবি তোমার কোনদিকে টাঙানো আছে ?

এভাবে তিনি ছাত্রছাত্রীদের শ্রেণীর বিভিন্ন জিনিস যেমন, টেবিল, ব্ল্যাকবোর্ড, ছবি প্রভৃতির সাহায্যে ডান ও বাম দিকের ধারনার সামর্থ্য ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। এরপর তিনি তাদের সামনের ও পেছনের ধারনার সামর্থ্যও ফুটিয়ে তোলার জন্যে নিম্নানুরূপ প্রশ্ন করতে পারেন —

: সুধীর, শ্রেণীর ব্ল্যাকবোর্ড তোমার কোনদিকে অবস্থিত ?

: মজিদ, টেবিল তোমার কোনদিকে অবস্থিত ?

: মুকুল, তুমি যখন বাড়ি থেকে স্কুলে আস' তখন তুমি কোনদিকে মুখ করে বের হও ?

: বাবুল, স্কুলের খেলার মাঠ তোমার কোনদিকে আছে ?

: নিতাই, গ্রামের মন্দির তোমার কোনদিকে অবস্থিত ?

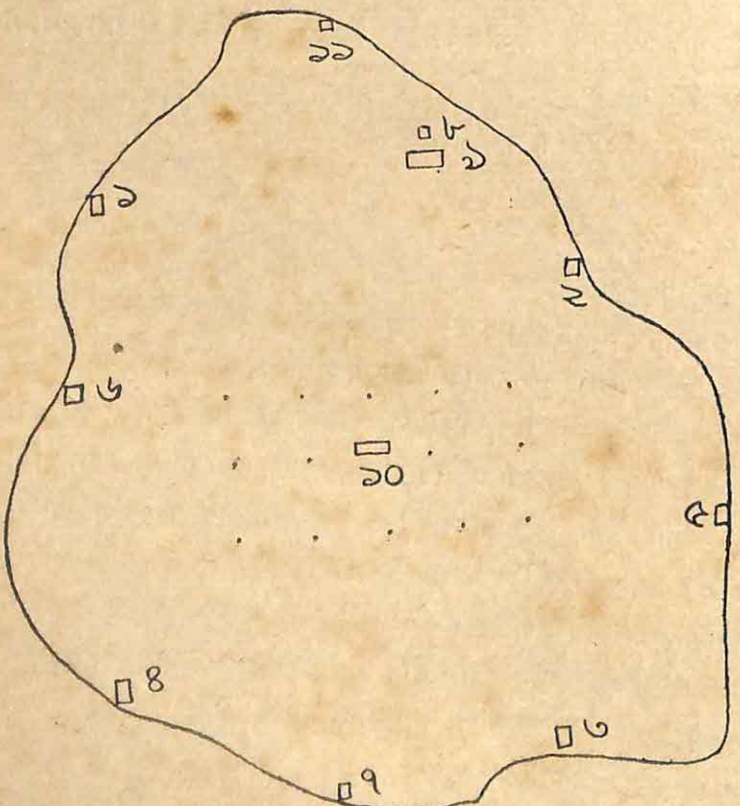
: জন, গ্রামের কোনদিকে স্কুল অবস্থিত ?

: মুর্মু, তোমার পাড়ার কোনদিকে স্কুল বাড়িটি অবস্থিত ?

: আসমা, স্কুল বাড়িটি শহরের কোনদিকে অবস্থিত ?

এভাবে অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের প্রশ্ন করে তিনি জেনে নিতে পারবেন শ্রেণীর দরজা / গ্রামের মসজিদ, খেলার মাঠ, বড় গাছ, দীঘি, ষ্টেশন, পঞ্চায়েত অফিস, নদী, সরকারী অফিস, বাসষ্ট্যাণ্ড প্রভৃতি কোনদিকে অবস্থিত। এরপর তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে পূর্ব, পশ্চিম, প্রভৃতি দিক সম্বন্ধে সামর্থ্য বিকাশের চেষ্টা করবেন। এক্ষেত্রে সূর্য্যের উদয় ও অস্ত যাবার দিক থেকে শুরু করলে ভালো হয়। তিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের বিদ্যালয় কিংবা আসা যাওয়ার পথে দেখা বস্তুর উপর নক্সা আঁকতে বলতে পারেন। তবে এক্ষেত্রে তাদের বিশেষ দক্ষতা ও উৎকর্ষতার উপর জোর না দেওয়াই উচিত, নক্সাটা এ রকম দাঁড়াতে পারে :

শ্রেণীর নক্সা



১। দরজা
২। জানালা
৩। জানালা
৪। জানালা
৫। নেতাজীর ছবি
৬। রবীন্দ্রনাথের ছবি
৭। বিবেকানন্দের ছবি
৮। শিক্ষক মশায়ের চেয়ার
৯। টেবিল
১০। বেঞ্চি
১১। নজরুলের ছবি

□ **বিদ্যালয় গৃহ ও বিভিন্ন শ্রেণী পর্যবেক্ষণ ও সঠিকভাবে মৌখিক বিবরণ দান**

(পর্যবেক্ষণের সময় প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠ অগ্রসর হবে)

: আনন্দ, তোমাদের স্কুল বাড়িটি কি দিয়ে তৈরী ?

: সুনীল, তোমাদের স্কুলে কয়খানা ঘর আছে ?
(যদি ধারণার জ্ঞান থাকে)

: সুধাংশু, তুমি কোন শ্রেণীতে পড় ?

: অনিমা, তোমাদের উপরের শ্রেণীর ছাত্ররা কোন ঘরে বসে ?

: প্রতিভা, তোমাদের শ্রেণী ছাড়া আর ক'খানা ঘরে ক্লাস হয় ?

: তপেন, মাষ্টার মহাশয়রা কোন ঘরে বসেন ?

তাছাড়া, অন্যান্যদের তিনি আরও প্রশ্ন করতে পারেন। যেমন,—

: তোমাদের শ্রেণীতে ক'খানা বেঞ্চ আছে ?

: স্কুলের কাগজপত্র, আলমারী কোন ঘরে থাকে ?

: অন্য ঘরে কি কাজ হচ্ছে তোমরা দেখতে পাচ্ছ ?

□ **স্কুলের গাছপালা, আসবাবপত্র প্রভৃতির যত্ন নেওয়া ও শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগরণ**

পর্যবেক্ষণে নিয়ে গিয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন—

: তোমাদের শ্রেণীতে কয়টি টেবিল আছে ?

: তোমাদের শ্রেণীতে কতকগুলো ছবি টাঙানো আছে ?

: তোমাদের শ্রেণীর চেয়ার, টেবিল ও বেঞ্চগুলো তোমরা কেমনভাবে সাজিয়ে রাখ ?

: শ্রেণী পরিষ্কার রাখতে তোমরা আর কি কি কর ?

: শ্রেণীতে আসার পর তোমরা কি কি কাজ কর ?

: তোমাদের বাগানে কি কি গাছ আছে ?

: কয়টি ফুলের গাছ তুমি / তোমরা লাগিয়েছ ?

: ঐ সব গাছের তোমরা কিভাবে যত্ন নাও ?

: গাছে জল না দিলে কি হয় ?

: বাগানের ফুল তুলতে নাই কেন ?

: তোমরা কোথা থেকে জলপান কর ?

: স্কুলের টিউবওয়েল তোমাদের শ্রেণীর কোনদিকে অবস্থিত ?

: স্কুলে এসে / ছুটির পর তোমরা কোথায় খেলাধূলা কর ?

: তোমরা মাঠে কি কি খেলাধূলা কর ?

- ঐ মাঠ পরিষ্কার রাখতে তোমরা কি কি কাজ কর ?
- শ্রেণীকক্ষ ও মাঠে কাজ করতে তোমাদের কেমন লাগে ?
- বাগানে তুমি কি চারা গাছ লাগিয়েছ ?
- তোমরা পায়খানা পেলে কোথায় যাও ?

□ বিদ্যালয়ের প্রতি এবং সকলের প্রতি প্রীতি, শ্রদ্ধা, ও সহযোগিতার ভাব জাগানো

সকলকে লক্ষ্য করে শিক্ষক মহাশয় কথোপকথনের মাধ্যমে অগ্রসর হবেন—

- সারাহ, তোমার স্কুলের নাম কি ?
- পাপু, তুমি স্কুল কেন এসেছ ?
- রেহানা, তোমাদের স্কুলে কখন টিফিন হয় ?

এভাবে প্রশ্ন করবেন। যেমন,—

- তোমাদের স্কুলে কতজন মাষ্টার মহাশয় আছেন ?
- তোমাদের স্কুলে দিদিমণি ক'জন আছেন ?
- তোমরা দিদিমণিকে কি বলে ডাকো ?
- দিদিরা / মাষ্টার মহাশয়রা তোমাদের কেমন ভালবাসেন ?
- দিদি / মাষ্টার মশায়দের তোমাদের কেমন লাগে ? (ভয় কর না শ্রদ্ধা কর ইত্যাদি)
- স্কুল থাকলে তোমাদের উপকার না ক্ষতি হবে ?
- তোমাদের বাবা মা কোন স্কুলে পড়েছেন ? (দরকার হলে ছেলেমেয়েদের জেনে আসতে বলতে হবে)
- এই শ্রেণীতে তোমরা ক'জন বন্ধু আছে ?
- বাগান করার সময় একসঙ্গে কাজ না করলে তোমাদের কি অসুবিধে হয় ?
- উপরের শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের তোমরা কি বলে ডাকো / ডাকবে ?
- অন্য স্কুলের সঙ্গে তোমাদের স্কুলের খেলা হলে তোমরা কোন দলকে ভালবাসবে ?
- স্কুলের নিয়ম তোমরা কেন মেনে চলো ?

□ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগরণ

- স্কুলে নোংরা হলে তোমাদের কেমন লাগবে ?
- তোমার শ্রেণীতে টুকরো কাগজ, কাপড় কিংবা নোংরা থাকলে কেমন লাগবে ?
- তোমরা কিভাবে শ্রেণীকে পরিষ্কার রাখ ?
- তোমরা বাড়িকে কেমনভাবে পরিষ্কার রাখ ?
- স্কুল ঢোকার সময় হাত-পা পরিষ্কার রাখতে হয় কেন ?

ঃ টিফিন খাবার সময় তোমরা কিভাবে হাত / পা / মুখ পরিষ্কার কর ?
ঃ হাতে-পায়ে কাদা / ধূলো লেগে থাকলে তোমরা কি কর ?
ঃ তোমরা বাড়ি ফিরে হাত-পা প্রভৃতি কিভাবে পরিষ্কার রাখ ?
ঃ তোমাদের পড়ার জায়গা / বইপত্র কিভাবে গুছিয়ে রাখ ?
ঃ হাত ও পায়ের নখ তোমরা কিভাবে পরিষ্কার রাখ ?
ঃ তোমাদের জামাকাপড় কে পরিষ্কার করে ?
ঃ তোমাদের শ্রেণীকে তোমরা কিভাবে পরিষ্কার রাখবে ?
ঃ তোমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াঝাটি করা উচিত নয় কেন ?

(শিক্ষক মহাশয়ও ছেলেমেয়েদের নিয়মিত হাত, পা, চুল, নখ, দাঁত, কাপড় চোপড় প্রভৃতি পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে লক্ষ্য রাখবেন। তাছাড়া, শ্রেণীকক্ষ ও স্কুল, বাগান, খেলার মাঠ, জল ও প্রস্রাব পায়খানার স্থান যেন পরিষ্কার রাখে সে বিষয়ে তিনি উপদেশ দিবেন এবং তাদের করণীয় কাজ বলে দেবেন। যেখানে সেখানে থুথু ফেলা, পেসাব অথবা পায়খানা করা কিংবা ময়লা টুকরো কাগজপত্র ফেলা যে খারাপ সে সম্বন্ধে তিনি তাদের ধারনা দেবেন এবং কিভাবে ঐ সব কাজ করলে স্কুল পরিষ্কার থাকে সে বিষয়ে বলে দেবেন)।

কথোপকথন শেষ হলে এককের বিষয়টি নিম্নরূপ হতে পারে

আমাদের স্কুলের নাম রামনাথপুর / খাগড়া ফ্রি প্রাইমারী স্কুল। আমাদের স্কুল গ্রামের উত্তর-দিকে অবস্থিত। স্কুলে আসতে আমাদের……সময় লাগে। আমাদের স্কুল বাড়িটি কাঁচা / পাকা। উহার বাঁশের খুটির / কঞ্চির উপর খড়ের / টিনের চাল এবং উহা হোগলা / বাঁশের বেড়া দিয়ে ঘেরা। স্কুলে ৩ খানা ঘর আছে। ডানদিকের ঘরখানায় মাষ্টার মহাশয় ও দিদিমণিরা বসেন। ঐ ঘরে খাতাপত্র, আলমারী প্রভৃতি থাকে। দুটো ঘরে ক্লাশ হয় এবং মাঠে ও পাশের বাগানেও আমাদের ক্লাশ চলে। বর্ষাকালে আমাদের বেশ অসুবিধে হয়। আমাদের শ্রেণীতে পাঁচখানা বেঞ্চ, একখানা চেয়ার ও একখানা টেবিল আছে। শ্রেণীকক্ষের দেওয়ালে আমাদের দেশের জাতীয় পতাকা ও মণীষীদের ছবি টাঙানো আছে। স্কুলের এক কোণে জলের টিউবওয়েল ও পেসাব পায়খানার ব্যবস্থাও আছে। স্কুলের সামনে খেলার মাঠ ও বাগান আছে। আমরা স্কুলে আসার পর এবং ছুটির পরে ঐ মাঠে খেলাধূলো করি। বাগানে অনেক ধরনের গাছ আছে। আমরা কিছু কিছু গাছ লাগিয়েছি।

স্কুল আমাদের লেখাপড়ার জায়গা। আমরা ১০ টায় স্কুল আসি এবং ৪ টায় ছুটি হলে বাড়ি যাই। দুপুর ১ টায় আমাদের টিফিন হয়। আমাদের এলাকা খুব গরীব। সেজন্যে স্কুল থেকে আমাদের দুপুরের খাবার দেওয়া হয়। বাইরে থেকে আমরা জামা প্যান্ট পাই। আমাদের

৫ জন মাষ্টার মহাশয় / দিদিমণি আছেন। আমরা তাদের খুব শ্রদ্ধা করি এবং তারাও আমাদের খুব ভালোবাসেন। তারা যখন ক্লাশে আসেন তখন আমরা তাদের হাত জোড় করে নমস্কার করি। উপরের ক্লাশের ছেলেমেয়েদের আমরা 'দাদা' / দিদি বলে ডাকি।

শ্রেণীতে আমরা সবাই মিলেমিশে থাকি। আমাদের প্রত্যেকের বেশ কয়েকজন বন্ধু আছে। আমরা স্কুলকে বড় ভালবাসি। আমরা সবাই মিলেমিশে বাগানের কাজ এবং উৎসবের নানাকাজকর্ম করি।

স্কুলকে পরিষ্কার রাখতে আমরা দল বেঁধে কাজ করি। মাষ্টার মহাশয় / দিদিমণিরা আমাদের কিভাবে হাত, মুখ, পা, নখ ও শ্রেণীকক্ষ পরিষ্কার রাখতে হয় সে বিষয়ে উপদেশ দেন। আমরা আমাদের জামা কাপড়, বসার জায়গা, হাত, পা, মুখ, নখ প্রভৃতি পরিষ্কার রাখি। থুথু ও নোংরা স্কুলের এক কোণে রেখে দিই। সবাই পরিষ্কার থাকলে এবং স্কুলের মাঠ, বাগান, শ্রেণী প্রভৃতি পরিষ্কার থাকলে আমাদের খুব ভালো লাগে। আমরা একইভাবে বাড়ীকেও পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করি।

সবশেষে, আমরা আমাদের বিদ্যালয় জীবনকে সুন্দর রাখার জন্যে প্রতিদিন স্কুল বসার আগে সমবেত বাণীপাঠ করি।

☐ **বাড়ির কাজ**

প্রয়োজনবোধে শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ও শ্রেণীর নক্সা আঁকতে বলবেন।

☐ **স্কুল পরিচ্ছন্ন রাখার একটি কর্মসূচী রাখা যেতে পারে।** যেমন,

- স্কুলে এসে টেবিল, চেয়ার, ও বেঞ্চ গুছিয়ে রাখবে এবং মেঝে ও বোর্ড পরিষ্কার রাখবে।
- বারান্দা, শ্রেণীকক্ষ ও ফুলবাগানের ময়লা, শুকনো পাতা ও ছেঁড়া কাগজপত্র ঠিক জায়গায় ফেলে দেবে।
- ঠিক জায়গায় থুথু ফেলবে এবং পেসাব পায়খানা করবে।
- বন্ধুদের হাত, মুখ, পা, নখ, চোখ, কান ও পোষাক প্রভৃতির পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখবে।
- গাছপালা ও ফুলবাগানের প্রতি যত্ন নেবে এবং নিয়মিত জল দেবে।

পাঠের একক

শিশুর পরিবেশ

☐ **কাম্য সামর্থ্য**

● গৃহপালিত ও পরিবেশের পশু, গাছপালা, পাখি এবং শাকসব্জি পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও সঠিকভাবে উহাদের মৌখিক বিবরণ দান।

● আকৃতি ও রংয়ের দিক থেকে উহাদের পার্থক্য নিরূপণ।

● পরিবেশের পশু ও গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়া।

● প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কে অভিজ্ঞতালাভ।

● কার্যকারণ সম্বন্ধ নির্ণয়।

☐ **শিক্ষণীয় বিষয়**

বাড়ির মানুষ ছাড়া শিশুর প্রাত্যহিক অভিজ্ঞতার মণ্ডলীতে গৃহপালিত পশু ; ওরা কি কাজ করে ?

☐ **বাড়ির গাছপালা**

ফুলফলের গাছ কে রোপন করেছে। বাড়িতে কি কি শাক-সবজি হয় ; গাছপালা ও শাক-সবজির জন্যে শিশু নিজে কি কাজ করে ; শাক-সবজি নিজেরাই খায় অথবা বিক্রি করে ; বাড়ির গাছপালায় কোন কোন পাখি, ফড়িং, প্রজাপতি দেখা যায় ; যাদের বাগান নেই তাদের বাড়িতে শাক-সবজি কোথা থেকে আসে ; শহরের বাজারে জিনিসপত্র কোথা থেকে আসে ;

আলো, হাওয়া, জল দরকার কেন ; প্রাকৃতিক পরিবেশ—দিন, মাস, ঋতু, বৎসর।

☐ **উপকরণ**

ঃ গৃহ ও পরিবেশে পশু, গাছপালা ও পাখির উপর চার্ট ও ছবি।

ঃ দিন, মাস, ঋতু ও বৎসরের উপর চার্ট অথবা ছবি।

ঃ ক্যালেণ্ডার

ঃ চিড়িয়াখানা, প্রদর্শনী, পার্ক কিংবা মিউজিয়ামের ছবি।

□ **কর্মস্থল**

বাড়ি, বাড়ি সংলগ্ন এলাকা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী এলাকা।

□ **কৃৎকৌশল**

পর্যবেক্ষণ, কাজে অংশগ্রহণ ও মৌখিক বিবরণ।
পরিবেশের নমুনা সংগ্রহ ও স্কুলে প্রদর্শন।

□ **শিক্ষাগত নির্দেশ**

শিশুরা ইতিপূর্বে তাদের বাড়িঘর সম্পর্কে অবগত হয়েছে। এই এককে তাদের গৃহপালিত পশু, পরিবেশের পশু, পাখি ও গাছপালা সম্বন্ধে জানতে পারবে। তাছাড়া, আলো, হাওয়া, জল এবং দিন, মাস, ঋতু ও বৎসর প্রসঙ্গে তাদের অভিজ্ঞতা লাভ হবে। শিক্ষক মহাশয় এই একক পাঠদান-কালে শিশুদের বাড়ি ও বাইরের পরিবেশ থেকে পশু, পাখি, পতঙ্গ, গাছপালা প্রভৃতি লক্ষ্য করে আসতে বলবেন। তিনি গ্রাম / শহরের ছেলেমেয়েদের পরিবেশ থেকে চারা গাছ ও পাতা সংগ্রহ করে শ্রেণীতে প্রদর্শন করতে বলবেন। তাছাড়া, তিনি তাদের বিদ্যালয় সংলগ্ন পরিবেশে অথবা গ্রাম্য পরিবেশে অথবা নিকটবর্তী মাঠে গৃহপালিত পশু দিয়ে কি কাজ করানো হয় সে বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভে সাহায্য করতে পারবেন। এই এককে শহরের ক্ষেত্রে অভিজ্ঞতা একটু আলাদা হতে পারে। সেখানে গ্রামের মত গাছপালা, গৃহপালিত পশু ও প্রজাপতি দেখা যায় না। শহরে বাড়ির জিনিসপত্রে কিছু পার্থক্য থাকবে যেমন, রেডিও, কয়লা ইত্যাদি। তবে শহরের বাজারে ছেলেদের নিয়ে গিয়ে মালপত্র কোথা থেকে এসেছে সেটা তিনি জানাতে পারেন। গ্রামের ছেলেমেয়েরাও বড়দের কাছ থেকে অথবা হাট কিংবা মেলার দিনে মালপত্র কোথা থেকে এসেছে কিংবা গ্রামের জিনিসপত্র কোথায় যায় জেনে নিতে পারবে। তবে মনে রাখতে হবে এই এককে তিন ধরনের প্রাকৃতিক পরিবেশের কথা তুলে ধরা হয়েছে যেমন,—(১) উদ্ভিদ, (২) জীবজন্তু ও (৩) আলো, হাওয়া, জল প্রভৃতি। শিক্ষক মহাশয় তাদের পশুপালন ও গাছপালা লাগাতে উৎসাহ দেবেন।

□ **শ্রেণী / পরিবেশের কাজ**

সরল কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠ এগোবে এবং শিক্ষক মহাশয় নিম্নানুরূপ প্রশ্নের অবতারনা করবেন। তবে সবসময় তিনি শ্রেণীকে লক্ষ্য করে প্রশ্ন করবেন। তারপর কোন বিশেষ ছাত্রকে তিনি বলতে বলবেন।

□ (ক) **গৃহপালিত ও পরিবেশের পশু, গাছপালা, পাখি ও শাক-সবজি পর্যবেক্ষণ, তথ্য সংগ্রহ ও সঠিকভাবে উহাদের মৌখিক বিবরণ দান।**

(খ) পরিবেশের পশু ও গাছপালার প্রতি যত্ন নেওয়া।

শিশুদের গৃহ পরিবেশে কি ধরনের গৃহপালিত পশু, জীবজন্তু আছে তা শিক্ষক মহাশয় জেনে নেবেন। ছেলেমেয়েদের বাড়িতে কি ধরনের বাগান বা গাছপালা আছে তার দেখাশোনা ও পর্যবেক্ষণ করতে তিনি বলবেন। তাছাড়া, তিনি বিভিন্ন ঋতুতে পরিবেশে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে গ্রাম, মাঠ অথবা পরিবেশের কোন বিশেষ এলাকার গাছপালা, পশু ও জীবজন্তুর সঙ্গে পরিচিতি করাতে পারেন।

□ **নমুনা প্রশ্ন**

: পরিবারে লোকজন ছাড়া তোমাদের বাড়িতে কি কি গৃহপালিত পশু আছে ?
: তোমাদের কার কার বাড়িতে গরু আছে ?
: কাদের বাড়িতে হালের বলদ ও দুধের গরু দুই-ই আছে ?
: তোমাদের কাদের বাড়িতে ছাগল, মুরগী, বিড়াল, কুকুর ইত্যাদি জীবজন্তু আছে ?
: হালের বলদে কি কি কাজ করে ?
: গাই গরু আমাদের কি কাজে লাগে ?
: বিড়াল / কুকুর / ছাগল / মুরগী ইত্যাদি আমাদের কি কি কাজে লাগে ?
: গরু / ছাগল / হাঁস / মুরগীদের কি খাবার দাও ?
: তা ছাড়া, তোমাদের আর কি কি পোষা জীবজন্তু আছে ?
: ঐ সব জীবজন্তু ও পশুপাখির তুমি কেমন যত্ন নাও ?
: তোমরা কখন ঐ সব জীবজন্তু / পশুপাখির যত্ন নাও ?
: তোমাদের বাড়িতে বড় কি কি গাছ আছে ?
: তোমাদের বাড়িতে ছোট ছোট কি কি গাছ আছে ?
: তোমরা নিজ হাতে কি কি গাছ লাগিয়েছ ?
: তুমি ছাড়া ঐ গাছপালা আর কে রোপন করেছে ?
: তোমরা গাছপালা ছাড়া আর কি কি শাক-সব্জি লাগিয়েছ ?
: তোমাদের বাড়িতে ফলের গাছ কি কি আছে ?
: তোমরা বাড়ি থেকে কি কি শাক-সব্জি পাও ?
: তোমরা বাইরে থেকে কি কি শাক-সব্জি কেন ?
: তোমরা কি কি শাক-সব্জি বিক্রি কর ?
: বাড়ির গাছপালা / বাগানে কি ধরনের পাখি / ফড়িং / প্রজাপতি দেখা যায় ?
: গাছে কত রংয়ের পাখি দেখেছ ? (প্রয়োজনে পাখির নাম ধরে প্রশ্ন করবেন)
: তোমার গাছপালা লাগাতে / বাগান করতে কেমন লাগে ?

: তোমরা ঐ বাগানের কিভাবে যত্ন নাও ?
: তোমরা বাড়ির বাইরে কি কি গাছপালা / পশু পাখি / ফুল দেখতে পাও ?
: গাছে কি কি রংয়ের ফুল দেখা দেয় ?
: তুমি কোন কোন গাছের খুব যত্ন নাও ?
: গাছের কত রংয়ের পাতা দেখেছ ?
: তোমাদের বাড়তি শাক-সব্জি থাকলে তা দিয়ে কি কর ?
: গ্রামের / পাড়ার গরীব লোকেরা কোথা থেকে শাক-সব্জি পায় ?
: যাদের বাগান নেই তারা কিভাবে শাক-সব্জি পায় ?

তেমনই **শহরের ক্ষেত্রে** শিক্ষক মহাশয় শহরের পরিবেশের প্রতি লক্ষ্য করে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্নের অবতারণা করবেন। প্রয়োজনে চিড়িয়াখানা, পার্ক, প্রদর্শনী কিংবা শহরের বাজারে ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণে নিয়ে গিয়ে বাজারে জিনিসপত্র কোথা হতে আসে সেটা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান দানে সহায়তা করতে পারেন। পরে তিনি তাদের বাজারে নিয়ে গিয়ে সতর্কতার সঙ্গে বাজারে কি কি জিনিসপত্র এসেছে দেখাবেন। সেখানে দু-একজনকে প্রশ্ন করে তিনি তাদের জানাতে পারবেন যে সব্জি বিক্রেতারা কোথা থেকে সব্জি নিয়ে এসেছে। তেমনই শহরের ছেলেমেয়েদের বাড়িতে কি কি পশু পাখি, গাছপালা, গৃহপালিত জন্তু আছে প্রশ্ন করে তিনি জেনে নেবেন এবং একইভাবে তারা কিভাবে ঐ সবের যত্ন নেয় তাও জানতে পারবেন।

□ প্রাকৃতিক পরিবেশের অভিজ্ঞতালাভ

: গাছপালাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোমরা কি কি কর ?
: তোমরা কোন সময় স্কুলে এসেছ ?
: তোমরা কোন সময় ঘুমোতে যাও ?
: দিনের আলোয় কি কি সুবিধে হয় ?
: রাত্রি বেলায় তোমাদের কি কি অসুবিধে হয় ?
: গরমের সময় হাওয়া না থাকলে তোমাদের কষ্ট হয় কেন ?
: তোমাদের জল তেষ্টা পেলে কি কর ?
: গরু / ছাগল / পশু পাখিদের জন্য জল কেন দরকার ?
: রান্নাবান্নার জন্যে / ফসলের জন্যে জলের দরকার কেন ?

(মানুষ ও গাছপালার জন্যে আলো হাওয়া যে দরকার সেটা শিক্ষক মহাশয় বুঝিয়ে দেবেন। মানুষ আলো বাতাস ছাড়া বাঁচতে পারেনা এ ধারণাও তিনি ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে দেবেন।)

: দিন কখন হয় ?
: দিনের বেলায় মানুষ কি করে ?
: দুর্গাপূজো কোন মাসে হয় ?
: জামাই ষষ্ঠী কোন মাসে হয় ?
: খুব গরম কোন সময় হয় ?
: খুব বৃষ্টি কোন সময় হয় ?
: ঠাণ্ডার সময়কে কি বলা হয় ?
: খুব বেশী বৃষ্টি হলে রাস্তা ঘাটের কি অবস্থা হয় ?
: তোমরা কে কে বন্যা দেখেছ ?
: বন্যা কখন হয় ?
: বন্যায় কি ক্ষতি হয় ?
: কোন মাসে খুব বেশী ঠাণ্ডা ও গরম থাকে না ?
(ছেলে বাড়ি থেকে জেনে আসবে)
: কোন মাসে খুব বেশী বর্ষা থাকে না ?
: স্বরস্বতী পূজো কোন মাসে হয় ?
: তোমার বয়স কত ?
: কত মাসে এক বছর হয় ?

শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের প্রধানতঃ তিনটি ঋতুর সঙ্গে পরিচিতি করাবেন। ঋতুগুলো হোল—গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকাল। তাছাড়া, বর্ষা কমে গেলে বর্ষা ও শীতের মাঝামাঝি যে শরৎকাল সেটা হয়ত তারা বুঝে নিতে পারে। আবার, দুর্গাপূজো কোন সময় হয় বলে দিলে হয়ত তারা ঐ ঋতু জেনে নিতে পারবে। একইভাবে শীত ও গ্রীষ্মের মাঝামাঝি বসন্তকেও হয়ত তারা চিনতে পারবে। তবে এটা ঠিক যে, তাদের ছয়টি ঋতুর সম্বন্ধে সামর্থ্যবিকাশ এক্ষেত্রে দরকার নেই। দ্বিতীয় শ্রেণীর শেষে ঐ ধরনের আলোচনা হতে পারে। [দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের ৭ দিনে সপ্তাহ, ৩০ দিনে মাস, ১২ মাসে বছর এবং নানান ঋতু সম্বন্ধে অবহিত করতে হবে।] আলোচনা সব সময় খুব সাধারণ (general) স্তরে রাখতে হবে।

□ সমগ্র বিষয়টি কথোপকথনের মাধ্যমে পড়ালে নিম্নরূপ হতে পারে

আমরা গ্রামে বাস করি। চাষবাস আমাদের প্রধান কাজ। সেজন্যে আমাদের বাড়িতে দুটো বলদ আছে। বলদ দিয়ে আমাদের চাষকাজ হয়। তাছাড়া, একটা গাইগরু ও একটি বাছুর আছে। গাই গরু থেকে আমরা দুধ, দই, ঘোল ও ঘি পায়। দুধ ও ঘি বিক্রি করে আমাদের

পয়সাও হয়। তাছাড়া, আমাদের একটা পোষা কুকুর ও বিড়াল আছে। পুষি বিড়াল রাত্রে আমাদের কাছে শুয়ে ঘুমোয়। অনেক পোকামাকড় সে ধরে। আমরা আদর করে ওকে দুধভাত খেতে দিই। টম (কুকুর) রাত্রে বাড়ি পাহারা দেয়। আমাদের স্কুল থেকে যেতে দেখলে সে নানাভাবে আদর আপ্যায়ণ করে। এ ছাড়া, আমাদের জিকো নামে একটা পোষা টিয়া পাখী আছে। সে ভালো কথা বলে। সকাল সন্ধ্যে আমরা তার সেবা করি।

□ গাছপালা

আমাদের বাড়িতে দুটো বড় আমগাছ ও অনেকগুলো ছোট ছোট গাছ আছে। বাড়ির পাশে একটা জাম গাছ ও কাঁঠাল গাছ আছে। আমাদের বাড়ির সামনে ছোট এক ফালি জমি আছে। আমরা সেখানে অনেক ফলফুলের গাছ লাগিয়েছি। টগর, শিউলি, গাঁদা, বেলী, দোপাটী ও আরও দু-একটি নতুন ফুলগাছ লাগিয়েছি। কাকা, বাবা, মা ও আমার ভাইবোনেরা ঐ ফুলবাগানের খুব যত্ন নেয়। আমি স্কুল থেকে ফিরে গাছে জল দিই। ঐ সব গাছে নানান রংয়ের ফুল ফোটে। কোনটি লাল, কোনটি সাদা ইত্যাদি। ঐ সব গাছে ফিঙ্গে, চড়ুই, দোয়েল, টিয়া, শালিক, প্রজাপতি, বোলতা, ফড়িং প্রভৃতি পাখী ও পতঙ্গ দেখা যায়। বাড়ীর আমগাছে একটা মৌমাছির চাক আছে। মাঝে মাঝে বাগানে সাপ ও গিরগিটি দেখা যায়।

ফুল বাগানের এক কোণে আমরা শাক-সব্জির বাগান করেছি। কাকা ও বাবা ঐ বাগানে কাজ করেন। আমরা মাঝে মাঝে জল দিই। ঐ বাগান থেকে আমরা বেগুন, ঝিঙ্গে, কুমড়ো, ঢ্যাঁড়স, পেঁয়াজ, পেঁপে, পালং এবং পুঁই প্রভৃতি শাক-সব্জি পেয়ে থাকি। মাঝে মাঝে উদ্বৃত্ত শাক-সব্জি গ্রামের কিছু গরীব, নাপিত ও অন্যান্যদের আমরা দিয়ে দিই। তাছাড়া, অন্যান্য দরকারী শাক-সবজি হাট, মেলা কিংবা দোকান থেকে আমরা ক্রয় করি। আমাদের গ্রামের পাশেই সপ্তাহে একবার হাট ও মেলা বসে। সেখানে বাইরের গ্রাম থেকে অনেক শাক-সবজি ও বাজার থেকে নানাধরনের জিসিসপত্র বিক্রি হতে আসে। [অনুরূপভাবে, পর্যবেক্ষণের পর ছেলেমেয়েরা জানতে পারবে শহরের জিনিসপত্র কোথা হতে আসে।]

জল ছাড়া গাছপালা বাঁচতে পারে না। আমাদের বেঁচে থাকার জন্যে আলো, জল ও হাওয়ার দরকার। শীতের দিনে আমরা সবাই রোদ্দুরে বসে শরীর গরম করি। গ্রীষ্মে খুব গরম পড়ে। আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। তবে ঐ সময় আম, কাঁঠাল প্রভৃতি রসাল ফল আমরা খেতে পাই বলে খুব মজা লাগে। বর্ষাকালে খুব বৃষ্টি হয়। চারিদিক থাকে মেঘে ঢাকা। আকাশে মেঘ চমকায়। আমাদের বড্ড ভয় লাগে। মায়ের কোলে মুখ ঢেকে বসে থাকি। দুর্গাপূজোর সময় খুব মজা হয়। চারিদিকে শোনা যায় ঢাকের শব্দ। [শহরের ছেলেমেয়েরা নানান পূজামণ্ডপের সাজসজ্জা, আলোকসজ্জা প্রভৃতির কথা বলবে।] বৎসরের কোন কোন সময় ঠাণ্ডা ও গরম খুব বেশী হয় না। গ্রামে ঐ সময় কোকিলের ডাক শোনা যায়।

পাঠের একক

পারিবারিক জীবন

□ **কাম্য সামর্থ্য**

- পরিবারের সকলের মধ্যে স্নেহ, প্রীতি ও সহযোগিতার বোধ জাগানো।
- পরিবারের নিয়ম মেনে চলার অভ্যাস গঠন।

□ **শিক্ষণীয় বিষয়**

পরিবারের সকলের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক কেন দরকার ; ভাইবোনের সঙ্গে কি সম্পর্ক হওয়া উচিৎ ; শিশুর কেমন সম্পর্ক ; পরিবারের বন্ধু ; বাড়ি ও পরিবারের জীবন সুন্দর করতে হলে শিশুর কিভাবে চলা উচিৎ। বড়দের সঙ্গে, সমবয়স্কদের সঙ্গে ও বয়োকনিষ্টদের সঙ্গে আচার আচরণ কেমন হওয়া উচিৎ ?

□ **উপকরণ**

বৃদ্ধ, বৃদ্ধা, ছোট ও বড়দের নিয়ে একটি কাল্পনিক পরিবারের চিত্র।

□ **কর্মস্থল**

বাড়ি অথবা স্কুল গৃহ।

□ **কৃৎকৌশল**

পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক বিবরণ দান।

□ **শিক্ষাগত নির্দেশ**

শিক্ষক মহাশয় উক্ত এককে ছেলেমেয়েদের কোন পরিবার পর্যবেক্ষণে নিয়ে যেতে পারেন। আবার তারা পরিবারের লোকজনের কাছ থেকে পরিবার লোকজন প্রসঙ্গে জেনে আসতে পারে।

□ **শ্রেণী / পর্যবেক্ষণ ভিত্তিক কাজ**

কথোপকথনের মাধ্যমে পাঠ অগ্রসর হবে। পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবার আগে ছেলেমেয়েরা কিভাবে যাবে এবং পরিবারের কি কি কাজকর্ম দেখবে সে বিষয়ে শিক্ষক মহাশয় তাদের বলে দেবেন। পরিবারে নিয়ে গিয়ে তিনি প্রশ্ন করবেন :—

: এই পরিবারের সবচেয়ে বড় কে ?

: তাদের ছেলেমেয়ে ক'জন ?

: স্কুলের ছেলে / মেয়েকে লক্ষ্য করে—সবচেয়ে যিনি বড় তিনি তোমার সম্পর্কে কে হন ?

: তোমার বাবারা কয় ভাই ?

: তোমার জ্যেঠামশায়ের নাম কি ?

: তোমারা কয় ভাই / কয় বোন ?

: তোমার ক'জন দাদা আছেন ?

: তোমার ক'জন দিদি আছেন ?

: তোমার ছোট ভাই / বোন ক'জন ?

: এদের মধ্যে কেমন সম্পর্ক তুমি / তোমরা দেখতে পাও ?

আবার স্কুলে ফিরে তিনি এ ধরনের প্রশ্ন করতে পারেন—

: তোমার বাবা দাছু / দিদিমাকে কেমন ভক্তি শ্রদ্ধা করেন ?

: বাবা তোমাদের কিভাবে সেবা করেন ?

: মা কিভাবে তোমাদের সেবা করেন ?

: তোমার জ্যেঠামশায়রা তোমাকে কেমন স্নেহ করেন ?

: তোমার দাছু / দিদিমা তোমাদের কেমন আদর করেন ?

: ছোট ভাই / বোনদের তুমি কেমন ভালবাসো ?

: তাদের নিয়ে তুমি কখন আদর / খেলা করো ?

: দাদাকে তুমি কেমন শ্রদ্ধা করো ?

: দাদা / দিদি / বোনেরা / ভাইরা বাবা / মাকে কেমন শ্রদ্ধা করেন ?

: বাড়ির কাজের ছেলে / লোক / মেয়েকে তুমি কেমন ভালবাসো ?

: দাদা / বোনের বন্ধু / বান্ধবীদের সঙ্গে তোমার কেমন সম্পর্ক ?

: দাদা / দিদি / বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া হলে তোমার কেমন লাগে ?

: সবাই বড়দের কথা শোনে কেন ?

: পরিবারে সবাই সবার কথা না শুনলে কি অস্থবিধে হয় ?

: বাড়ির ডাক্তারকে তুমি কেমন শ্রদ্ধা কর ?

: সবার মধ্যে তোমরা কেমন সম্পর্ক লক্ষ্য করেছ ?

শ্রেণীভিত্তিক কথোপকথনে শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের খোলাখুলি সব কিছু বলতে উৎসাহ দেবেন এবং তাদের কোন অসম্পূর্ণতা থাকলে সংশোধন করে দেবেন। সব সময় তিনি বুঝিয়ে দেবেন যে সকলকে মিলেই পরিবার। সকলের মধ্যে প্রীতি, শ্রদ্ধা, স্নেহ ও ভালবাসা থাকলেই গড়ে

ওঠে সুখী পরিবার। শিশুরা সকলের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখবে এবং তারা বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা করবে। বড়রাও ছোটদের প্রতি স্নেহ ভালবাসা দেখাবেন।

□ **বিষয়**

কথোপকথন ঠিকমত হলে বিষয়টি নিম্নরূপ হতে পারে—

আমাদের পরিবারের মোট লোকসংখ্যা বারো জন। আমাদের দাদু, দিদিমা, বাবা ও মা ছাড়া আমরা চার ভাইবোন। আমাদের একজন দিদি ও একজন দাদা আছেন। আমার ছোট দুই ভাইবোন আছে। আমার দুজন কাকা আছেন। তাছাড়া, আমাদের বাড়িতে মাসীমা মাকে সাহায্য করেন। গরু ও ছাগলের সেবার জন্যে বাবলু নামে একজন ছেলে থাকে। দাদু ও দিদিমাকে বাবা, মা ও আমরা সবাই শ্রদ্ধা করি। বাবা ও মা দাদু ও দিদিমাকে নানাভাবে সেবা করেন। দাদু ও দিদিমা আমাদের খুব ভালবাসেন। সকাল ও সন্ধ্যেবেলায় আমরা তাদের কাছে নানা গল্প শুনি এবং কখনও কখনও তারা আমাদের বেড়াতে নিয়ে যান। কাকারা সবাইকে ভালবাসেন। তারা আমাদের মাঝে মাঝে হাট / মেলা / শহর / বাজার থেকে নানাধরনের খেলনা ও খাবার এনে দেন। তাদের সঙ্গে পূজোমণ্ডপ / ঈদের মাঠ / খেলার মাঠে যাই। তারা আমাদের মাঝে মাঝে চান করিয়ে দেন এবং স্কুলেও পৌঁছে দেন। বাবা, কাকা ও দাদার বন্ধুদের আমরা খুব শ্রদ্ধা করি। মাঝে মাঝে আমাদের দাদা ও বোনেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। আবার আমাদের ভাব হয়ে যায়। আমরা দাদা ও বোনেরা একসঙ্গে শুয়ে থাকি। মাঝে মাঝে বিছানায় আমরা মিলেমিশে গান করি। আমাদের পরিবারে এজন্য আমরা খুব আরামে থাকি। বাড়ির ডাক্তারবাবুকে আমরা কাকা বলে ডাকি এবং তাকে আমরা খুব শ্রদ্ধা করি। বাড়িতে অন্য যারা কাজকর্ম করে তাদেরও আমরা খুব ভালবাসি। তারা আমাদের খুব উপকার করে। সেজন্যে আমরা যা পাই তাদের সঙ্গে সব ভাগাভাগি করে খাই।

পাঠের একক

বাড়িঘর

□ কাম্য সামর্থ্য

- পর্যবেক্ষণ ও সঠিকভাবে মৌখিক বিবরণ দান।
- শ্রমজীবি মানুষের প্রতি মমত্ববোধ জাগানো।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্ক অভিজ্ঞতাদান।
- পরিচ্ছন্নতার ধারণা ও অভ্যাস গঠন।

□ শিক্ষণীয় বিষয়

বাড়িঘর তৈরীর আগে মানুষ কিভাবে থাকত; বাড়িঘর তৈরীর জন্যে (গ্রামে ও শহরে) কি কি জিনিস দরকার; সেগুলি আমরা কোথায় পাই। বাড়িঘর তৈরী করেন কারা; বাড়িতে উঠোন ও বাগানের কি সুবিধা?

বাড়িতে রোদ, হাওয়া, ও বিশুদ্ধ পানীয় জল দরকার কেন?

পরিচ্ছন্নতার মূল্য—ব্যক্তিগত এবং পরিবারগত, চেতনা ও অভ্যাস।

আশেপাশের বাড়িঘরগুলি কেমন; যাদের বাড়িঘর নেই, তারা কিভাবে থাকেন?

□ উপকরণ

গ্রাম ও শহরের বাড়ির নকৃশা / চিত্র, আদিম মানবের গুহা গৃহ, বস্তি ও উন্নত গ্রামের একটি নকৃশা / ছবি, অপরিচ্ছন্ন বালক / বালিকার ছবি।

□ কর্মস্থল

গ্রাম / শহরের বাড়ি / বিদ্যালয়।

□ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ, মৌখিক বিবরণ

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

পূর্বে ছেলেমেয়েরা তাদের বাড়িঘর, বিভিন্ন প্রয়োজনের ঘর এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নানা ধরনের বাড়িঘরের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। এই পর্বে তারা বাড়িঘর তৈরীর মালমশলা ও অন্যান্য

তথ্য জানতে পারবে। এ ছাড়া তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের কিছু দিক এবং পরিচ্ছন্নতার চেতনা ও অভ্যাস গঠনের মূল্য সম্বন্ধে অবহিত হবে। শিক্ষক মহাশয় উক্ত একক পাঠদান কালে ছাত্রছাত্রীদের গ্রাম কিংবা শহর পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। সেখানে নিয়ে যাবার আগে তিনি গ্রাম ও শহরের বাড়িঘরের নক্সা দেখিয়ে তাদের প্রাথমিক ধারণা দিতে পারেন। এখানে গ্রাম ও শহরের বাড়িঘরের ক্ষেত্রে প্রশ্নোত্তর ও কথোপকথনের পার্থক্য থাকবে। উভয় স্থানের বাড়িঘরের মালমশলা যেহেতু আলাদা, সেহেতু উভয় ক্ষেত্রের ঘরবাড়ির চেহারাও আলাদা। অভিজ্ঞতার বিভিন্নতা এক্ষেত্রে আসা স্বাভাবিক। যাদের অবস্থা যেমন তাদের বাড়িঘরের চেহারা সেইরকম।

□ শ্রেণীর / পর্যবেক্ষণের কাজ

পর্যবেক্ষণে নিয়ে গিয়ে কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন—

: টগর, তুমি এই গ্রামে কি কি ধরনের বাড়িঘর দেখতে পাচ্ছ ?

: রুমি, তোমার সামনের ঘরটা কি দিয়ে তৈরী ?

: অনিল, বাড়িটির ছাউনি কি দিয়ে করা আছে ?

: রুবি, পাশের ঐ বাড়িটি কয় তলা ?

: ছবি, ঐ বাড়িটি কি কি দিয়ে তৈরী হয়েছে ?

: শীতল, ঐ বাড়িটির দরজা ও জানালা কি দিয়ে তৈরী ?

শিক্ষক মহাশয় গ্রামের গরীব এলাকার বাড়িঘর দেখিয়ে প্রশ্ন করবেন—

: সত্য, তোমার সামনের বাড়িটি কি দিয়ে তৈরী ?

: স্বপ্না, ঐ ঘরের দরজা ও জানালা কি দিয়ে তৈরী ?

: পারমিতা, ঐ ঘরের উপর কি পাতা দেওয়া হয়েছে ?

একই ভাবে কোথাও দেখা যাবে, খুঁটির উপর টিনের ছাউনি, টালির ঘর, হোগলা, তালপাতার ছাউনি ইত্যাদি।

অনুরূপভাবে, শহরের ক্ষেত্রে একমাত্র বস্তি ছাড়া প্রায় সর্বত্রই দেখা যাবে ইট ও সিমেন্টের তৈরী পাকা বাড়ি। কোথাও কোথাও ঝুপড়িও দেখা যাবে। এটা প্রায় লক্ষ্য করা যাবে যে, শহরে স্থানাভাবের জন্যে বাড়ির সামনে উঠোন কিংবা খোলাজায়গা প্রায়ই নেই। অসুবিধে না হলে তিনি ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি করাত কল কিংবা ইট, সিমেন্ট অথবা বালি বিক্রির দোকানেও নিয়ে যেতে পারেন।

শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীতে প্রশ্নের মাধ্যমে জেনে নিতে পারেন—

: তোমাদের বাড়িঘর কি দিয়ে তৈরী ?

: ঐ বাড়িঘর তৈরীর জিনিষ তোমরা কোথা থেকে পেয়েছ ? (বাবা মাকে ছেলেমেয়েরা জিজ্ঞেস করে নেবে)

: তোমাদের কার কার বাড়িতে উঠোন আছে ?
: ঐ উঠোনে তোমরা কি কর ?
: তোমরা কোথায় বসে লেখাপড়া কর ?
: শীতের দিনে ঐ উঠোন কি কাজে লাগে ?
: উঠোন আর কি কি কাজে লাগে ?
: তোমাদের বাড়ি কারা তৈরী করেছে ?
: তোমাদের কার কার বাড়িতে বাগান আছে ?
: ঐ বাগানে তোমরা কি কি গাছ লাগিয়েছ ?
: ঐ বাগানে কি কি ফুল ফোটে ?
: ফুল ফুটলে তোমাদের কেমন লাগে ?
: বাগান থাকলে তোমাদের আর কি কি সুবিধে হয় ?
: তোমাদের ফসল কোথায় রাখা হয় / শুকানো হয় ?
: তোমাদের আশেপাশের বাড়িগুলো কি দিয়ে তৈরী ?
: তোমাদের আশেপাশে কাদের বাড়িঘর নেই ?
: তারা কিভাবে বাস করে ?
: তাদের অবস্থা দেখে তোমাদের কি মনে হয় ?
: বাড়ি তৈরীর আগে মানুষ তাহলে কিভাবে বাস করত ?
: যারা ইটের বাড়ি করে তাদের কি বলে ?
: যারা কাঁচা ঘরে দেওয়াল দেয় / কাঠ ও বাঁশের ঘর বানায় তাদের কি বলে ?
: রোদ না থাকলে কি অসুবিধে হয় ?
: শীতের দিনে বাড়িতে রোদ না থাকলে কি অসুবিধে হয় ?
: বর্ষার দিনে রোদ না হলে বাড়িঘরের কি অবস্থা হয় ?
: বাড়ির স্যাঁৎসেতে দূর করতে গেলে রোদের দরকার হয় কেন ?
: ঘরে হাওয়া না এলে তোমাদের কেমন কষ্ট হয় ?
: গরমের দিনে হাওয়া না থাকলে কি অসুবিধে হয় ?
: তোমরা কোন জায়গার জল পান কর ?
: তোমরা কোথায় স্নান কর ?
: তোমাদের রান্নাবান্না / জামাকাপড় কোথায় পরিষ্কার কর ?
: তোমাদের গ্রামে কয়টি টিউবওয়েল আছে ?
: পাড়ার কুয়ো / টিউবওয়েল কে তৈরী করেছে / বানিয়েছে ?

- : জামাকাপড় নোংরা হলে তোমাদের কেমন লাগে ?
- : নতুন / পরিষ্কার জামাকাপড় পরলে তোমাদের কেমন লাগে ?
- : কারও গায়ে দাদ/চুলকানি/পাঁচড়া হলে তোমাদের কি মনে হয় ?
- : কারও চুল/নখ খুব লম্বা হলে কেমন লাগে ?
- : প্রতিদিন স্নান না করার জন্য শরীরে গন্ধ বের হলে তোমাদের কি অসুবিধে হয় ?
- : তোমাদের হাতে ও পায়ে ময়লা লেগে থাকলে কেমন লাগবে ?
- : তোমাদের বাড়িঘর কে পরিষ্কার করে ?
- : তুমি কি দৈনিক দাঁত মাজ ?
- : তোমাদের উঠোন কে পরিষ্কার করে ?
- : বাড়িঘর অপরিষ্কার থাকলে তোমাদের কি মনে হয় ?
- : খাবার বাসনপত্র/রাখবার জায়গা নোংরা হলে তোমাদের কি মনে হয় ?

□ বিষয়বস্তু

কথোপকথন ঠিকমত হলে বিষয়বস্তু নিম্নরূপ হতে পারে—

আমাদের গ্রামে বেশীর ভাগ বাড়ি কাঁচা। ঐ ঘরের নীচের অংশ মাটি, বাঁশের খুঁটি, কঞ্চি কিংবা তালগাছের খুঁটি দিয়ে তৈরী। বাড়ির ছাউনি হয় খড়, হোগলাপাতা, তালপাতা বা অন্য কোন কিছু দিয়ে ঢাকা। আবার, কোন কোন বাড়ি টালি দিয়ে ঢাকা। গ্রামে ইট, সিমেন্ট, বালি ও কাঠ দিয়ে তৈরী দু-একটি পাকা বাড়িও আছে। কোন কোন বাড়ির জানালা ও দরজা কাঠ অথবা বাঁশের তৈরী । কোন বাড়ি একতলা অথবা দোতলা। গরীব লোকেদের বাড়িতে কপাট ও জানালা নেই। বাড়িটা অনেকটা ঝুপড়ির মত। [শহরের ক্ষেত্রে বেশীর ভাগ বাড়িঘর ইট, সিমেন্ট, চুণ, বালি লোহার শিক, পাথরকুচি, সুরকি প্রভৃতি জিনিস দিয়ে তৈরী। দোকান থেকে ঐ সব জিনিস কেনা হয়] গ্রামের বস্তি এলাকার বাড়ি বাঁশ, খড়, খুঁটি প্রভৃতি দিয়ে তৈরী। ঘর তৈরীর জিনিসপত্র গ্রামের জঙ্গল, মাঠ এবং কোন কোন সময় দোকান থেকে সংগ্রহ করা হয়।

যাঁরা পাকা বাড়ি তৈরী করেন তাদের বলা হয় রাজমিস্ত্রি। আর যাঁরা বাঁশ, কাঠ ও কাঁচা মাটির ঘর করেন তাদের বলা হয় ঘরামি। শহর ও গ্রামের গরীব লোকেরা নিজেরাই নিজেদের বাড়িঘর তৈরী করেন।

আশেপাশের বাড়িঘরগুলোর কোনটি কাঁচা, কোনটির কিছু অংশ কাঁচা, কিছু অংশ পাকা কিছু বাড়ি আবার ঝুপড়ি জাতীয়। তবে আমাদের গ্রামে অনেকের বাড়ি নেই। তারা খুব গরীব। এবং কিছু বেশীর ভাগ লোকেরা ভিক্ষে করে অথবা দিনমজুরী খাটে। গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতে তাদের খুব কষ্ট হয়। মাঝে মাঝে তারা আমাদের বাড়ির বারান্দায় আশ্রয় নেয়। আমাদের কখনও কখনও

তাদের খেতে দিতে হয়। তাদের ঐ অবস্থা দেখে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। সরকার কিংবা পঞ্চায়েত থেকে তাদের বাড়িঘর করে দিলে খুব উপকার হয়।

মানুষ বাড়ি তৈরীর আগে ঠিক ঐ সব গৃহহীন লোকেদের মত দিন কাটাত। তারা পাহাড়ের গুহায় কিংবা গাছের কোটরে বাস করত। তারাও শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অত্যন্ত কষ্ট পেত। এভাবে ধীরে ধীরে তারা ঐ কষ্ট থেকে রেহাই পাবার জন্যে ঘরবাড়ি বানাতে শেখে।

বাড়িতে উঠোন ও খোলা জায়গা থাকার ফলে আমাদের খেলাধূলা করার সুবিধে হয়। ঐ উঠোনে আমাদের ফসল রাখা হয় এবং ফসল মাড়াই করা হয়। আমরা সেখানে জামা কাপড় মেলে দিই এবং সকাল সন্ধ্যে বাড়ির সবাই বসে গল্প করি। শীতের দুপুরে আমরা রোদ পোহাই এবং কাঁথা, কাপড়, ও লেপ রোদে দিই।

আমাদের বাড়ির সামনে একটা ফাঁকা জমি আছে। ঐ জমিতে আমরা শাক সবজি ও নানাধরনের ফুলের গাছ লাগিয়েছি। আমরা সকাল ও সন্ধ্যেবেলা ঐ বাগানে ঘুরে বেড়াই। এতে আমাদের খুব ভাল লাগে। তাছাড়া, বছরের নানান সময় অনেক ফুল ফোটে। তখন বাগান দেখে আমাদের মনে খুব আনন্দ হয়। বাড়ির সবার মনও খুব খুশী হয়। যাদের বাড়িতে উঠোন কিংবা বাগান নেই তাদের বেশ কষ্ট হয়। উঠোন থাকার ফলে আমাদের বাড়ির সবার শরীর বেশ ভালো থাকে। সর্দি কাশি হয়না বললেই চলে। আলো, হাওয়া ও রোদ থাকার ফলে বাড়ি স্যাৎসেতে হয় না। আমরা পঞ্চায়েতের বসানো টিউবওয়েল থেকে জল পানকরি। গ্রামের পুকুরে অনেকে কাপড়-চোপড় পরিষ্কার করে। তারা গরু ও মহিষের গা ধুয়ে দেয়। ফলে ঐ জল খুব নোংরা হয়। যাঁরা ঐ জল পান করেন তাঁদের পেটের নানা অসুখ হয়। আমাদের ঐ সব রোগ খুব একটা হয়না। তাছাড়া, আমাদের বাড়ির সবাই কমবেশী পরিষ্কার থাকেন। আমিও হাত ও পায়ের নখ, মাথার চুল, জামা-কাপড় প্রভৃতি পরিষ্কার রাখি। প্রতিদিন আমরা স্নান করে স্কুলে যাই। বাড়িতে ফিরে এসে আমরা হাত, পা ও মুখ ধুয়ে নিই। আমিও নিজে বাড়িঘর পরিষ্কার করি। বসা, পড়া ও খাবার ঘরও আমরা পরিষ্কার রাখবার চেষ্টা করি। খাবার বাসনপত্র, হাঁড়ি ইত্যাদি যাতে পরিষ্কার থাকে সেজন্যে মা লক্ষ্য রাখেন। বাড়ির উঠোন দৈনিক পরিষ্কার করা হয়।

□ ছাত্রের কাজ

ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের এবং আশেপাশের বাড়িঘরের নকশা এঁকে আনবে।

পাঠের একক

বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ

☐ কাম্য সামর্থ্য

- সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবেশ পর্যবেক্ষণ ও সঠিকভাবে মৌখিক বিবরণ দান।
- মানবিক মূল্যবোধ সম্বন্ধে অবহিত করা।
- বস্তুর আকারগত পার্থক্য নিরূপণ করা।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

পাড়া কাকে বলে ; পাড়া কিভাবে গড়ে ওঠে ; তাঁতি পাড়া, জেলে পাড়া, কুমোর পাড়া বাগদি পাড়া নাম কি এখন আর চলা উচিত ; কেন চলা উচিত নয় ?

ছাত্রটির পাড়াটির নাম কি ? পাড়ার মধ্যে রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পুকুর, খেলার মাঠ, ক্লাব, পাঠাগার প্রভৃতি।

পাড়া থেকে স্কুলে কিংবা হাট বাজারে যাওয়ার রাস্তা ; সেইসব রাস্তা কি দিয়ে তৈরী, কে তৈরী করেছেন ; সেইসব রাস্তায় কি ধরনের যানবাহন দেখা যায় ?

☐ উপকরণ

পাড়ার পরিবেশের নক্সা বা ছবি।

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ, লিখিত বা মৌখিক বিবরণ।

☐ কর্মস্থল

পাড়ার পরিবেশ / শ্রেণী পরিবেশ।

☐ শিক্ষাগত নির্দেশ

দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা কিছুটা লিখতে ও আঁকতে শিখেছে। সুতরাং শিক্ষকমহাশয় তাদের এখন থেকে ঐ সব দক্ষতার সদ্ব্যবহার করবেন এবং যতটা পারা যায় তাদের পরিবেশ পরিচিতির পাঠকে তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা দানের মাধ্যমে দেবার চেষ্টা করবেন। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাদের মধ্যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

তিনি ছাত্রছাত্রীদের পাড়া পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। সময় যদি পর্যাপ্ত না হয় তবে তাদের বাড়ী থেকে পাড়ার পরিবেশ সম্বন্ধে জেনে আসতে বলবেন। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর শুরুতে এই একক আরম্ভ হবার দরুন প্রথমদিকে তাদের পাড়া ও সম্ভব হলে দূরের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। তিনি তাদের ডায়েরী / আমার বই এখন থেকে লিখতে শুরু করতে বলবেন।

□ শ্রেণীর কাজ

কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষক প্রশ্ন করবেন—

: মান্নান, তোমাদের পাড়ার নাম কি ?

: দুলাল, তোমাদের পাড়ায় কয়টা বড় রাস্তা আছে ?

: নাদিরা, তোমাদের পাড়ায় খাবার জল কোথা হতে পাও ?

: শিরিণ, তোমরা কোথায় স্নান কর ?

: পাড়ার পুকুর তোমাদের আর কি কি কাজে লাগে ?

: তোমাদের পাড়ায় কয়টি বড় পুকুর আছে ?

: আসমা, তোমার দাদা বোনেরা গল্পের বই কোথা থেকে পাম ?

: কালু, তোমাদের পাড়ার লাইব্রেরীর নাম কি ?

: পাপ্পু, তোমাদের পাড়ার খেলার মাঠ কতদূরে অবস্থিত ?

: তোমরা ঐ মাঠে কখন খেলতে যাও ?

: দীপু, তোমাদের পাড়ার ক্লাবের নাম কি ?

: টুকুল, দুর্গাপূজা / ঈদ উৎসবের ব্যবস্থা কারা করেন ?

: তুহিন, তোমাদের গ্রামে আর কি কি পাড়ার নাম শুনেছ ?

(প্রয়োজন হলে আরও কিছু ছেলেকে অনুরূপ প্রশ্ন করা যাবে)

: গোপাল, তোমাদের গ্রামে কি কি পাড়া আছে ?

: মধু, ঐ সব পাড়ার লেকেরা কি কি কাজ করেন ?

(দরকার হলে ছাত্রছাত্রীরা বাড়ী থেকে জেনে আসবে)

: জোসেফ, বড়রা ঐ সব পাড়ার লোকেদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করেন ?

: গুরুং, তোমরা কাদের কাছ থেকে মাছ ক্রয় কর ?

[শিক্ষক মহাশয় পাড়া পর্যবেক্ষণে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে প্রত্যক্ষভাবে দেখাতে পারবেন পাড়ার ঐরূপ নামকরণ কেন হয়েছে। অনেক সময় তাঁতি পাড়ায় হয়ত তাঁতের কাজ হতে পারে। তেমনি, কুমোর পাড়ায় হাঁড়িকুড়ি তৈরী এবং জেলেপাড়ায় হয়ত জাল বোনার কাজ চলতে পারে। যদি বা কাজের হিসাব নাও মেলে তবুও লোকেদের জিজ্ঞেস করে তারা জানতে পারবে যে ঐসব পাড়ার নাম কেন হয়েছে এবং ঐ সব নাম এখন থাকা উচিত কিনা। বর্তমান যুগে গণতান্ত্রিক ও

সামাজিক মূল্যবোধ যেখানে প্রবল, সেখানে ঐ নামের বায়না তুলে কাউকে ছোট কিংবা বড় করা উচিত নয়। প্রয়োজনে শিক্ষক মহাশয় লোকেদের প্রশ্ন করে ছাত্রছাত্রীদের কাম্য সামর্থ্য বুঝিয়ে তুলতে সাহায্য করবেন।]

: তোমরা কোন রাস্তা দিয়ে স্কুলে এসেছ?
: তুমি বাবা / কাকা / দাদু'র সঙ্গে কোন রাস্তা ধরে ষ্টেশন গেছ?
: তোমাদের বাড়ীর কতদূরে হাট বসে?
: ঐ হাটে তোমরা কোন রাস্তা দিয়ে যাও?
: ঐ রাস্তা পাঁকা না কাঁচা?
: রাস্তা তোমরা তৈরী করেছ না পঞ্চায়েত/সরকার তৈরী করেছে?
: কাঁচা রাস্তায় কত ধরনের গাড়ী চলে?
: তোমাদের গ্রামে কোথায় রিক্সা পাওয়া যায়?
: তোমাদের ফসল মাঠ থেকে কিভাবে আনা হয়?
: তোমাদের দাদা কিভাবে শহরের কলেজে পড়তে যান?
: তোমাদের পাকা রাস্তায় বাস কি চলাচল করে?
: গ্রামের উৎপন্ন জিনিসপত্র কিভাবে শহরে আসে?
: তুমি কোন পাড়ায় বাস কর?
: তোমাদের পাড়ায় কত লোক আছে (উত্তর সংখ্যায় নয়)
: পাড়ার নাম ঐরূপ কেন হোল?

[গাছের নামে, পুকুরের নামে, কোন লোকের নামে ইত্যাদি পাড়ার নামকরণ হয়ে থাকে।]

: তাহলে তুমি পাড়া বলতে কি বুঝলে?
: তোমাদের পাড়ায় এত লোক এলো কি করে?

(বাড়ী থেকে জেনে আসবে)

□ **বিষয়বস্তু**

কথাবার্তা ঠিকভাবে হলে বিষয়বস্তু নিম্নানুরূপ হতে পারে—

আমাদের পাড়ার নাম ——। আমাদের পাড়ায় অনেক বাড়ী আছে। পাড়ায় অনেক লোক আছে। একটা বড় পুকুরের নামে আমাদের পাড়ার নাম হয়েছে। আমাদের পাড়ায় নানা জায়গা থেকে লোকজন এসেছেন। পাশের পাড়া থেকে এবং পাশাপাশি গ্রাম থেকেও লোকজন এসে পাড়ায় বসবাস করেন। তদের সঙ্গে আমাদের খুব বন্ধুত্ব আছে। গ্রামে অনেকগুলো পাড়া আছে যেমন—তাঁতি পাড়া, জেলে পাড়া, কুমোর পাড়া, বাগদি পাড়া প্রভৃতি। ঐ সব পাড়ায় লোকেরা নানা কাজকর্ম করেন। তবে অনেকেই দেখেছি ঐ পাড়ার লোকজনদের ছোট

সম্প্রদায় বলে মনে করেন। তারা ওদের দূরে সরিয়ে রাখেন। তাঁদের প্রতি ঐ ব্যবহারে আমাদের খুব খারাপ লাগে। আমাদের মতই তারা মানুষ। ঐজন্যে ঐ সব পাড়ার এখন ঐ সব নাম থাকা উচিত নয়। তাছাড়া, ঐ সব পাড়ায় সব লোকেরা ঐ ধরনের কাজকর্মও করেন না।

আমাদের পাড়ায় তিনটে বড় রাস্তা আছে। তাছাড়া ছোট ছোট অলি গলি পথও আছে। বড় রাস্তার একটি পাকা ও অন্যগুলো কাঁচা মাটির। বর্ষায় আমাদের বড় কষ্ট হয়। পাড়ার মধ্যে একটি বড় পুকুর আছে। ঐ পুকুরে আমরা স্নান করি এবং বড়রা সাঁতার কাটেন। ঐ পুকুরে বেশ বড় বড় মাছ আছে। ঐ পুকুরের জল রান্নাবান্নার কাজেও লাগে। পাড়ায় আরও দু-একটা ছোট পুকুর আছে। সেখানে গরু ও মহিষের স্নান করানো হয়। আমাদের গ্রামের স্কুলের একটি বড় মাঠ আছে। ঐ মাঠে বিকেলে ফুটবল ও অন্যান্য খেলাধূলা হয়। আমাদের গ্রামের ক্লাব ঐ সব খেলাধূলার ব্যবস্থা করে। দুর্গাপূজা ও ঈদের সময় সবাই মিলেমিশে ক্লাবের উদ্যোগে উৎসব করে থাকে। আমরা সবাই ঐ উৎসবে যোগ দিই ও নানা পুরস্কার পাই। গ্রামে একটা পাঠাগারও আছে। গ্রামের ক্লাব ঐ পাঠাগার পরিচালনা করে। বাবা, দাদা ও অন্যান্যরা ঐ পাঠাগার থেকে বই নিয়ে পড়েন। আমরাও বড় হয়ে ভালো ভালো বই পড়ব। তাছাড়া, গ্রামে একজন ডাক্তারবাবু আছেন। তাঁর চিকিৎসা খুব ভালো। আমরা সবাই তাকে ডাক্তার কাকু বলি।

পাড়ার প্রধান পাকা রাস্তাটি দিয়ে শহর ও বাজারে যাওয়া যায়। রাস্তাটি সরকার টাকা দিয়ে করে দিয়েছে। কাঁচা রাস্তাগুলো পঞ্চায়েত ভালোভাবে মাটি দিয়ে সারিয়ে দিয়েছে। পাকা রাস্তায় রিক্সা, সাইকেল ও লরি চলে। তাছাড়া অনেক রংয়ের বাসও চলাচল করে। আমরা বাসে করে বাবা, মা ও কাকাদের সঙ্গে একবার শহরে বেড়াতে গিয়েছিলাম। সব মিলিয়ে, আমাদের পাড়া আমাদের খুব ভালো লাগে।

□ **ছাত্রের কাজ**

ছাত্রছাত্রীরা বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশের উপর একটি নক্শা করে আনবে।

[শহরের ক্ষেত্রে পাড়াগুলো গ্রামের মতই বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তি, পুকুর, ব্রিজ, হাট প্রভৃতির নামানুসারে নাম হয়ে থাকে। তবে গ্রামের মত তাঁতি পাড়া বা বাগদি পাড়া হয়ত নেই। তবে ভাগাড় পাড়া, বুচার লেন বা কসাই পাড়া প্রভৃতি কিছু কিছু নাম এখনও বেঁচে আছে। ঐগুলো এখন আর থাকা উচিত নয়। এখানকার রাস্তাঘাট পাকা। সবটাই ইটের তৈরী। মিউনিসিপ্যালিটি অথবা সি. এম. ডি. এ অথবা পঞ্চায়েত ঐ সব করে দিয়েছে ও তারা ঐ সবের দেখাশোনা করেন। শহরের রাস্তায় নানা ধরনের যানবাহন দেখা যায়। শহরে ক্লাব, খেলার মাঠ, পাঠাগার ও ডাক্তারখানার সংখ্যা অনেক। পানীয় জলের জন্য পাইপ ব্যবস্থা কিংবা টিউবওয়েলের ব্যবস্থা আছে। মাঝে মাঝে দু-একটা পুকুরও আছে। শহরের পরিবেশ বেশ পরিচ্ছন্ন এবং লোকেরাও শিক্ষিত বলে পরিবেশ বেশ উন্নত।]

পাঠের একক

দূরের পরিবেশ / স্বশাসন

□ কাম্য সামর্থ্য

- দূরের পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে অভিজ্ঞতাদান।
- ঐ সব প্রতিষ্ঠান কিভাবে গ্রাম ও শহরে সুযোগসুবিধে দান করে সে সম্বন্ধে অবহিত করা।
- সমাজের বন্ধুদের প্রতি মমত্ববোধ।

□ শিক্ষণীয় বিষয়

স্বশাসন

গ্রাম, থানা ও অঞ্চল পঞ্চায়েত, ব্লক, জেলা, মিউনিসিপ্যালিটি, রাজ্য, দেশ সম্বন্ধে প্রাথমিক ধারণা।

গ্রাম—শহরের রাস্তাঘাট, আলো, জল সরবরাহের কাজ কারা করেন; কর্পোরেশন, মিউনিসিপ্যালিটি, পঞ্চায়েত—এরা কি কি কাজ করেন?

□ উপকরণ

শাসনের একক হিসাবে পঞ্চায়েত, ব্লক, মিউনিসিপ্যালিটি সম্বলিত জেলার একটি মানচিত্র অথবা নক্‌শা।

পশ্চিমবঙ্গ সমেত ভারতের মানচিত্র।

সমাজ বন্ধুদের ছবি।

□ কৃৎকৌশল

শিক্ষকের মৌখিক বিবরণ ও পর্যবেক্ষণ।

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

ছেলেমেয়েরা পূর্বের একক 'বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ' প্রসঙ্গে পঞ্চায়েত ও মিউনিসিপ্যালিটির কিছু কিছু কাজ সম্পর্কে অবহিত হয়েছে। কিন্তু 'স্বশাসন' প্রতিষ্ঠানের কাজকর্ম সম্পর্কে তাদের ভালো ধারণা হয়েছে এটা মনে করা যায় না। তাছাড়া, দূরের পরিবেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে ঐ

বয়সের ছেলেমেয়েদের পরিষ্কার ধারণা থাকবে এটা ভাবা কঠিন। সুতরাং এই এককে শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে গ্রাম ও শহরের কিছু তথ্য জেনে নিয়ে সহজ ভাষায় তাদের প্রাথমিক ধারণা দেবেন। তিনি অবশ্যই ছেলেমেয়েদের কাছাকাছি পঞ্চায়েত অফিস / মিউনিসিপ্যালিটি / কর্পোরেশন প্রভৃতি স্থানে পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন এবং সেখানে কর্মচারিদের নানা প্রশ্ন করে ছেলে-মেয়েদের বাস্তব অভিজ্ঞতা লাভে সহায়তা করবেন।

☐ বিষয়বস্তু

গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের শাসনব্যবস্থার প্রধান প্রতিষ্ঠান। কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি গ্রাম পঞ্চায়েত গঠিত হয়। গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্যরা গ্রামের লোকেদের দ্বারা ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। তারা নিজেদের মধ্য থেকে একজন পঞ্চায়েত প্রধান নির্বাচন করেন। গ্রাম পঞ্চায়েত গ্রামের রাস্তাঘাট মেরামত ও তৈরী করা, পানীয় জলের ব্যবস্থা করা, শিক্ষা, পুকুর খনন, স্বাস্থ্য রক্ষা প্রভৃতি নানা গ্রামোন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে থাকে। বর্তমানযুগে গ্রামের উন্নতি একমাত্র পঞ্চায়েতের মাধ্যমে সম্ভব।

☐ থানা পঞ্চায়েত বা পঞ্চায়েত সমিতি

গ্রামের লোকেদের সুখসুবিধে দেখার জন্যে গ্রাম পঞ্চায়েত থাকে, তেমনই গোটা থানার অধিবাসীদের সুখসুবিধে দেখার জন্যে গঠিত হয় **পঞ্চায়েত সমিতি**। লোক সংখ্যার ভিত্তিতে বেশ কিছু গ্রাম নিয়ে গঠিত হয় ব্লক। ব্লকের দেখাশোনা করেন ব্লক আধিকারিক। তিনি তার সহযোগী কর্মচারিদের নিয়ে ব্লকের অধীনস্থ গ্রামের লোকেদের জন্যে জনশিক্ষার প্রসার, জনসংখ্যা শিক্ষা, স্বাস্থ্য রক্ষা, নৈশ বিদ্যালয় পরিচালন, চাষ কাজের নানা ট্রেনিং দান ও সার এবং বীজ সরবরাহ প্রভৃতি জনকল্যাণমূলক কাজ করে থাকেন। এক বা একাধিক ব্লক মিলে গঠিত হয় থানা।

আবার কয়েকটি থানা মিলে হয় জেলা। জেলার কাজকর্ম দেখাশোনা করেন জেলা পরিষদ। কয়েকটি জেলা নিয়ে গঠিত হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য। আমাদের পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে ১৬টি জেলা আছে যেমন——। আবার, কয়েকটি রাজ্য নিয়ে গঠিত হয়েছে আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। পশ্চিমবঙ্গ অন্যান্য রাজ্যের মত ভারত রাষ্ট্রের একটি রাজ্য। রাজ্যের প্রধানকে বলা হয় রাজ্যপাল। তিনি মন্ত্রিমণ্ডলী ও মুখ্যমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কাজ করেন।

বড় বড় শহরের রাস্তাঘাট, যানবাহন, আলো, জল, শিক্ষা, স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতি ও রক্ষণা-বেক্ষণ করে **কর্পোরেশন**। আমাদের রাজ্যের রাজধানী কলিকাতা। কলিকাতার লোকেদের উন্নতির ব্যাপারে দেখাশোনা করে কর্পোরেশন। ঐ শহরের লোকেরা ভোট দিয়ে কর্পোরেশনে প্রতিনিধি পাঠান। কর্পোরেশনের প্রধানকে বলা হয় মেয়র।

ছোট ছোট শহরের উপরিউক্ত বিষয়ের দেখাশোনা ও উন্নতি বিধানের জন্য আছে **মিউনিসিপ্যালিটি**। শহরের রাস্তাঘাট মেরামত ও নির্মাণ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পানীয় জল, আবর্জনা পরিষ্কার, আলোর ব্যবস্থা ও আরও নানাবিধ উন্নয়নমূলক কাজ ঐ সংস্থা করে থাকে।

ঐ সব প্রতিষ্ঠান গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান। লোকেদের নির্বাচিত প্রতিনিধি দিয়ে ঐগুলো গঠিত। সুতরাং ঐ সব প্রতিষ্ঠানগুলো যদি নিঃস্বার্থভাবে দেশ গঠনে ব্রতী হয় তবে দেশের উন্নতি অপরিহার্য।

[এই এককে শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের দেশের সংহতি ও ঐক্যবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করবেন। তাদের বোঝাবার চেষ্টা করবেন--আমরা ক্ষুদ্র গ্রামের / শহরের অধিবাসী হলেও একটি বিরাট রাজ্যের নাগরিক। আমাদের রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ সারা ভারতের একটি অংশমাত্র। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ। আমরা সবাই ভারতবাসী। আমাদের মধ্যে শিক্ষাগত, পেশাগত ও ধর্মগত নানা পার্থক্য আছে ঠিকই কিন্তু তা সত্বেও আমরা একই দেশের নাগরিক। ঐ সব বৈষম্য দূর করা সরকারের কর্তব্য। মানুষে মানুষে ভেদাভেদ থাকা উচিত নয়। দেশের ভালোর কথা আমরা সবাই চিন্তা করব। আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নাগরিক আমরা সৎ ভাবে চলতে শিখব। আমরা দেশকে ভালবাসব। দেশের চোরাকারবারী ও অসৎ লোকদের ঘৃণা করতে শিখব। বড় হয়ে তাদের সংশোধনের চেষ্টা করব। এই প্রসঙ্গে কিছু বাণী শ্রেণীতে টাঙিয়ে রাখলে ভালো হয়। মহাপুরুষদের বাণী, স্বাধীনতা সংগ্রামী ও সমাজসেবকদের কিছু ছবি রাখলে ভালো ফল পাওয়া যাবে। দেশীয় সংহতি ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির উপর বাণীও প্রদর্শন করলে ভালো হয়।]

পাঠের একক

সমাজ পরিবেশ

□ কাম্য সামর্থ্য

- সমাজ পরিবেশের বিভিন্ন শ্রেণীর কাজের সঙ্গে ছেলেমেয়েদের অবহিত করা ও সহযোগিতা ও পরস্পর নির্ভরতার বোধ জাগানো।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে অভিজ্ঞতাদান।
- সমাজ জীবনে অপরিচ্ছন্নতার কুফল সম্বন্ধে ধারণাদান।
- শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জাগরণ।

□ শিক্ষণীয় বিষয়

শিশুর পরিচিত মানুষরা কি কি কাজ করেন ; তাদের প্রধান জীবিকা ও জীবনযাপনের পদ্ধতি কি ? পাড়ার মানুষদের মধ্যে সম্পর্ক, পরস্পর নির্ভরতা (উদাহরণসহ) ; পাড়ার লোকদের যৌথ কাজকর্ম এবং আনন্দ উৎসব।

শিশুর নিজস্ব পরিবেশে সাধারণ পোশাক—মেয়ে ও পুরুষ, শীত ও গ্রীষ্মে ; শিশুর পরিবেশে খাদ্য। সুষম খাদ্য কাকে বলে ?

সমাজ জীবনে অপরিচ্ছন্নতার কুফল, ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার উপায়।

□ উপকরণ

সমাজ পরিবেশের কাজকর্মের বিভিন্ন ছবি।

শীত ও গ্রীষ্মে ব্যবহৃত পুরুষ ও মেয়ের পোশাক।

সমাজ জীবনের অপরিচ্ছন্নতার কিছু দিক এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার উপর প্রদর্শিত ছবি।

□ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ / শ্রেণী।

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

উক্ত এককে শিশুর পরিচিত মানুষদের কাজকর্ম ও তাদের সাধারণ পোশাকের আলোচনা হবে। সুতরাং শ্রেণীতে এই অংশ কথোপকথন ও প্রশ্নের মাধ্যমে পড়ালে তাদের মধ্যে কাম্য সামর্থ্য

ফুটিয়ে তোলা সম্ভব হবে। সমাজ জীবনের অপরিচ্ছন্নতার কুফল ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার উপায় প্রসঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের পরিবেশ পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন এবং তিনি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মাধ্যমে তাদের মধ্যে পরিচ্ছন্নতাবোধ জাগরণে সহায়তা করবেন।

□ শ্রেণীর কাজ

: তোমাদের বাবা / কাকা / দাদা / দিদি কি কাজ করেন ?
: তোমাদের পাশের বাড়ির লোকেরা কি কি কাজ করেন ?
: তোমরা তেল, নুন, মশলা কোথা থেকে ক্রয় কর ?
: তোমাদের পরিবেশে ক'জন শিক্ষিত লোক আছেন ?
: তোমাদের সমাজ পরিবেশে ডাক্তার ক'জন আছেন ?
: তোমাদের জামা কাপড় কিভাবে সেলাই কর ?
: স্কুলে কতজন শিক্ষকতা করেন ?
: তোমরা ক'জন মাঠে চাষকাজ কর ?
: হাতের কাজ / তাঁতের কাজ / কুমোরের কাজ / মাছধরার কাজ কতজন করেন ?
: উদ্বৃত্ত জিনিসপত্র কে ক্রয় করে বাজারে নিয়ে যান ?
: চাষকাজে কি কি যন্ত্রপাতি দরকার হয় ?
: কৃষক / তাঁতী / কুমোর / জেলে / শিক্ষক / ডাক্তার কিভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন ?
: তোমাদের গ্রামে চিঠিপত্র কে পৌঁছে দেন ?

[একই রকম ভাবে শিক্ষক মহাশয় শহরের ছেলেমেয়েদের সমাজ পরিবেশের পরিচিত লোকেদের কাজকর্ম, জীবিকা ও জীবনধারণের পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশ্ন করে জেনে নেবেন। শহরে বেশীর ভাগ লোক অফিসে চাকুরী করেন। কেউ বা করেন ব্যবসা। কেউ বা করেন ওকালতি অথবা ডাক্তারী। আবার কেউবা করেন অন্যধরণের কাজ। যেমন, কেউবা রিক্সা চালান, কেউ ঘোড়ার গাড়ী চালান, কেউ বা অন্য বাড়ীতে কাজ করেন বা হোটেলে কাজ করেন ইত্যাদি। শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের বুঝিয়ে দেবেন শ্রমের অমর্যাদা করতে নেই। কাজের পার্থক্যের দরুন তাদের মধ্যে ছোট বড় পার্থক্য টানতে নেই। সবাই সাধ্যমত সমাজের সেবা করছে। অতএব, সবাই আমাদের সমাজ বন্ধু।]

গ্রামের ক্ষেত্রে তিনি সবাইকে প্রশ্ন করে সমাজ পরিবেশে লোকেরা আর কি কি কাজ করেন ও কিভাবে তারা জীবনযাপন করেন তা জেনে নেবেন। দরকার হলে তাদের তিনি বাড়ী থেকে জেনে আসতে বলবেন।

: তোমাদের কোন জিনিসের অভাব দেখা দিলে কিভাবে যোগাড় কর ?

: পাশের বাড়ির সঙ্গে তোমাদের কেমন সম্পর্ক ?

: তোমাদের বিপদে আপদে পাড়ার লোকেরা কিভাবে সাহায্য করেন ?

: অন্যদের বিপদ আপদে তোমরা কিভাবে সাহায্য / সহযোগিতা কর ?

: তোমাদের পাড়ায় কি কি উৎসব অনুষ্ঠান হয় ?

: বিভিন্ন উৎসবে যেমন ঈদ / দুর্গাপূজা / সরস্বতী পূজায় সবার সহযোগিতা দরকার হয় কেন ?

: তোমরা পাড়ায় সবাই মিলেমিশে কি কি কাজ কর ?

: কারও অসুখ বিসুখ হলে / মৃত্যু হলে পাড়ার লোকেরা কিভাবে সাহায্য করেন ?

এই রকমের নানা প্রশ্ন করে শিক্ষক মহাশয় পাড়ার লোকেদের পরস্পর নির্ভরতা ও সহযোগিতার মনোভাব সম্বন্ধে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাঞ্ছিত সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

: গরমকালে তোমরা কি কি পোশাক পর ?

: ঐ সময় বড়রা কি কি পোশাক পরেন ?

: শীতকালে তোমরা কি কি পোশাক পর ?

: ঐ সময় মেয়েরা কি পোশাক পরে ?

: গরীব ছেলেমেয়েরা শীত / গ্রীষ্মে কেমন পোশাক পরে ?

: তাদের দেখে তোমাদের কি মনে হয় ?

: এখন আবহাওয়া কেমন ?

: এখন তোমরা ঐ ধরনের জামাকাপড় পর কেন ?

: তোমরা দৈনিক কি কি খাবার খাও ?

: তোমাদের পাড়ার লোকেরা কি কি শাক সবজি / তরিতরকারি উৎপাদন করেন ?

: তোমাদের কার কার বাড়িতে গাই গরু আছে ?

: তোমরা সকালে / বিকেলে কি খাও ?

[এই প্রসঙ্গে শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের প্রতিদিন ভাত / রুটি, ডাল, শাক সবজি, সাধারণ ফল প্রভৃতি খেতে বলবেন। তাদের বলে দেবেন খুব বেশী পরিমাণ খাওয়া যেমন স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর, তেমনই আবার অল্প খাবার খাওয়াও ক্ষতিকর। কম বেশী সবই খেতে হয়। তবেই শরীরের সমস্ত অভাব পূরণ হতে পারে। সকালে ছোলা / বাদাম ফল ভিজিয়ে খেলে শরীর ভালো থাকে। মোটামুটিভাবে তত্ত্বের হিসেবে না গিয়ে তিনি বলতে পারবেন, দৈনিক শরীরের ক্ষিদে মত ভাত / রুটি, ডাল, শাক-সব্জি গুড় প্রভৃতি থেকে সুষম খাদ্যের গুণ পাওয়া যায়। যাদের সামর্থ্য

আছে তারা মাছ, মাংস, দুধ, ঘি ও ছানা খাবে। তবে সেটা সকলের জন্যে নিশ্চয় নয়। পরিবেশের কি কি খাদ্য খেলে শরীরের অভাব দূর হয় তার উপর একটা চার্ট থাকলে ভালো হয়।]

: পাড়ায় ওলাউঠা / বসন্ত রোগ দেখা দিলে পুকুরে নোংরা কাপড় চোপড় পরিষ্কার করতে নেই কেন ?

: কারও খোসপাচড়া / দাদ / চুলকানি দেখা দিলে তাদের পোষাক ব্যবহার করলে কি অসুবিধে হয় ?

: অন্যের গায়ে চর্মরোগ হলে তোমার কেমন লাগে ?

: পাড়ার যেখানে সেখানে পায়খানা / পেসাব করা উচিত নয় কেন ?

: তোমরা বাড়িঘর / পড়ার ঘর / রাস্তাঘাট কিভাবে পরিষ্কার রাখো ?

: তোমরা কিভাবে নিজেদের পরিষ্কার রাখবে ?

● এই প্রসঙ্গে সমাজ-জীবনে অপরিচ্ছন্নতার কুফল এবং ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিচ্ছন্নতার উপায় সম্বন্ধে কিছু বাণী ও চার্ট দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখলে ভালো হয়। শিক্ষকমশায় মাঝে মাঝে ছেলেমেয়েদের পরীক্ষা করে দেখতে পারেন কিংবা পরিবেশ কেমন পরিষ্কার আছে দেখার জন্যে তিনি তাদের সমাজ পরিবেশে নিয়ে যেতে পারেন। নিম্নে ঐ ধরনের একটা কর্মসূচী দেওয়া হোল—]

☐ অভ্যাসসূচী

নাম—……

যা করতে হবে	কখন	কতবার	কোথায়/কিভাবে ও কিসের সাহায্যে করি
১। আমি হাত / মুখ পরিষ্কার করি—			
২। আমি চুল আঁচড়াই—			
৩। আমি স্নান করি—			
৪। আমি নখ কাটি—			
৫। আমি পায়খানা / পেসাব করি—			
৬। আমি কাপড় ছাড়ি—			
৭। আমি জুতা/মোজা পরিষ্কার করি—			
৮। আমি পা ধুই—			
৯। আমি দাঁত মাজি—			
১০। আমি পড়ার ঘর পরিষ্কার করি—			
১১। আমি বাড়ি পরিষ্কার করি—			
১২। আমি জামা কাপড় পরিষ্কার করি—			

অনুরূপভাবে কতকগুলো বাণী লিখে দেওয়ালে টাঙানো যেতে পারে। যেমন,

১। পরিষ্কার ছেলেমেয়েদের সবাই পছন্দ করে / তাদের স্বভাবও সুন্দর হয়।
২। নোংরা ছেলেমেয়েদের কেউ পছন্দ করে না / তাদের স্বভাবও নোংরা হয়।
৩। চোখ ও কান অতীব মূল্যবান জিনিস / একবার নষ্ট হলে আর পাওয়া যায় না। চোখ না থাকলে কিছুই দেখা যায় না। কান না থাকলে কিছু শোনা যায় না।
৪। প্রতিদিন দাঁত, মুখ, চুল ও পোষাক পরিষ্কার রাখবে।
৫। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে এবং সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠবে।
৬। সঠিক জায়গায় পেসাব ও পায়খানা করবে।
৭। ঢাকা খাবার খাবে। খোলা খাবার খাবে না।
৮। প্রতিদিন খেলাধূলা ও ব্যায়াম করা উচিত।
৯। বাড়ীর সবাইকে ঐ সব কাজ করতে বলবে।
১০। কারও দাদ, পাচড়া ও চর্মরোগ হলে তার জামাকাপড়, বিছানা ব্যবহার করবে না।
১১। খোলা পুকুরের জল কখনও পান করবে না।
১২। গ্রামে ওলাউঠা / বসন্ত দেখা দিলে জল ফুটিয়ে খাবে।
১৩। ঐ সব রোগীর জামা কাপড় ও বিছানাপত্র খোলা পুকুরে ধোবে না।
১৪। পুকুরে নোংরা / আবর্জনা থাকলে সবাই মিলে পরিষ্কার করবে।

☐ **বিষয়বস্তু**

কথাবার্তা সঠিক হলে বিষয়বস্তু নিম্নরূপ হতে পারে—

আমাদের পাড়ার বেশীর ভাগ লোক চাষকাজ করেন / কিছু কিছু লোক শিক্ষিত। তাদের কেউ কেউ স্কুলে শিক্ষকতা করেন। কেউ কেউ অফিসে চাকরী করেন এবং দু-একজন বেকার হয়ে বসে আছেন। তাদের চাকরী হওয়া দরকার। দু' চারজন জিনিসপত্র কিনে বাজারে বিক্রি করেন। পাড়ায় একজন ডাক্তারবাবু আছেন। তিনি পাড়ার ও গ্রামের রোগীদের সেবা শুশ্রূষা করেন। দুটো মুদির দোকান আছে। আমরা সেখান থেকে তেল, নুন, মসলা ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কিনি। দু' চারজন জেলে মাছ ধরেন এবং গ্রামে মাছ বিক্রি করেন। কুমোর হাড়ি, কলসী ও ভাঁড় তৈরী করেন। একজন দরজী আছে। তার কাছে আমরা জামা কাপড় সেলাই করি এবং ছেঁড়া কাপড় চোপড় সেলাই করে নি। গ্রামে আছে পোষ্ট অফিস। আমাদের পাড়ার এক কাকাবাবু সেখানকার পোষ্ট মাষ্টার। সন্তোষদা গ্রামে পিওনের কাজ করেন। সন্ধ্যেবেলা গ্রামের লোকেরা গান বাজনা করেন।

পাড়ার সবার মধ্যে বেশ সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ভাব আছে। বড় বড় কাজ, উৎসবের কাজ, বিবাহ ও পার্বনের কাজ পাড়ার সবাই মিলেমিশে করে থাকেন। মাঝে মাঝে ঝগড়াঝাটিও হয় তবে নিজেরাই সব মিটমাট করে ফেলেন। কোন লোকের দুর্ঘটনা ঘটলে কিংবা মৃত্যু হলে সবাই মিলে সাহায্য করেন।

গ্রীষ্মে আমরা পাতলা জামা, গেঞ্জি, ধুতি ও লুঙ্গি ব্যবহার করি। আর শীতকালে মোটা চাদর কিংবা সোয়েটার ব্যবহার করি। বুড়োরা মাথার টুপি ব্যবহার করেন। মেয়েরা সাধারণতঃ শাড়ী, জামা, ফ্রক, জুতো প্রভৃতি ব্যবহার করেন। আমিও মাঝে মাঝে জুতো পরি। পায়জামা অনেকে পারেন।

আমরা সাধারণতঃ ভাত, ডাল ও নানা ধরনের শাকসবজি খাই। আমরা সকালে মুড়ি কিংবা ছোলা ভেজা এবং বিকেলে প্রায়ই গুড় মুড়ি খাই। দুধও অনেকে খান। অনেকে আবার দু বেলা খেতে পান না। সরকার থেকে তাদের সাহায্য করা উচিত।

আমাদের গ্রামের মানুষ বেশীর ভাগ নিরক্ষর। কাজেই তারা সামাজিক পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে খুব বেশী সজাগ নন। কলেরা, বসন্ত, হাম প্রভৃতি রোগ হলে কিভাবে থাকতে হয় সেটা সব সময় মেনে চলেন না। গ্রামের পুকুরে তারা নোংরা কাপড় চোপড় ও বিছানাপত্র পরিষ্কার করেন। এটা সবার পক্ষে খুব বিপজ্জনক। এ সবের জন্যে আমাদের তাদেরকে বোঝাতে হবে। ঝোপ জঙ্গল ও রাস্তাঘাট আমাদের পরিষ্কার রাখতে হবে। গ্রামের যেখানে সেখানে পায়খানা করা উচিত নয়। আমাদের নিজেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সতর্ক হওয়া উচিত। এ বিষয়ে শিক্ষক মহাশয়ের উপদেশ আমরা পালন করে চলি। স্কুলে আমাদের কারোর অপরিষ্কার হয়ে আসা উচিত নয়। হাত, মুখ, নখ, চুল, চোখ, পা ও কাপড় চোপড় পরিষ্কার রাখলে আমাদের সবার ভালো লাগে। এ বিষয়ে স্কুলের টাঙানো বাণী আমাদের অভ্যাস গঠনে সাহায্য করে।

পাঠের একক
গ্রাম / শহর

□ **কাম্য সামর্থ্য**

- গ্রাম / শহরে মানুষের জীবনযাত্রার নানাদিক সম্বন্ধে অবহিত করা।
- সভ্যতার অগ্রগতি এবং যানবাহনের নানাদিক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দান।
- গ্রাম ও শহরের (জিনিস লেনদেনের মাধ্যমে) পরস্পরনির্ভরতা সম্বন্ধে ধারণা দান।

□ **শিক্ষণীয় বিষয়**

গ্রাম কিংবা শহর বলতে কি বোঝায়; গ্রাম কিংবা শহরের মধ্যে অথবা আশেপাশে খাল, পুকুর, কুয়ো, নলকূপ, পাম্পসেট, বাগান, বাগিচা, সাধারণের খেলাধূলার জায়গা।

গ্রাম-শহরের আলো, যানবাহন, ডাক-তার ব্যবস্থা, চিকিৎসার ব্যবস্থা, ষ্টীমার কিংবা রেল ষ্টেশন কিংবা বাস ষ্টেশন, বন্দর।

হাটবাজার: কি কি জিনিস পাওয়া যায়; কারা বিক্রি করেন, কারা কেনেন; বাহির থেকে ক্রেতা-বিক্রেতা আসেন কি না; প্রধানত কোন কোন জিনিস গ্রাম ও শহরের মধ্যে বেচা-কেনা হয়?

□ **উপকরণ**

গ্রাম / শহরের খাল, পুকুর, বাগান প্রভৃতির উপর অঙ্কিত নকসা।
বিভিন্ন ধরনের যানবাহন, বন্দর, ষ্টীমার কিংবা রেল ষ্টেশনের ছবি।
হাট বাজারের একটি নকসা।

□ **কৃৎকৌশল**

পর্যবেক্ষণ ও শ্রেণীকক্ষে বিবরণ দান ও কথোপকথন।

□ কর্মস্থল

গ্রাম / শহরের পরিবেশ, হাট বাজার এলাকা এবং শ্রেণীকক্ষ।

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় উক্ত একক সম্বন্ধে পাঠদানকালে যতদূর সম্ভব ছেলেমেয়েদের পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগাবেন। ইতিমধ্যেই তারা বাড়ি ও পাড়ার পরিবেশ সম্বন্ধে জেনে ফেলেছে। সুতরাং গ্রাম / শহর প্রসঙ্গে তাদের সামর্থ্য বাড়াতে গেলে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে গ্রাম / শহর পর্যবেক্ষণ করালে ভালো হয়। উহার মাধ্যমে তারা গ্রাম / শহরের নানা অর্থনৈতিক দিক যেমন, যানবাহন, রেলষ্টেশন, ষ্টীমার, বন্দর, বাগান, বাগিচা, প্রভৃতি সম্বন্ধে আরও ভালোভাবে জানতে পারবে। তেমনই কাছাকাছি হাট বাজার থাকলে তাদের ঐ সব বাজার পর্যবেক্ষণে নিয়ে গেলে ভালো হয়। তবে সবটাই নির্ভর করবে শিক্ষকমহাশয়ের সামর্থ্যের উপর।

□ শ্রেণীর / পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজ

সকলকে উদ্দেশ্য করে শিক্ষক মহাশয় প্রশ্ন করবেন—

: তোমাদের পাড়া ছাড়া আর কি কি পাড়ার নাম তোমরা জান ?
: তোমাদের গ্রামে কয়টি পাড়া আছে ?

[অন্য ছেলেদের দিকে ইঙ্গিত করে]

: তাহলে গ্রাম / শহর বলতে কি বোঝায় ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরের পাশে কোন খাল আছে ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরে কি কি পুকুর আছে ?
: তোমরা কোন কোন পাড়ায় কুয়ো / নলকূপ দেখেছ ?
: তোমাদের পাড়া বা অন্য পাড়ায় কি রকম বাগান / বাগিচা আছে ?
: কার কার বাড়িতে সেচের জন্যে পাম্পসেট আছে ?
: ঐ মেশিন দিয়ে কি সুবিধে হয় ?
: তোমাদের গ্রামের লোকেরা কোথায় খেলাধুলো করে ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরে আলোর ব্যবস্থা কি ধরনের ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরে কি কি ধরণের গাড়ি ঘোড়া চলাচল করে ?

: চিঠিপত্র তোমরা কিভাবে পাও ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরে অসুখ বিসুখ হলে তোমরা কি কর ?
: তোমাদর শহরে কয়টি ডাক্তারখানা / হাসপাতাল আছে ?
: তোমাদের বাড়ী / গ্রামের / শহরের পাশে কি নদী আছে ?
: ঐ নদীতে কিভাবে তোমরা পারাপার কর ?
: রেল লাইন / রেলষ্টেশন তোমাদের গ্রাম থেকে কতদূর ?
: তোমরা ট্রেনে চড়ে কোথাও বেড়াতে গেছ ?
: কোন রেলষ্টেশন থেকে তোমরা ট্রেনে চেপেছিলে ?
: রেলষ্টেশনে কিভাবে টিকিট কিনেছিলে ?
: তোমার গ্রামের রাস্তায় / পাকা রাস্তায় কি কি গাড়ি চলাচল করে ?
: বাসে করে তোমরা কোথায় বেড়াতে গেছ ?
: কার কাছ থেকে তোমরা টিকিট কিনেছিলে ?
: তোমাদের বাড়ি থেকে বাজার / হাট কতদূর ?
: তোমরা কতবার বাবা / দাদার সঙ্গে হাট / বাজারে গেছ ?
: ঐ সব বাজার / হাট থেকে কি কি জিনিস তোমরা কিনেছ ?
: তোমরা সেখানে কত অচেনা লোক দেখেছ ?
: তোমাদের পরিচিত কোন কোন জিনিস বাজার / হাটে বিক্রি হতে দেখেছ ?
: তোমরা ঐ হাট / বাজারে কি কি নতুন জিনিস দেখেছ ?
: ঐ-সব জিনিস কারা বিক্রি করেন ?
: তোমাদের মত আর কারা ঐ সব জিনিস পত্র কেনেন ?
: গ্রাম না থাকলে শহরের কি অবস্থা হোত ?

(কোলকাতা ও পাশাপাশি এলাকার ছেলেদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

: খিদিরপুর ডক তোমরা কে কে দেখেছ ?
: সেখানে কি কি দেখেছ ?
: বড় বড় জাহাজ থেকে কিভাবে মাল উঠানামা করে ?
: উড়োজাহাজ কে কে দেখেছ ?
: উড়োজাহাজ কোথা থেকে উড়ে যায় / কোথায় নামে ?

[শহরের ক্ষেত্রে আরও কিছু বেশী প্রশ্ন করতে হবে]

□ **বিষয়বস্তু**

কথাবার্তা ঠিকমত হলে বিষয়বস্তু নিম্নরূপ হতে পারে

আমাদের পাড়া ছাড়া গ্রামে আরও পাঁচটি পাড়া আছে। ঐ পাঁচটি পাড়া নিয়ে আমাদের গ্রাম। [তেমনই কয়েকটা ওয়ার্ড / পাড়া নিয়ে শহরও গড়ে ওঠে। সেখানে নানা জায়গার লোক এসে ভিড় করেন] আমাদের গ্রামের পাশে ছোট্ট একটি খাল আছে। সেখান থেকে জমিতে সেচ দেওয়া হয়। তাছাড়া, আমাদের গ্রামে ছোট বড় কয়েকটি পুকুর, কুয়ো ও নলকূপ আছে। কুয়ো ও নলকূপগুলো পঞ্চায়েত করে দিয়েছে। গ্রামের কয়েকজনের সেচের পাম্পসেট আছে। উহার সাহায্যে সহজে ও তাড়াতাড়ি জল সেচ করা যায়। গ্রামে কয়েকটা বাগান ও বাগিচা আছে। ঐ বাগানে আম, জাম, কাঁঠাল প্রভৃতির গাছ আছে। সেখানে অনেক পাখি, ফড়িং ও প্রজাপতি বসে এবং নানা রংয়ের ফুল ফোটে। ঐ ফল আমরা কিনে খাই। [শহরের ক্ষেত্রে বেশী পুকুর, কুয়ো, বাগান ও বাগিচা পাম্পসেট থাকার কথা নয় কিন্তু শহরে খেলাধূলোর মাঠ হয়ত বেশী থাকতে পারে]। আমাদের গ্রামে ছোট ছোট কয়েকটা খেলার মাঠ আছে। সবাই সেখানে খেলাধূলা করেন। তাছাড়া, স্কুলের বড় মাঠে নানা খেলাধূলা ও উৎসব হয়। বারোয়ারিতলার মাঠেও আমরা খেলাধূলা করি।

পাঠের একক
উৎসব ও আনন্দ

☐ কাম্য সামর্থ্য

- সকলের মধ্যে মিলিত উৎসবের প্রীতি ও ভালবাসার বোধ জাগানো।
- গ্রামের বিশেষ বিশেষ চিহ্ন সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অবহিত করা।
- ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতার অপকারিতা সম্বন্ধে তাদের সচেতন করে তোলা।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

গ্রাম-শহরে মন্দির, মসজিদ, গির্জা-মিলিত উৎসব, খেলা, মেলা।

গ্রামের বিশেষ চিহ্ন-পোড়োবাড়ি, বহু পুরানো গাছ, পুরানো মন্দির, মসজিদ-গির্জা, সাধারণের বারোয়ারিতলা ; সমাজ জীবনে ধর্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতার বিষময় ফল।

☐ উপকরণ

গ্রাম / শহরের মন্দির, মসজিদ, গির্জা, বিশেষ বিশেষ চিহ্ন ও উৎসবের উপর নকসা বা ছবি।

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ, প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ, মৌখিক বিবরণ দান।

☐ কর্মস্থল

সমাজ পরিবেশ, বিদ্যালয়।

☐ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় উক্ত একক পাঠদানকালে ছেলেমেয়েদের মানসিকতা গঠন ও অনুভূতি বিকাশের উপর জোর দিবেন। স্কুলে তিনি মিলিত উৎসব ও খেলার আয়োজন করবেন কিংবা সমাজ পরিবেশে যেখানে ঐ ধরনের মিলিত উৎসব ও খেলাধূলার আয়োজন হয় সেখানে তিনি তাদের পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন। সেখানে কিভাবে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের উদ্যোগে মিলিত উৎসব প্রতিপালিত হচ্ছে সে বিষয়ে তিনি তাদের জানিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন। এমনকি, ঈদ ও পূজাকে

অবলম্বন করে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সম্প্রীতি ও সহানুভূতির দিকটি তিনি দেখাবার দিকে দৃষ্টি দেবেন। এ সব ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েরা পরস্পরের সঙ্গে কিভাবে নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছে কিংবা বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা একে অপরের বাড়ি যাতায়াত করে কিনা সেবিষয়ে তিনি জিজ্ঞেস করবেন।

বিশেষ বিশেষ 'দিক' পঠনপাঠন প্রসঙ্গে তিনি ছেলেমেয়েদের বাড়ি থেকে জেনে আসতে বলবেন কিংবা আসা যাওয়ার পথে তারা কি কি জিনিস দেখেছে সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করবেন। প্রয়োজনে তিনি ঐ বিষয়ে তাদের বাড়তি অভিজ্ঞতাদানে সাহায্য করবেন।

ধর্মান্ধতা, কুসংস্কার ও অস্পৃশ্যতা পঠনপাঠন প্রসঙ্গে তিনি সাধারণ ঘটনা ও কিছু কিছু প্রচলিত উপমা উপস্থাপিত করবেন। এ ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধর্মকে আক্রমণ করার কোন চেষ্টা না থাকা উচিত। মোটামুটিভাবে, সহজ সরলভাবে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে তোলাই হচ্ছে শিক্ষকের প্রধান কাজ।

□ শ্রেণী / পরিবেশভিত্তিক কাজ

শিক্ষক মহাশয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্য করে কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্নের অবতারণা করবেন—

: নিখিল, তোমাদের পাড়ায় লোকজন কোথায় নামাজ পড়েন ?
: রহিম, তোমাদের গ্রামে ক'টি মসজিদ আছে ?
: রতন, তোমাদের গ্রামে ক'টি মন্দির আছে ?
: স্বপন, তোমাদের পাড়ায় কোথায় পূজো হয় ?
: পিটার, তোমার বাবামার সঙ্গে রবিবারে কোথায় উপাসনা করতে যাও ?
: ডেভিড, মন্দির, গির্জা ও মসজিদে সব সম্প্রদায়ের লোকেরা গেলে কেমন হয় ?

(এ প্রসঙ্গে, বেলুড় রামকৃষ্ণ মিশন, কোলকাতার সেন্ট জনস্ পল গির্জা প্রভৃতি স্থান সকল সম্প্রদায়ের লোকেরা যে দর্শন করতে পারে তা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরবেন। বিশেষ বিশেষ সময় স্থানীয় লোকেদের নানা আলোচনা মসজিদ, মন্দির কিংবা গির্জা প্রাঙ্গণে হয়ে থাকে। উহার ফলে সবার মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও সহযোগিতা বৃদ্ধি পায় ও জাতীয় সংহতির ভিত্তি স্কুল থেকে গড়ে ওঠে।)

: তোমাদের গ্রামের বড় বাড়ি কোনটি ?
: তোমাদের পাড়ার বড় গাছ কোনটী ?
: তোমাদের গ্রামের সবথেকে পুরানো গাছ/পোড়োবাড়ি/পুরানো মন্দির / মসজিদ কোনটি ?

: গ্রামের লোকেরা পূজা পার্বন ও উৎসব কোথায় করেন ?

: দূর থেকে তোমাদের গ্রামকে চিনবার উপায় কি ?

[শিক্ষক মহাশয় মফঃস্বল শহর ও কোলকাতার ক্ষেত্রে ঐ সব বিশেষ চিহ্ন যেমন—পুরানো মন্দির, মসজিদ, গির্জা প্রভৃতির বহুল ব্যবহার করতে পারেন।]

: পেছন ডাকলে তোমাদের কি মনে হয় ?

: বাড়ি থেকে বেরোবার সময় মাথায় ধাক্কা লাগলে তোমরা কি ভাবো ?

: কোন সমাজবন্ধু যেমন, জেলে, মেথর, বাগদি প্রভৃতি শ্রেণীর লোকেরা তোমাদের বাড়ী এলে তোমরা তাদের সঙ্গে কি ধরনের ব্যবহার কর ?

: গ্রাম / শহরের লোকেদের তাদের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করা উচিত ?

: অন্য সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়েরা তোমাদের বাড়ী গেলে তোমরা তাদের সঙ্গে কিরূপ ব্যবহার কর ?

: তোমাদের ক'জন মুসলিম / হিন্দু / খ্রীষ্টান বন্ধু আছে ?

: ঈদের দিনে ক'জন মুসলিম / হিন্দু / খ্রীষ্টান বন্ধু তোমাদের বাড়ী এসেছিল ?

: শ্রেণীতে তোমাদের ক'জন হিন্দু / মুসলিম / খ্রীষ্টান / সাঁওতাল / নেপালী বন্ধু আছে ?

: শ্রেণীতে সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব রাখা উচিত কেন ?

: গ্রামে / শহরে হিন্দু / মুসলিম / খ্রীষ্টান / নেপালী / সাঁওতাল প্রভৃতি সবার মধ্যে ভালো সম্পর্ক (সম্প্রীতি) থাকা উচিত কেন ?

: তোমাদের গ্রামে সবাই মিলেমিশে কি কি উৎসব পালন করেন ?

[এ ছাড়া, শিক্ষক মহাশয় ধর্মান্ধতা ও অস্পৃশ্যতার অপকারিতা সম্বন্ধে সাধারণভাবে সহজ সরল ভাষায় আলোচনা করবেন।]

□ বিষয়বস্তু

কথাবার্তা সম্পন্ন হলে বিষয়বস্তু নিম্নানুরূপ হতে পারে—

আমাদের গ্রামে / শহরে বেশ কয়েকটা মন্দির / মসজিদ / গির্জা আছে। আমাদের পাড়ায় ছোট্ট একটি মন্দির আছে। আমাদের গ্রামে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোক বাস করে। গ্রামের অন্য একপাড়ায় একটি মসজিদ আছে। [কোলকাতা শহরের ক্ষেত্রে অবশ্য অভিজ্ঞতা আলাদা হবে। সেখানে বহু মন্দির, মসজিদ ও গির্জা রয়েছে।]

আমাদের গ্রামে ঈদ / দুর্গাপূজা / সরস্বতী পূজা প্রভৃতি নানা পর্বের সময় নানা উৎসবের আয়োজন হয়। ঐ সময় আবৃত্তি, খেলাধূলা, গান ও নানা ধরনের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা করা

হয়। আমরা সব সম্প্রদায়ের ছেলেমেয়ে ও বড়রা ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিই। আমাদের এখানে মাঘ মাসে ও মহরমে একটি বড় মেলা বসে। সেখানে সবাই আসেন। সেবার আমি আমার বন্ধু রহিম, কালাম ও ডেভিড একসঙ্গে অনেক মজার মজার জিনিস খেয়েছিলাম। বাড়ী ফেরার পথে মুর্মু ও দিল বাহাদুরের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে গিয়ে একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছিলাম। আমরা ঈদের দিনে মতিনদের বাড়ি গিয়েছিলাম। খুব মজা হয়েছিল।

আমাদের গ্রামে / শহরে একটি খুব পুরানো বটগাছ আছে। গ্রামের ঠিক শেষ প্রান্তে একটা বড় দেবদারু গাছ আছে। দূর থেকে ঐ গাছ দেখলে আমাদের গ্রামকে চেনা যায়। আমার মামার বাড়ী থেকেও ঐ গাছ দেখা যায়। তাছাড়া, আমাদের গ্রাম / শহরের চার পাড়ায় বেশ কয়েকটি পুরানো মন্দির / মসজিদ / গির্জা আছে। আমাদের স্কুল যাবার পথে ডানধারে একটা খুব বড় দীঘি আছে। শোনা যায়, নবাব আমলে ঐ দীঘি কাটা হয়েছিল। গ্রামের মাঝখানে আছে বারোয়ারি-তলা। বিশেষ বিশেষ পূজা, পার্বন ও মেলার সময় সেখানে সবাই জড়ো হন। বেশ বড় জায়গা। অন্য সময় সকাল ও সন্ধ্যে সেখানে লোকজনের ভিড় হয়। সন্ধ্যেবেলায় সেখানে গান বাজনা চলে।

আমাদের গ্রামের / শহরের লোকেদের নানা কুসংস্কার ও গোঁড়ামি আছে। এটা মোটেই ভালো নয়। আমরা মিলেমিশে চলি। আমরা সবাই সবার বন্ধু। গ্রাম / শহরের নীচু সম্প্রদায়ের লোকেদের অনেকেই ঘৃণা করে। আমরা তাদের সঙ্গে গল্প করি, কথা বলি এবং তাদের বসতে বলি। গ্রামে সবার মধ্যে ভালবাসা আছে বলে আমাদের গ্রাম / শহরকে খুব ভালো লাগে। মন্দির / মসজিদে বিচার আচার হয়। গ্রামের বারোয়ারিতলায় সব সম্প্রদায়ের মানুষ আনন্দ করেন এবং জমায়েত হন। বিবাহ ও অন্যান্য উৎসবে আমরা একে অপরের বাড়ি যাই। [আমাদের দেশকে বড় করতে গেলে সবার মধ্যে সম্প্রীতি ও বন্ধুত্ব ভাব থাকা দরকার। এখানে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, বৌদ্ধ, খ্রীষ্টান, মেথর ও আদিবাসী সবাই সমান। এখানে জাতপাত ও ধর্মের বাড়াবাড়ি দেশের পক্ষে ক্ষতিকর। আমাদের দেশ সবার দানে গড়ে উঠেছে। সবার মিলনে দেশ শক্তিশালী হয় এবং দেশ উন্নতির পথে এগিয়ে যায়।]

[শিক্ষক মহাশয় কোন মেলা, উৎসব ও খেলার মাঠে ছেলেমেয়েদের নিয়ে গিয়ে সব শ্রেণীর লোকেরা কিভাবে অংশগ্রহণ করেছে সেটা দেখিয়ে দেবেন এবং পর্যবেক্ষণভিত্তিক তাদের প্রশ্ন করবেন।]

☐ **গ্রাম / শহর / বিদ্যালয়ে মিলিত উৎসব / খেলা / মেলার তালিকা**

☐ **রাষ্ট্রীয় দিবস পালন**

১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস, ২৬ শে জানুয়ারী প্রজাতন্ত্র দিবস, মে দিবস আগষ্ট দিবস, শিশু দিবস, শ্রমিক দিবস, শিক্ষক দিবস ও স্বাধীনতা সংগ্রামী এবং দেশের মহাপুরুষদের জন্মদিবস পালন প্রভৃতি।

☐ উৎসব ও খেলাধূলোর আয়োজন

বিদ্যালয়ে / গ্রামে / শহরে বাৎসরিক খেলাধূলোর আয়োজন, অঞ্চল / ব্লক / থানা / মহকুমা / জেলা ভিত্তিক উৎসব ও খেলাধূলোর আয়োজন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা ইত্যাদি।

☐ জন্মজয়ন্তী উৎসব

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলাম, গান্ধী দিবস, মার্কস দিবস, ক্ষুদিরাম···দিবস, বুদ্ধ, মহাবীর, যীশু ও হজরত মোহাম্মদের জন্মদিন, স্থানীয় ব্যক্তিদের জন্মদিন পালন প্রভৃতি।

☐ স্থানীয় ও জেলা ভিত্তিক অন্যান্য উৎসবের আয়োজন

এ প্রসঙ্গে পুরুলিয়ার টুসু ও ভাদুর গান, ছৌ নৃত্য, সাঁওতালী নাচ ও গান, শান্তিনিকেতন ও চুরুলিয়ার মেলা, বাউল মেলা প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্যান্য স্থানের ছেলেমেয়েরা যাতে ঐ ধরনের মিলিত উৎসবের রূপ সম্বন্ধে জানতে পারে সেজন্যে সরকার অথবা এস.সি.ই.আর.টি কর্তৃক নির্মিত ফিল্ম দেখালে ভালো হয়।

পাঠের একক

উৎপাদন

☐ কাম্য যোগ্যতা

- অর্থনৈতিক পরিবেশ সম্পর্কে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা দান।
- শ্রমজীবি মানুষের প্রতি মমত্ববোধ বৃদ্ধি করা।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

গ্রামের জমিতে কি কি ফসল হয় ; জমি কাদের ; সেই জমিতে কারা কাজ করেন। হাল-বলদ কাদের ; যান্ত্রিক লাঙ্গল আছে কি ; কি সার ব্যবহার করা হয় ?

গ্রামে কি কি ধরনের জিনিস উৎপাদন করা হয় ; কারা করেন ?

শহরের কারখানায় কি কি উৎপন্ন হয় ; কারখানায় কাজ করেন কারা ; শ্রমিক ও মজুরি বলতে কি বোঝায় ?

☐ উপকরণ

গ্রামে উৎপন্ন ফসল, হাল-বলদ, যান্ত্রিক লাঙ্গল ও অন্যান্য উৎপন্ন জিনিসের ছবি।

কারখানার ছবি / নকসা।

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ, মৌখিক বিবরণ।

☐ কর্মস্থল

সমাজ পরিবেশ ও বিদ্যালয়।

☐ শিক্ষাগত নির্দেশ

শিক্ষক মহাশয় উক্ত একক পাঠদানকালে শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের গ্রামে উৎপন্ন ফসল ও অন্যান্য কি কি ধরণের জিনিস পাওয়া যায় সে সম্বন্ধে বাড়ী থেকে জেনে আসতে বলবেন। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীরা নিজ নিজ খাতায় ঐ সবের নাম ও কি সার ব্যবহার করা হয়েছে সে সম্বন্ধে লিখে আনবে। তারা ইতিমধ্যেই বহু ফসল চিনে ফেলেছে এবং তাদের নামও জেনে ফেলেছে।

সুতরাং ঐসব পূর্ব অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগালে ভালো ফল পাওয়া যাবে। পাশাপাশি ছোটখাট শিল্প (যেমন, তেল কল, আটার কল, ধান পেষাই কল প্রভৃতি) কিংবা ছোট বড় কারখানা থাকলে তিনি ছেলেমেয়েদের ঐ সব স্থান পর্যবেক্ষণে নিয়ে যেতে পারেন এবং তাদের ঐ সব কারখানার বিভিন্ন কাজকর্ম কিভাবে হয় সে সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক জ্ঞান দিতে পারেন। শহরের ছেলেমেয়েদের ক্ষেত্রে কারখানার অভিজ্ঞতালাভ অনেকটা সহজ। তবে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের কারখানার খুঁটিনাটি জ্ঞান দেওয়া প্রয়োজন নেই।

☐ পরিবেশ / শ্রেণীভিত্তিক কাজ

শ্রেণীর সকল ছেলেমেয়েদের উদ্দেশ্যে শিক্ষক মহাশয় কথোপকথনের মাধ্যমে প্রশ্ন করবেন—

: তোমাদের বাড়িতে কি কি ফসল উৎপন্ন হয় ?
: তোমাদের বাড়িতে উৎপন্ন হয় না এমন কি কি ফসল তুমি দেখেছ ?
: তোমাদের পাশের বাড়িতে আর কি কি নতুন ফসল দেখেছ ?
: তোমরা গ্রামের হাটে আর কি কি জিনিস দেখেছ ?
: গ্রামে কাদের কাদের জমি আছে ?
: জমিতে ফসল ফলাতে কারা কাজ করেন ?
: জমিতে যাঁরা কাজ করেন তাঁদের জমিজমা কেমন আছে ?
: গ্রামে হাল-বলদ কাদের কাদের আছে ?
: তোমাদের গ্রামে যান্ত্রিক লাঙ্গল কাদের আছে ?
: জমিতে ধান / পাট / কফি / আলু প্রভৃতি উৎপাদনে কি কি সার ব্যবহার করতে তোমরা দেখেছ ?
: তোমরা গোবর সার কার কার বাড়িতে দেখেছ ?
: পুকুর / নালা / গর্তের মাটি সার হিসেবে লোকেরা কি ব্যবহার করেন ?
: তোমাদের গ্রাম / শহরে কি কি ছোটখাট শিল্প আছে ?

(বিভিন্ন ছেলেমেয়েদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে প্রশ্ন করতে হবে।)

: ঐ সব শিল্পে কি কি জিনিস উৎপন্ন হতে দেখেছ ?
: ঐ সব জিনিসের তোমরা কি কি ব্যবহার কর ?
: কারখানায় জিনিসপত্র কারা তৈরী করেন ?
: শ্রমিকরা কাজের বিনিময়ে কি পায় ?
: কারখানায় শ্রমিকদের খেলাধূলো / আনন্দ দেবার কি ব্যবস্থা আছে ?

[পর্যবেক্ষণে নিয়ে গিয়ে ছেলেমেয়েরা চাক্ষুষ যা দেখেছে তার উপর তিনি প্রশ্ন করবেন।]

□ বিষয়বস্তু

কথোপকথন ঠিকমত হলে বিষয়বস্তু নিম্নানুরূপ হতে পারে—

আমাদের গ্রামে নানা ধরনের ফসল উৎপন্ন হয়। প্রধান প্রধান ফসলের মধ্যে আলু, পটল, ঝিঙ্গে, পাট, কপি, ধান, ভূট্টা, সরিষা, গম, রাই সরিষা, তিসি, মসুর, ছোলা, মটর, বেগুন এবং আরও নানাধরনের ফসল উৎপন্ন হয়।

গ্রামে যারা জোতদার তাদের বেশ জমিজমা আছে। তাছাড়া, সাধারণ গৃহস্থ লোকেদের কিছু জমিজমা আছে। ঐ সব লোকেদের হাল-বলদ থাকে। গ্রামের জমিতে সাধারণতঃ গরীব লোকেরাই কাজ করেন। তাদের অনেকের হাল-বলদ থাকে। ঐ হাল-বলদ দিয়ে তারা জোতদারের জমি আবাদ করেন। আমাদের গ্রামে যান্ত্রিক লাঙ্গল নেই। শুনেছি আমাদের পাশের গ্রামে কলের লাঙ্গল আছে। ঐ লাঙ্গল দিয়ে খুব তাড়াতাড়ি ও সহজে জমি চাষ করা যায়। আমাদের গ্রামের জমিতে সাধারণতঃ গোবর সার ও নালা / গর্তের মাটি ব্যবহার করা হয়। তাছাড়া, আলু, কপি, পাট, গম, ধান প্রভৃতি ফসল উৎপাদনে আধুনিক সারও ব্যবহার করা হয়। আমাদের গ্রামে মাটি, খেজুর, তালপাতা ও কাগজ দিয়ে অনেক রকমের জিনিসপত্র তৈরী হয়। ঐ সব জিনিসপত্র লোকেরা হাট, বাজার, মেলা ও শহরে বিক্রি করতে নিয়ে যান। গ্রামে একসময় স্বর্ণকার সোনার অলঙ্কার তৈরী করতেন ও তাঁতীরা কাপড় বুনতেন। এখন ঐ সব জিনিস আর উৎপন্ন হয় না। এ ছাড়া, গ্রামের কুমোর ও কামার বন্ধুরা মাটি ও লোহার কিছু জিনিসপত্র তৈরী করেন। তাছাড়া, একটি ময়দা পেষাই ও একটি চাল কল এবং একটি খড় বিচুলি কাটার কলও গ্রামে আছে।

[শহরে কোথাও কোথাও ছোট বড় কারখানা প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। নানা ধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, বৈদ্যুতিক শিল্প, ছোট ছোট কুটীর শিল্প ও অনেক রকমের ছোট ছোট কারখানা শহর জীবনের অঙ্গ। ঐ সব শিল্প ও কারখানায় শহরের লোকেরা চাকুরী করেন। তাদেরকে শ্রমিক বলা হয়। অনেকে ঐ সব স্থানে কেরাণীর কাজও করেন। শ্রমিকরা শ্রমের বিনিময়ে মজুরি পেয়ে থাকেন। আজকাল তাঁদের অবসর সময় যাপনের জন্যে কারখানায় অনেক ধরনের আমোদ প্রমোদের ব্যবস্থা থাকে।]

পাঠের একক
প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ

☐ কাম্য যোগ্যতা

- চারপাশের প্রকৃতি সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের অভিজ্ঞতা দান।
- মানুষের বুদ্ধি ও শ্রম কিভাবে প্রকৃতিকে কাজে লাগিয়েছে এবং সভ্যতার অগ্রগতিতে সাহায্য করেছে সে বিষয়ে সচেতন করা।
- প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে অবহিত করা।
- কার্যকারণ সম্পর্ক সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা দান।

☐ শিক্ষণীয় বিষয়

আমাদের মাথার উপরে থাকে খোলা আকাশ। আকাশে দেখি সূর্য, চাঁদ, তারা, মেঘ এবং রং বেরংয়ের পাখি। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল—সব কিছু নিয়েই হ'ল আমাদের চারপাশের প্রকৃতি।

আমরা মাটিতে বাড়িঘর বানাই, রাস্তাঘাট তৈরি করি, কলকারখানা, গাড়ি, চাষ আবাদ করি, মেঘ থেকে, নদী থেকে কিংবা মাটির তলা থেকে জল পাই।

মানুষের শ্রম ও বুদ্ধি ব্যবহার করে প্রকৃতি থেকে পাওয়া গেছে খাদ্য, পাণীয়, বস্ত্র, কাঠ, ধাতু এবং অসংখ্য রকমের জিনিস। হাজার হাজার বছর ধরে মানুষের চেষ্টা আর শ্রমের ফলে আবিষ্কার হয়েছে বিদ্যুৎ, রেডিও, উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, টেলিভিশন, সাইকেল, মোটরগাড়ি আরও কত কী।

সূর্য, চাঁদ, তারা, দিন, সপ্তাহ, মাস, ঋতু—আমাদের জীবনে এদের প্রভাব।

☐ উপকরণ

প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষের গড়া পরিবেশের ছবি / স্কেচ অথবা নকসা।
উড়োজাহাজ, রেলগাড়ি, সাইকেল, মোটরগাড়ি প্রভৃতির ছবি।

☐ কৃৎকৌশল

পর্যবেক্ষণ ও মৌখিক বিবরণ।

☐ কর্মস্থল

শ্রেণীকক্ষ।

□ শিক্ষাগত নির্দেশ

এই এককটিকে প্রথম ও দ্বিতীয় বছরের উপসংহার একক হিসেবে নিলে ভুল হবে না। এতদিন ছেলেমেয়েরা বাড়ি, পাড়া, সমাজ ও দূরের পরিবেশের প্রাকৃতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানবিক দিকের নানা ঘটনার সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। বর্তমান এককে শিক্ষক মহাশয় তাদের সেই প্রাসঙ্গিক পূর্বজ্ঞানকে পরিপূর্ণভাবে ব্যবহার করবেন। তাহলে 'প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানুষ' এককটি খুব সহজে তারা বুঝতে পারবে এবং শিক্ষক মহাশয় তাদের মধ্যে কাম্য যোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে সমর্থ হবেন। সুতরাং শ্রেণীর পঠন-পাঠনের সঙ্গে প্রয়োজনীয় উপকরণ ব্যবহার করলে কোন অসুবিধে হবার কারণ নেই। পূর্বোক্ত নানা এককে তারা প্রাকৃতিক পরিবেশের নানা ধরনের গাছপালা, নানা রংয়ের ফলফুল, পাখি, কীট-পতঙ্গ, নানা প্রকারের যানবাহন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব সম্বন্ধে জেনে ফেলেছে। কাজেই কথোপকথনের মাধ্যমে তিনি শুধুমাত্র তাদের বুঝিয়ে দেবেন যে, মানুষ সেই প্রাচীনকাল থেকে কিভাবে শ্রম ও বুদ্ধি ব্যবহার করে প্রাকৃতিক পরিবেশকে করে তুলেছে আরও সুন্দর ও আরামদায়ক। কিন্তু মানুষ পুরোপুরি প্রকৃতির প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারে নি এবং কোনদিন প্রাকৃতিক প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। সূর্য, চাঁদ, তারা, দিন, ঋতু প্রভৃতির প্রভাব মানুষের জীবনে নানাভাবে দেখা যায় এবং মানুষ ঐ সবের সঙ্গে মানিয়ে চলে অথবা বুদ্ধি ও শ্রম প্রয়োগে উহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে।

□ শ্রেণীর কাজ

শ্রেণীকে লক্ষ্য করে শিক্ষক মহাশয় কথোপকথনের মাধ্যমে নিম্নোক্ত ধরনের প্রশ্নাবলী করবেন। পরে তিনি শ্রেণীর শিশুদের নাম ধরে প্রশ্নের উত্তর চাইবেন।

: বিজন, দিনের বেলায় আকাশে কি দেখতে পাও ?
: অমল, সূর্য আকাশে না থাকলে তোমাদের কি অসুবিধে হয় ?
: পীযূষ, রাতের অন্ধকারে তোমাদের কি অসুবিধে হয় ?
: মানিক, রাতের অন্ধকার দূর করার জন্যে / কাজ করার জন্যে মানুষ কি কি করেছে ?
অথবা, রাতের অন্ধকারকে জয় করতে মানুষ কি কি করেছে ?
: জিন্নাহ, রাতের আকাশে কি কি দেখতে পাও ?
: বাহাদুর, সবচেয়ে বড় / মাঝারি / সবচেয়ে ছোট জিনিস / জিনিসগুলোকে কি বলে ?
: বুলবুল, আকাশের মেঘ থেকে আমরা কি পাই ?
: অঞ্জন, বাতাস না থাকলে আমাদের কি অসুবিধে হয় ?
: পাপিয়া, বাড়ির / স্কুলের গাছপালা বাঁচিয়ে রাখার জন্যে তোমরা কি কি কর ?
: অনি, গাছপালা লাগানোর জন্যে কি কি জিনিস দরকার ?

: নিপু, মাটি দিয়ে তোমরা কি কি বানাও ?
: থং, তোমাদের দেশে কোথায় লোকেরা ঘর বাড়ি তৈরী করেছে ?
: নুড্যাং, তোমাদের বাড়ি কেমন জায়গায় অবস্থিত ?
: গীতা, তুমি বাড়ি থেকে স্কুল আসার পথে কি কি রংয়ের পাখি দেখেছ ?
: আঞ্জু, তোমাদের পাড়ায় পঞ্চায়েত কি দিয়ে রাস্তা তৈরী করেছে ?
: মঞ্জু, বাড়ি থাকাতে তোমাদের কি সুবিধে হয়েছে ?
: লতা, তোমাদের চাষ-আবাদ না হলে কি কষ্ট হোতো ?
: গুরুং, তোমরা পাহাড় থেকে কি ভাবে জল পাও ?
: জন, তোমাদের বাবা কোন কারখানায় কাজ করেন ?
: রিচার্ড, তুমি কলকারখানায় কি কি উৎপন্ন হতে দেখেছ ?
: লয়েড, কোলকাতা শহরে মানুষ কিভাবে আলো পায় ?
: বাপ্পা, তোমরা কি ভাবে কোলকাতা গেছ ?
: লীনা, তুমি আকাশে কি কি জিনিস উড়ে যেতে দেখেছ ?
: মুজিব, তুমি দমদমে মামার বাড়ি কিভাবে গেছ ?
: বীরশা, তোমাদের এলাকায় কি যানবাহন দেখতে পাও ?
: মমতাজ, তোমাদের বাড়িতে রান্নাবান্না করার জন্যে কি কি জিনিস ব্যবহার করে ?
: রিয়াজ, ঐ সব জিনিস মানুষ কিভাবে লাভ করেছে ?
: অমিতাভ, তুমি রেডিওতে কি কি শুনতে ভালবাস ?
: মজিদ, আমরা কোথা থেকে কাঠ যোগাড় করি ?
: গৌতম, আমরা খাবার জিনিস কোথা থেকে পাই ?
: সুধাংশু, মানুষ কাপড় কিভাবে তৈরী করে ?
: সুধীর, আমরা কোথা থেকে তুলা পাই ?
: নিমাই, মানুষ কিভাবে আকাশ দিয়ে উড়ে যায় ?

এমনিভাবে নানাজনকে তিনি প্রশ্ন করবেন—

: কোন সময় খুব বর্ষা হয় ?
: খুব বর্ষা হলে গ্রামে / শহরে কি কি অসুবিধে হয় ?
: বছরের কখন খুব গরম পড়ে ?
: গরমের সময় আমাদের কি কি অসুবিধে হয় ?
: মানুষ গরম থেকে বাঁচবার জন্যে কি কি করে ?
: তোমাদের স্কুল কবে বন্ধ থাকে ?

: এক সপ্তাহে কয়দিন থাকে ?

: গাছপালা বেঁচে ওঠার জন্যে কি কি জিনিস দরকার ?

: তোমাদের ঈদ / সরস্বতী পূজা উৎসব / বার্ষিক পরীক্ষা কোন্ মাসে হয় ?

: তোমরা রাতে কি কি কাজ কর ?

: বাড়ির লোকেরা দিনের বেলায় কি কি কাজ করেন ?

: সূর্য / চাঁদ আমাদের কি কি উপকার করে ?

: স্কুলের পরিবেশকে তোমরা কিভাবে সুন্দর করে তুলেছ ?

: মানুষ ছাড়া, চারপাশে কি কি জিনিস দেখতে পাও ?

: মানুষ বাস করার জন্যে / চলাফেরা করার জন্যে / তাড়াতাড়ি যাবার জন্যে / বেশী জিনিস তৈরী করার জন্যে / খাবার তৈরী ও যোগাড়ের জন্য / জীবনকে সুন্দর করার জন্য কি কি করেছে ?

: মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমক্ষমতা না থাকলে কি কি অসুবিধা হোত ?

□ বিষয়বস্তু

এই এককে বিষয়বস্তুর নতুন করে বলার দরকার নেই। শিক্ষক মহাশয় আগের এককগুলোর সাহায্যে ছেলেমেয়েদের মধ্যে বাঞ্ছিত সামর্থ্য ফুটিয়ে তুলতে পারবেন।

পরিশিষ্ট—ক

পর্যবেক্ষণমূলক কাজের নমুনা

পরিবেশ পরিচিতি অংশের ছাত্রছাত্রীদের কাম্য যোগ্যতা ফুটিয়ে তুলতে গেলে পর্যবেক্ষণের উপর বেশী জোর দেওয়া দরকার। পাঠক্রমকে এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে তারা কাছের পরিবেশ থেকে দূরের পরিবেশ জানতে পারে। সুতরাং কাছের পরিবেশ সম্বন্ধে তাদের জ্ঞানদান ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। সেজন্য, যতদূর সম্ভব স্থানীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণে তাদের নিয়ে যেতে হবে। নিম্নে পর্যবেক্ষণমূলক কাজের তালিকা দেওয়া হোল—

১। শিশুর পরিবারের বাবা, মা, ছেলেমেয়ের কাজ।

২। শিশুর বাড়িঘরের বিভিন্ন দিক।

৩। বিদ্যালয়ের বিভিন্ন ঘরের কাজ, প্রধান শিক্ষক ও সহ-শিক্ষকদের বসার ঘর, স্কুলের আসবাবপত্র প্রভৃতি।

৪। শিশুর পরিবেশের কিছু কিছু দিক—গাছপালা ও বাগান, ফলমূল, শাক-সব্‌জি ও পাখি এবং পতঙ্গ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ।

৫। নিকটবর্তী হাট-বাজার পরিদর্শন।

৬। আশেপাশের বাড়িঘর।

৭। গ্রামের বিভিন্ন পাড়ার রাস্তাঘাট, পানীয় জল, পুকুর, খেলার মাঠ, পাঠাগার প্রভৃতি।

৮। গ্রামের অপরিষ্কার পুকুর।

৯। শহরের রেলস্টেশন, বন্দর, হাসপাতাল বা চিকিৎসাকেন্দ্র, কোন উৎসবস্থান, বারোয়ারিতলা, ধর্মস্থান, নিকটবর্তী মাঠ, চিড়িয়াখানা প্রভৃতি।

শিক্ষক সব এককের ক্ষেত্রে ছেলেমেয়েদের পর্যবেক্ষণে নিয়ে যাবেন এমন নয়। তিনি শ্রেণীর ছেলেমেয়েদের জিজ্ঞেস করলে বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যেতে পারেন। স্থানীয় পরিবেশ পর্যবেক্ষণে গেলে দু-এক দিনের মধ্যে তিনি তাদের অনেক কিছু দেখাতে পারবেন যদি পূর্ব থেকে পরিকল্পনা মত কাজে অগ্রসর হন। শিশুরা যা যা দেখছে তার উপর তিনি প্রশ্ন করবেন এবং তাদের প্রকৃত জ্ঞানলাভে সাহায্য করবেন।

পরিশিষ্ট—খ

প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের প্রকৃতি এবং বিবরণী

প্রত্যেকটি বিদ্যালয়ের স্থানীয় অবস্থা ও বিদ্যালয়ের বিশেষ পরিস্থিতি অনুযায়ী শিক্ষক মহাশয় উক্ত বিষয়ের কার্যক্রম স্থির করবেন। কাজের সাফল্য নির্ভর করবে শিক্ষকের বিশ্বস্ততা, সহযোগিতা বোধ এবং কল্পনাশক্তির উপর। বিদ্যালয় ও সমাজ-পরিবেশের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের একটি সম্ভাব্য তালিকা দেওয়া হলো। শিক্ষক মহাশয় পরিবেশ অনুযায়ী ঐ তালিকা থেকে কিছু কিছু বাদ দিতে অথবা তালিকায় নতুন নতুন কিছু যোগ করতে পারেন।

● প্রথম শ্রেণী থেকে পঞ্চম শ্রেণীর শিশুদের জন্য বিদ্যালয়ের পারিপাট্য বিধান এবং শিক্ষার অনুকূল পরিবেশ সৃজনমূলক কাজ। শিশুরা নিম্নের কাজগুলো বিভিন্ন দলে পালাক্রমে করবে। সময় প্রতিদিন ১০ মিনিট, অতএব সপ্তাহে ৬০ মিনিট।

কাজের বিবরণী

: সামুদায়িক পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার কাজ।
: বিশুদ্ধ পানীয় জলের সংরক্ষণের কাজ।
: শ্রেণীসজ্জার কাজ।
: ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা পরীক্ষার কাজ।
: প্রার্থনাসভা বা সম্মিলনীতে সমবেত সঙ্গীত।

□ ইহা ভিন্ন প্রয়োজন অনুসারে অন্য কোন কাজ।

: পরিবেশ ও গৃহ হতে সংগৃহীত জিনিসগুলোর রং, আকার এবং প্রকার অনুসারে শ্রেণীবিভাগ এবং শ্রেণীকক্ষে প্রদর্শন করা।
: সংগৃহীত জিনিস—সংরক্ষণ ও উহার প্রতি যত্ন নেওয়া।
: সামাজিক পরিবেশ থেকে সংগৃহীত জিনিস।
: পরিবেশ থেকে লব্ধ অভিজ্ঞতা ডায়েরীতে লিখে রাখা।
: দেখা জিনিসের নক্সা অঙ্কন।

□ উপরের কাজ ছাড়া, শিক্ষক মহাশয় ছেলেমেয়েদের দিয়ে কিছু কাজ করাতে পারেন।

যেমন—

: জাতীয় উৎসবাদি পালন—শিশু দিবস (১৪ই নভেম্বর), বিশ্ব স্বাস্থ্য দিবস (৭ই এপ্রিল), প্রতিবন্ধী দিবস, স্বাধীনতা দিবস, প্রজাতন্ত্র দিবস (২৬শে জানুয়ারী), শ্রমিক দিবস (১লা মে) শিক্ষক দিবস, অভিভাবক দিবস প্রভৃতি।

□ সামাজিক অনুষ্ঠান পালন

নববর্ষ, ঈদ, রাখীবন্ধন, সরস্বতীপূজা ইত্যাদি।

□ বিদ্যালয়ের বিশেষ অনুষ্ঠান

ক্রীড়ানুষ্ঠান, নাটক, নানা আনন্দদায়ক অনুষ্ঠান, কাজের উপর পুরস্কার বিতরণী সভা ইত্যাদি।

□ কৃতী ব্যক্তিদের জন্মদিবস পালন

রবীন্দ্রনাথ, সুকান্ত, সরোজিনু নাইডু, নজরুল, নেতাজী, স্বামীজী, গান্ধী, হাজী মোহাম্মদ মহসীন, দেশবন্ধু, বিদ্যাসাগর, স্থানীয় সমাজসেবী ও স্থানীয় শহীদ, দেশীয় সমাজসেবী এবং দেশীয় শহীদ ও বীরাঙ্গনাদের জন্মদিবস পালন।

□ আন্তর্জাতিক মহাপুরুষদের স্মৃতি দিবস

মহাত্মা লেনিন, যীশু খ্রীষ্ট, কার্ল মার্কস, হজরত মোহাম্মদ প্রভৃতি মহাপুরুষদের স্মৃতি দিবস পালন।

□ দৈনিক কাজ

সমাজ-পরিবেশে ভ্রমণ, শিক্ষামূলক বস্তু বা তথ্য সংগ্রহ, বিদ্যালয়ের সাফাই ও শ্রেণীকক্ষ-সজ্জা।

□ শিক্ষামূলক ভ্রমণ

পুরানো বাড়ি, গির্জা, মন্দির, মসজিদ, নদীতীর, পোস্ট অফিস, হাট, মেলা, কামারশালা, পঞ্চায়েত অফিস, ক্লাব, পাঠাগার প্রভৃতি স্থানে ভ্রমণ। পরিবেশ পর্যবেক্ষণমূলক কাজের জন্য ২ দিন ৩০ মিনিট করে সময় দেওয়া হয়েছে।

দৈনিক কাজের মধ্যে বিদ্যালয়ে শুরুতে ছাত্র-ছাত্রীরা প্রার্থনা সভা ও সম্মিলনীতে সমবেত হবে। সময় প্রত্যহ ১০ মিনিট অর্থাৎ সপ্তাহে ৬০ মিনিট। ঐ সময়ে সমবেত সঙ্গীত ও প্রেরণামূলক পাঠ হ'তে পারে।

● এ ছাড়া, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে নিজস্ব পরিবেশকে জানার জন্যে এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা পূরণ করার এবং অভিজ্ঞতাকে বাস্তব করার জন্যে নানাবিধ সহায়ক খেলা ও কাজ যথা—সামাজিক দৃশ্যকল্প রচনা যেমন—ডাকঘর, রথের মেলা, হাট ইত্যাদি এবং বিভিন্ন চরিত্রাভিনয় যথা—ডাক্তার-রোগী, রোগী-নার্স-ডাক্তার, বাস ও ট্রাম কণ্ডাক্টর, বিভিন্ন জীবজন্তু, ফেরিওয়ালা, চাষী ইত্যাদি। শিশুরা ঐ সব স্থান / বস্তু দেখে এসে তাদের ক্ষমতা ও প্রবণতা অনুযায়ী দৃশ্য কল্প তৈরী

করে খেলবে। শিক্ষক মহাশয় প্রয়োজনবোধে ঐ সব সম্বন্ধে বিশদ নির্দেশ দান ও সাহায্য করবেন। এখানে মনে রাখতে হবে যে ঐ সব দৃশ্যকল্প নির্ভর করবে কোন অঞ্চলের প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার উপর। শিক্ষক মহাশয় ঐ সব কাজে সাহায্য করার জন্যে বিভিন্ন শিশু-পত্রিকা ও খবরের কাগজ হতে কাটিং সংগ্রহ করবার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনবোধে তিনি তাদের মধ্য থেকে 'মনিটর' অথবা মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। যেন সব কিছু সু-শৃঙ্খলাবদ্ধ ভাবে শেষ হয়। ৩ মাস বা ৬ মাস অন্তর নতুন মন্ত্রী নিয়োগ করলে নেতৃত্ব, আগ্রহ, দায়িত্ববোধ, শৃঙ্খলাবোধ প্রভৃতি দক্ষতা সবার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা আরও সহজ হবে এবং প্রত্যেকেই আগ্রহ নিয়ে চরিত্রাভিনয়/দৃশ্যকল্প দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করবে। ঐ সব কাজের সময় কখনও কখনও স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি, পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি কিংবা কোন বিশেষ অতিথিকে আমন্ত্রণ করলে ভালো হয়।

উপরিউক্ত কাজকর্ম ছাড়াও পরিবেশ ও সামর্থ্য অনুসারে শিক্ষক মহাশয় ছাত্র-ছাত্রীদের দিয়ে আরও নানাবিধ কাজ করাতে পারেন। তবে সব দর্শনীয় জিনিসগুলো কাছাকাছি হতে হবে। তেমনি দৃশ্যকল্প ঘটনা ও বস্তুগুলো এমন হতে হবে যেন শিক্ষক মহাশয় ঐ সব সম্বন্ধে ছাত্র-ছাত্রীদের নির্দেশ দিতে সক্ষম হন। যদিও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজকে আলাদাভাবে পাঠক্রমে দেখানো হয়েছে তবুও মনে রাখতে হবে যে প্রায় প্রতিটি পঠন-পাঠন-নির্ভর বিষয়গুলোতে ঐ সব কাজের সুযোগ রয়েছে। শিক্ষক মহাশয় প্রতি একক পাঠদানকালে যদি সুযোগ পান তবে ছেলেমেয়েদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামূলক কাজের ব্যবস্থা করবেন। তবে শুধু কাজ করালেই চলবে না। তাহলে কাজটা যান্ত্রিক হয়ে পড়বে। শিক্ষামূলক এবং দক্ষতা বৃদ্ধির সহায়ক এরূপ কাজের ব্যবস্থা তিনি করবেন।

পরিশিষ্ট—গ

ছেলেমেয়েদের কল্পিত "ডায়েরী"

আমার নাম··· ··· ··· ··· ··· ··· আমার বাবার নাম··· ··· ··· ··· ··· ···

বাড়ির ঠিকানা ··· ··· ·· ··· ··· শহর/গ্রাম··· ··· ···পোস্ট ··· ···জেলা··· ···

বাবা কি কাজ করেন ··· ··· ··· ··· আমার মায়ের নাম··· ··· ··· ··· ··· ···

মা কি কাজ করেন··· ··· ··· ··· ···

আমরা কয় ভাইবোন ··· ··· ··· ···

দাদারা কি করেন··· ··· ··· ··· ···

দিদিরা কি করেন··· ··· ··· ··· ···

দাদু কি করেন ··· ··· ··· ··· ···

জ্যেঠা কাকা কি করেন ··· ··· ··· ···

আমার বয়স······দাদার বয়স······দিদির বয়স······আমাদের ঘর সংখ্যা······আমাদের শোবার ঘর আছে······আমাদের ঘর তৈরী করেছে······আমাদের গ্রামের বাড়িঘর······তৈরী। আমাদের বাড়ির····· ও গ্রামের·····আমাদের স্কুল অবস্থিত।

আমাদের স্কুলের ঘরের সংখ্যা···। স্কুলের সামনে·····আছে। উহার ডান দিকে রয়েছে···। উহার বাম দিকে রয়েছে······। আমাদের শ্রেণীতে ···(আসবাবপত্র) আছে। আমরা ···· বাগান করেছি। আমরাই উহার যত্ন করি। শ্রেণীকক্ষ আমরাই পরিষ্কার করি। আমাদের বাড়িতে······ পশু ও পাখি আছে। গরু আমাদের ····দেয় ও চাষের কাজে সাহায্য করে।

আমাদের বাড়ির সামনে একটি বাগান আছে। ঐ বাগানে অনেক ফলফুল, গাছপালা ও শাকসব্‌জির গাছ আছে। আমি সেখানে একটি দোপাটি ফুল ও একটি টমাটোর চারাগাছ রোপণ করেছিলাম। আমি সেখানে বিকেলে জল দিই। আমরা বাজার থেকে····· শাক-সব্‌জি কিনি এবং বাগান থেকে পাই·····ফলমূল এবং·····শাক-সব্‌জি। বাগানের গাছে·····পতঙ্গ ও পাখি দেখা যায়। শহরের বাজারে গ্রাম থেকে জিনিসপত্র আসে। যাদের বাগান নেই তারা বাজার থেকে জিনিসপত্র যোগাড় করে। কিছু কিছু লোক জিনিসপত্র কেনে। আমাদের ও গাছপালার জন্যে আলো, জল ও হাওয়া দরকার। ঐ সব না হলে আমাদের ভীষণ কষ্ট হয়। তেষ্টা পেলে আমরা জল পান করি। শীতে আমরা রোদ পোহাই·····

এরকমভাবে তারা যা দেখেছে তার উপর ডায়েরী লিখবে।

—•—

State Primary Curriculum Development Cell

S. C. E. R. T. WEST BENGAL

Chairman

Dr. S. Rai Choudhuri

Member-Convener

Prof. K. K. Chattopadhyay

Members

Prof. P. C. Choudhuri
Dr. D. K. Sarkar
Md. Refatullah

Dr. V. Deb
Dr. J. P. Ghosh
Shri S, Mukherjee

Shri Alok Nath Maiti
Shri Sudhansu Sekhar Senapati
Sm. Krishna Basu
Shri Nemaidas Datta.

* এ দেশ আমাদের
এঁকে সুন্দর রাখার দায়িত্ব আমাদের।

* গাছ আমাদের বন্ধু
এদের যত্ন নিন।

* নিজে পরিচ্ছন্ন থাকুন
পরিবেশকে পরিচ্ছন্ন রাখুন।

* আকাশ, বাতাস, মাটি, জল—
সব কিছু নিয়েই আমাদের
চারপাশের প্রকৃতি।
এদের জানুন।

□ ইউনিসেফ্ □